পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 87 Thursday, 26 February, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৮৭ সংখ্যা ✱ ১৩ ফাল্গুন ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘বাংলায় ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়ে দেবে’

নতুন আশঙ্কা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভা ভোটের মুখে রাজ্যে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন - শেষ পর্যন্ত কতজন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন? এসআইআর প্রক্রিয়ায় এখনও প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়নি। এই পরিস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, শেষ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যেতে পারে। ভবানীপুরে জৈন সম্প্রদায়ের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন তিনি। সেখানেই এসআইআর প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘প্রথমে ৫৮ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল, পরে ৮০ লক্ষ নামের ইঙ্গিত মিলছে।’’ তাঁর কথায়, ‘‘সব মিলিয়ে দেখে মনে হচ্ছে ১ কোটি ২০ লক্ষ নাম বাদ দিয়ে দিতে পারে।’’ শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে। যদিও অতিরিক্ত তালিকা পরে প্রকাশের সুযোগ থাকবে। কিন্তু কমিশনের বক্তব্য, ভোটের আগে সংশোধিত তালিকা প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ, চূড়ান্ত তালিকায় যাদের নাম থাকবে না, আপাতত তাঁদের ভোটাধিকার কার্যত স্থগিতই থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কার নাম বাদ যাচ্ছে- হিন্দু, মুসলিম, শিখ না জৈন, সেটা দেখি না। কিন্তু বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাওয়া কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।’’ তিনি আরও জানান, ২৮ তারিখ তালিকা প্রকাশের পর বাদ পড়া ভোটারদের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বলেন, ‘‘আমি এখানে ন্যায়ের জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছি, যদি সফল হই তাহলে এখানে এসে আবার মাথা ঠেকাব।’’ ভবানীপুরের জৈন মানস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে মমতার আর্জি, ‘‘কারও অধিকার ছিনিয়ে নেবেন না। সকলকে তাঁর অধিকার ফিরিয়ে দিন। নিজে বাঁচুন। সকলকে বাঁচতে দিন।’’ এদিকে সময় হাতে মাত্র কয়েক দিন। এত অল্প সময়ে বিপুল সংখ্যক অভিযোগ খতিয়ে দেখা সম্ভব কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, জুডিশিয়াল অফিসারদের দিয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির কাজ করাতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টেরও। কমিশন সূত্রের হিসেব, যদি এক হাজারের বেশি বিচারিক আধিকারিক দায়িত্ব নেন এবং প্রত্যেকে দিনে তাঁরা গড়ে ২৫০টি করে আবেদন পরীক্ষা করেন, তবে প্রায় ২০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ হতে পারে। তবে প্রাথমিক অনুমান বলছে, আগামী কয়েক দিনে কিছু লক্ষ আবেদন নিষ্পত্তি হলেও ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ নাম চূড়ান্ত তালিকায় না থাকার আশঙ্কা রয়েছে। কমিশন সূত্রে আরও জানা গেছে, প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ তথ্যে অসঙ্গতি এবং ৩২ লক্ষ ‘অচিহ্নিত’ নাম ঘিরে জট তৈরি হয়েছে। ফলে পরিস্থিতি এখনও অনিশ্চয়তায় মোড়া।

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বহাল

হাইকোর্টের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের আলোচনায় প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলা। চাকরি বাতিল নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে খারিজ করে দিয়েছিল ডিভিশন বেঞ্চ। চাকরি বাঁচে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের। হাইকোর্টের এই রায়কেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। শীর্ষ আদালতে স্পেশাল লিভ পিটিশন ফাইল করলেন তাঁরা। ২০১৪ সালের ‘টেট’-র ভিত্তিতে ২০১৬ সালে প্রাথমিকে প্রায় ৪২৫০০ শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল। সেই নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে। আর সেই মামলাতেই ২০২৩ সালের ১২ মে হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। তিন মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতেও নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ। সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে। তবে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে নির্দেশ দেয়। এরপর মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট। সেখান থেকে মামলা আসে ফের হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। গত বছরের ৩ ডিসেম্বর চাকরি বাতিলের রায় খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। চাকরি বহাল রাখে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের। চাকরি বহাল রাখার নির্দেশ দিতে গিয়ে বিচারপতিরা বলেছিলেন, যাঁরা ৯ বছর ধরে কাজ করছেন, তাঁদের পরিবারের কথাও ভাবতে হবে। যাঁরা সফল হননি তাঁদের জন্য সব ড্যামেজ করা যায় না। ডিভিশন বেঞ্চের সেই রায়ের পর আড়াই মাসের বেশি কেটে গিয়েছে। এতদিন পর ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। শীর্ষ আদালতে স্পেশাল লিভ পিটিশন দায়ের করা হল। ভোটের আগে এই মামলায় নতুন করে এসএলপি দায়ের নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। সুপ্রিম কোর্টে এখন কী হয়, সেটাই দেখার।

সোহমের কাছে গেল নোটিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ সিনেমা তৈরির জন্য টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই টাকা প্রতিশ্রুতি মতো ফেরত দেননি বলে অভিযোগ। এবার বিধায়ক-অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীকে কাছে গেল আইনি নোটিস। অভিযোগ, তিনি শাহিদ ইমাম নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৬৮ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সেই টাকা তিনি পরিশোধ করেননি। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে শাসকদলের একজন বিধায়ক তথা অভিনেতার বিরুদ্ধে এহেন ঋণখেলাপির নোটিস যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। যদিও সোহমের দাবি, টাকা ফেরত দেব, এই নিয়ে আগেও কথা হয়েছে। ভোটের আগে তাঁর চরিত্র কালিমালিপ্ত করার জন্যই এই ধরনের নোটিস পাঠানো হয়েছে। নোটিসে উল্লেখ রয়েছে, ২০২১ সালের ২৯ জুলাই শাহিদ ইমামের মধ্যে একটি বাংলা সিনেমা তৈরি নিয়ে লিখিত চুক্তি হয়। সম্ভবত সেই সিনেমার নাম রাখা হত ‘মানিকজোড়’। সেই মোতাবেক শাহিদ ইমাম ১ কোটি বিনিয়োগ করতে রাজি হন। প্রথম ধাপে শাহিদ ৬৮ লক্ষ টাকা সোহম চক্রবর্তীকে দেন তিনি। তার লিখিতও

হয়। কিন্তু সেই সিনেমা পরবর্তীতে তৈরি হয়নি। সোহম কোনওভাবেই প্রযোজনায় কোনও আগ্রহ দেখাননি, স্ক্রিপ্ট চূড়ান্ত করা, সময় নির্ধারণ করা-কোনও কাজই এগোয়নি। উল্লেখ্য, এর মাঝে ২০২৩ সালে এসএসসিকাণ্ডে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ২০২৩ সালে মুক্তি পান শাহিদ। শাহিদ এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, সেই সময় দুই দফায় মোট ২৫ লক্ষ টাকা তাঁকে ফেরত দিয়েছিলেন অভিযুক্ত। তারপর আর কোনও টাকা ফেরত দেননি সোহম। তাই তাঁর বিরুদ্ধে ঋণখেলাপির নোটিস। যদিও সোহম দাবি, শাহিদের সঙ্গে আগেই তাঁর টাকা মেটানো নিয়ে কথা হয়েছে।

মার্চেও কাটবে না চিংড়িঘাটা জট!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ চিংড়িঘাটার মেট্রো জট আগামী মাসেও কাটার সম্ভাবনা কম। এমনটাই মনে করছেন মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। এ দিন কলকাতা মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র জানিয়েছেন, মার্চ মাসে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা রয়েছে। ফলে মার্চ মাসেও পুলিশ চিংড়িহাটায় রাস্তা বন্ধ করে অথবা যান নিয়ন্ত্রণ করে মেট্রোর কাজ করার অনুমতি দেবে না বলেই ধরে নিয়েছেন তাঁরা। বেলেঘাটা এবং গৌরকিশোর ঘোষ স্টেশনের মধ্যে চিংড়িঘাটা মোড়ে মাত্র ৩৬৬ মিটার অংশে মেট্রো পথ নির্মাণের জন্য ই এম বাইপাসে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। মেট্রো কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, পুলিশের অনুমতি না পাওয়ার কারণেই এই কাজ থমকে রয়েছে। বর্তমানে নিউ গড়িয়া থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু রয়েছে। কিন্তু সামান্য ওই অংশে কাজ শেষ না হওয়ার কারণে অরেঞ্জ লাইনে মেট্রো পরিষেবা চিংড়িঘাটা পেরিয়ে সেক্টর ফাইভের দিকে চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। জট কাটাতে বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টেও পৌঁছেছে। হাইকোর্টের নির্দেশে একাধিক বার মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাজ্য প্রশাসন এবং পুলিশের প্রতিনিধিরা। মেট্রো রেলের অভিযোগ, তার পরেও কাজ শুরুর অনুমতি মেলেনি। রাজ্য প্রশাসনের পক্ষে পাল্টা আদালতে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, যে জায়গায় রাস্তা বন্ধ করতে বলছে মেট্রো রেল, সেখানে রাস্তা বন্ধ করলে অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত চলাচল করতে পারবে না। যদিও সবপক্ষের বক্তব্য শুনে আলোচনার মাধ্যমেই বিষয়টির মীমাংসা করার পরামর্শ দেয় হাইকোর্ট। এ দিন নিউ গড়িয়া বিমানবন্দর মেট্রো রুটে আরও একটি সমস্যার কথা শোনা গিয়েছে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজারের মুখে। শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র জানিয়েছেন, ভিআইপি রোড হয়ে বিমানবন্দরগামী রাস্তাও মেট্রোর কাজের জন্য কিছুদিন বন্ধ রাখার প্রয়োজন রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে বিধাননগর পুলিশ মেট্রোর এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। সমস্যার সমাধানে ফের পুলিশের সঙ্গে মেট্রো কর্তৃপক্ষের আলোচনা শুরু হয়েছে।

হাওড়ায় প্রোমোটার খুনে উত্তেজনা

অভিযুক্তদের বাড়িতে চড়াও, বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ গোলাবাড়ি-পিলখানা এলাকায় প্রোমোটার খুনের ঘটনায় বুধবার ভোর থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে ২৭ বছর বয়সি তরুণ প্রোমোটার সৌফিক খানকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভোর সাড়ে চারটার কিছু আগে দুই ব্যক্তি হেঁটে এসে সফিকের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। অভিযোগ, খুব কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি ছোড়া হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাওড়া সিটি পুলিশের একটি বড় দল। এই ঘটনায় হারুন খান ও রোহিত নামে দুই যুবকের নাম সামনে এসেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, নিহতের সঙ্গে এলাকার দুই দুষ্কৃতীর পুরনো বিবাদ ছিল। আর্থিক লেনদেন ও চাঁদার জুলুমের অভিযোগও সামনে এসেছে। মৃতের পরিবারের দাবি, ওকে অনেকদিন ধরেই টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। টাকা না দেওয়াতেই এই পরিণতি। এ ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। সন্দেহভাজনদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ঘটনার পর ফরেন্সিক দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তদন্তকারীরা গুলির খোল, রক্তের নমুনা ও আশপাশের ফুটেজ সংগ্রহ করেন। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্যক্তিগত শত্রুতা, আর্থিক লেনদেন-কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। ভোটের আগে প্রোমোটার খুনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে। রাজনৈতিক মহল থেকেও কড়া প্রতিক্রিয়া মিলেছে। বিজেপি রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই অভিযোগ করেন, অভিযুক্তরা উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী-র ঘনিষ্ঠ। যদিও বিধায়ক এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, আইন আইনের পথে চলবে এবং দোষীদের শাস্তি হবেই। এদিকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিধায়ক মৃতের বাড়িতে গেলে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। ক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্তদের বাড়িতেও চড়াও হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। খুনের ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতরের পাশাপাশি এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন।

মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য, তবে লাগবে আরও একটি নথি!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে চলা মামলায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড পরিচয়পত্র হিসেবে জমা দেওয়া যাবে। তবে সেটি একক নথি হিসেবে নয় - মাধ্যমিক উত্তীর্ণের শংসাপত্রের সঙ্গে মিলিয়েই গ্রহণ করা হবে। বুধবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, বয়স এবং অভিভাবকের নাম সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গুরুত্বপূর্ণ নথি হতে পারে। কারণ, পাশ সার্টিফিকেটে অনেক সময় জন্মতারিখ বা বাবার নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে না। সেই ঘাটতি পূরণ করতেই অ্যাডমিট কার্ড জমা দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এছাড়া আদালত আরও জানায়, ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যে নথিপত্র জমা পড়েছে, সেগুলিই গ্রহণযোগ্য বলে ধরা হবে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সমস্ত নথি বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার মধ্যে প্রিসাইডিং অফিসারের হাতে তুলে দিতে হবে। এই দায়িত্ব পালন করবেন ইআরও এবং এইআরও-রা। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আইনজীবী ডিএস নাইডু অ্যাডমিট কার্ডকে গ্রহণযোগ্য নথি হিসেবে মানতে আপত্তি জানান। তাঁর বক্তব্য ছিল, আধারের মতো এটি স্বতন্ত্র পরিচয়পত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। এর জবাবে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী মন্তব্য করেন, আদালত কখনও একক নথি হিসেবে অ্যাডমিট কার্ডের কথা বলেনি। বরং পাশ সার্টিফিকেটের পরিপূরক হিসেবেই সেটি জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাংলার বিচারকদের কাছে মাধ্যমিকের নথির প্রকৃতি স্পষ্ট বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এসআইআর প্রক্রিয়ার শুরুতে জন্মের শংসাপত্রের বিকল্প হিসেবে মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য হতে পারে - এমন ইঙ্গিত মিলেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশন জানায়, অ্যাডমিট কার্ড প্রামাণ্য নথি নয়। ফলে বহু ভোটার সমস্যায় পড়েন, কারণ অনেকের কাছেই জন্মের শংসাপত্র নেই। নাগরিকত্ব বা বয়স প্রমাণে তাঁরা বিপাকে পড়ছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে কিছুটা স্বস্তি মিলল। এখন স্পষ্ট - দশম শ্রেণির পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড জন্মতারিখ ও পিতামাতার পরিচয় সংক্রান্ত তথ্যের সহায়ক নথি হিসেবে জমা দেওয়া যাবে, তবে তার সঙ্গে অবশ্যই পাশের শংসাপত্র যুক্ত করতে হবে। এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, আদালতের এই নির্দেশ তার অনেকটাই কাটাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যে আসছেন এক ঝাঁক কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ প্রত্যেক বিধানসভার জন্য অবজারভার নিয়োগ হচ্ছেন। ভোট বিজ্ঞপ্তি জারির দিনই রাজ্যে এক ঝাঁক কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক। সূত্রের খবর, প্রত্যেক বিধানসভার চূড়ান্ত নজরদারিতে অন্ততপক্ষে এক জন করে পর্যবেক্ষক থাকতে চলেছেন। মনোনয়ন প্রক্রিয়াও চলবে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের নজরদারিতে। বাংলা-সহ ৫ রাজ্যেই এই ফর্মুলা নির্বাচন কমিশনের। দেশের ১ হাজার ৪৪৪ জন অফিসারকে ট্রেনিং দিচ্ছে কমিশন। কমিশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুরনো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখেছে, মনোনয়ন পর্ব থেকেই বাংলার একাধিক জায়গা থেকে অভিযোগ, অশান্তির খবর আসতে শুরু করে। জোর করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা শুরু থেকে রাজনৈতিক হিংসারও অভিযোগ ওঠে। গত বিধানসভা নির্বাচনে মনোনয়ন পর্ব থেকেই বিরোধীরা একাধিক অভিযোগ তুলেছিলেন। এবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিজ্ঞপ্তি যেদিন জারি করা হবে, সেদিন থেকেই প্রায় ২৯৪টা কেন্দ্রেই বিধানসভা ভিত্তিক আলাদা আলাদা করে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা থাকবেন। তবে এই সিদ্ধান্ত যে কেবল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কার্যকর হচ্ছে, তেমনটা নয়, মোট ১৪৪৪ জন আইপিএস, আইএএস, আইআরএস অফিসারদের গত কয়েকদিন ধরে লাগাতর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের তামিলনাড়ু, কেরল, অসম, পুদুচেরিতে নিয়োগ করা হবে। এই আধিকারিকদের মধ্যে আইপিএস অফিসারদের পুলিশ অবজারভার হিসাবে ব্যবহার করা হবে। আইএএস পর্যমর্যাদার আধিকারিকদের জেনারেল অফিসার হিসাবে ব্যবহার করা হবে। রেভিনিউ অর্থাৎ আর্থিক ক্ষেত্রে নজরদারির জন্য আইআরএস অফিসারদের ব্যবহার করা হবে। মনোনয়ন পর্ব থেকে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গোটা নজরদারি রাখবেন তাঁরা।

কলকাতায় বড় রদবদল তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায়, কে পাচ্ছেন, কে বাদ পড়ছেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ চতুর্থবার রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে তৃণমূল। কারা হবেন ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থী? পুরনো সব বিধায়কই কি এবার টিকিট পাবেন? নাকি নবীন-প্রবীণ মিলিয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবে রাজ্যের শাসকদল? তৃণমূল সূত্রে একাধিক প্রার্থীর নাম জানা যাচ্ছে, যাঁরা ছাব্বিশের নির্বাচনে টিকিট পেতে পারেন। কারও হয়ত বিধানসভা কেন্দ্র বদল হতে পারে। আবার কোনও বিধায়কের সন্তানকে বাবার আসনে প্রার্থী করা হতে পারে। কলকাতা ও তার আশপাশের আসনগুলিতে প্রার্থী তালিকা নিয়ে কী জানা যাচ্ছে তৃণমূল সূত্রে? শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ছেড়ে যাওয়া বেহালা পূর্ব আসনে একুশের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়। জেতেনও। শোভন তৃণমূলে ফিরে আসার পর বেহালা পূর্বে কে প্রার্থী হবেন, তা নিয়ে জল্পনা বাড়ে। তৃণমূল সূত্রে খবর, ছাব্বিশের নির্বাচনে বেহালা পূর্বে প্রার্থী করা হতে পারে রত্নাকেই। আবার রত্নার বাবা দুলাল দাস মহেশতলার বিধায়ক। সূত্রের খবর, তিনি দলকে জানিয়েছেন, তিনি আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান না। সেক্ষেত্রে রত্নাকে মহেশতলায় প্রার্থী করা হতে পারে কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে। তবে অনেকে বলছেন, বেহালা পূর্বে যেভাবে রত্না কাজ করছেন, তাতে তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র নাও বদলানো হতে পারে। তাহলে শোভনকে কোথায় প্রার্থী করা হতে পারে? পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বেহালা পশ্চিমে শোভনকে প্রার্থী করা হবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছিল। তবে তৃণমূল সূত্রে খবর, বেহালা পশ্চিমে বিনোদন জগতের জনপ্রিয় কোনও মুখকে প্রার্থী করা হতে পারে। আর উত্তর কলকাতার কোনও আসন থেকে প্রার্থী করা হতে পারে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। ২০১১ সাল থেকে এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তৃণমূলের স্বর্ণকমল সাহা। সূত্রের খবর, এবার তিনি ভোটে নাও দাঁড়াতে পারেন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার বার্তা দলকে দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে এই আসনে প্রার্থী করা হতে পারে তাঁর পুত্র সন্দীপন সাহাকে। সন্দীপন বর্তমানে কলকাতা পৌরনিগমের কাউন্সিলর। মানিকতলা আসনে ফের প্রার্থী করা হতে পারে সুপ্তি পাণ্ডেকে। প্রয়াত সাধন পাণ্ডের এই আসনে উপনির্বাচনে তাঁর প্রার্থী হওয়া নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। সাধন পাণ্ডের স্ত্রী সুপ্তি না কন্যা শ্রেয়া, কে টিকিট পাবেন, তা নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল। শেষপর্যন্ত তাঁর উপরই ভরসা রেখেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে খবর, ছাব্বিশের নির্বাচনেও মানিকতলা আসনে টিকিট পাচ্ছেন সুপ্তি পাণ্ডে। আবার প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিবেক গুপ্তর। জোড়াসাঁকোতে কে প্রার্থী হতে পারেন? ওই কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়কের পুত্রের নাম নিয়ে আলোচনা চলছে। খড়দহের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে এবার দক্ষিণ কলকাতার কোনও আসন থেকে প্রার্থী করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে খড়দহে কে প্রার্থী হবেন, তা নিয়ে জল্পনা বেড়েছে। একজন সাংবাদিকের নাম আলোচনায় উঠে আসছে। আবার মদন মিত্রকে নিয়েও আলোচনা চলছে। তিনি টিকিট পাচ্ছেন বলে সূত্রের খবর। সেখানে তাঁর বর্তমান বিধানসভা কেন্দ্র কামারহাটিতেই তাঁকে প্রার্থী করা হয়, নাকি খড়দহের প্রার্থী করা হবে, তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই রাজ্যের শাসকদলের প্রার্থী তালিকা জানানো হতে পারে। তার আগে প্রার্থী তালিকা নিয়ে জল্পনা অবশ্য বেড়েই চলেছে।

ইসনার বিজ্ঞান সাংবাদিকতা কোর্সের উদ্বোধন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন (ইসনা)-র উদ্যোগে বিজ্ঞান সাংবাদিকতা কোর্সের ৩৮ তম অ্যাডভান্স ট্রেনিং প্রোগ্রামের উদ্বোধন হলো গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি। এই ট্রেনিং প্রোগ্রামের চেয়ারম্যান প্রশান্ত কুমার বসু তাঁর স্বাগত ভাষণে ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ড. মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানীদের উদ্যোগে তৈরি এই প্রতিষ্ঠান আজও তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে এই পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন প্রশান্ত কুমার বসু। ইসনার সম্পাদক ও কোর্সের আহ্বায়ক ড. অমিত কৃষ্ণ দে বলেন, এই কোর্স মূলতঃ অনলাইন হলেও অফলাইনে ও কিছু কর্মশালার পরিকল্পনা তাঁদের রয়েছে। রেডিও প্রডাকশন, সায়েন্স ট্যাবলয়েড মেকিং, পাপেট্রি প্রভৃতি অন্যতম। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, মালয়েশিয়া লিংকন ইউনিভার্সিটি কলেজের ডেপুটি ভাইস চ্যান্সেলর, ড. সন্দীপ পোদ্দার। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, বিজ্ঞান সাংবাদিকতা কোর্সটি সকলের জন্য খুব উপকৃত হবে, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে এধরনের কোর্সের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে গবেষণা ও উদ্ভাবনের কথা উঠে আসে। প্রধান অতিথির হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দৈনিক সংবাদপত্র 'একদিন 'এর সম্পাদক, সন্তোষ কুমার সিং। তিনি বলেন, বিজ্ঞান সাংবাদিকতার অনেক সুযোগ রয়েছে, বিভিন্ন দিক রয়েছে বিজ্ঞান সাংবাদিকতার ছাত্রীদের অনেক কাজে লাগবে ইসনার এই কোর্সটি। ইসনার প্রবীণ সদস্য এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন বিজ্ঞানী, অধ্যাপক মানস চক্রবর্তী বলেন, ইসনার এই কোর্সটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে শেখানো হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ড. মীনাক্ষী দে, ড. সিমা মুখোপাধ্যায়, ড. সৈকত বসু, ড. বুড়োশিব দাস গুপ্ত, ড. সত্যব্রত চক্রবর্তী, ড. অর্ণব কুমার ব্যানার্জি, ড. দেবপ্রসন্ন সিনহা, ড. মানস প্রতিম দাস, অর্পিতা চক্রবর্তী, গৌতম শীল ও কল্লোল বসাক, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

গোমতীনগর ও মালতীপাটপুর হোলি স্পেশাল ট্রেন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে গোমতী নগর, মালতীপাটপুর-গোমতী নগরের মধ্যে হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ০৫০৬৪ গোমতী নগর-মালতীপাটপুর হোলি স্পেশাল ২৬.০২.২০২৬ থেকে ২৬.০৩.২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার বিকাল ৫৫৫ মিনিটে গোমতী নগর থেকে ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন ০৩.৩০ মিনিটে মালতীপাটপুরে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৫০৬৩ মালতীপাটপুর - গোমতী নগর স্পেশাল ২৮.০২.২০২৬ থেকে ২৮.০৩.২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শনিবার মালতীপাটপুর থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন রাত ৮০০ মিনিটে গোমতী নগরে পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে ভজুডিহ, আদ্রা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, হিজলি এবং বালেশ্বরে।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক ৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক ক্রেডিট কার্ড চালু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আই ডি এফ সি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক হ্যালো ক্যাশব্যাক ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে, এটি একটি ফিক্সড-ডিপোজিট-ব্যাকড অফার যা ডিজিটালি সচেতন গ্রাহকদের জন্য, বিশেষ করে ১৮ শতাংশ বছর বয়সী তরুণদের জন্য যাদের অন লাইন-ফার্স্ট এবং ইউপিআই ভিত্তিক খরচের অভ্যাস রয়েছে। এই কার্ড গ্রাহকদের তাদের ক্রেডিট ইতিহাস তৈরি করতে এবং দৈনন্দিন ডিজিটাল পেমেন্টে একটি শক্তিশালী এবং স্পষ্টভাবে আলাদা ক্যাশব্যাক প্রস্তাব থেকে উপকৃত হতে সক্ষম করে। হ্যালো ক্যাশব্যাকের একটি শক্তিশালী স্তরযুক্ত ক্যাশব্যাক কাঠামো রয়েছে, যা ১০,০০০-র বেশি অনলাইন খরচে ৫ শতাংশ ক্যাশব্যাক, ১০,০০০ পর্যন্ত অনলাইন খরচে ৩ শতাংশ ক্যাশব্যাক এবং ইন-স্টোর, কন্ট্যাক্ট লেস ও ইউ পি আই লেনদেনে ১ শতাংশ ক্যাশব্যাক। অনন্যভাবে, ১ শতাংশ ক্যাশব্যাক ইউটিলিটি, শিক্ষা ও বীমার মতো প্রয়োজনীয় বিভাগগুলিতেও প্রযোজ্য। কার্ডটির যোগদান ফি ১,০০০ ও বার্ষিক ফি ১,০০০, ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত মওকুফ করা হয়েছে, পূর্ববর্তী বছরে ২০০,০০০ বার্ষিক খরচের উপর বার্ষিক ফি মকুফ হয়েছে, এটিকে পুরস্কার, অ্যাক্সেস ও ক্রেডিট বিল্ডিংয়ের একটি আকর্ষণীয় সমন্বয় করে তোলে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রঞ্চ্যাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

আমেরিকাকে রুখতে ইরানের পাশে দাঁড়াল চিন, কী কী অস্ত্র দিচ্ছে জানেন ?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, তেহরান, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে যুদ্ধের মেঘ। যে কোনও মুহূর্তে ইরানের উপর হামলা চালাতে পারে আমেরিকা। ইরান উপকূলের কাছে ইতিমধ্যেই নৌবাহিনী মোতায়েন করেছে আমেরিকা। এই আবহে নিজেদের শক্তি বাড়াতে ব্যস্ত তেহরান। সূত্রের খবর, গোপনেই চিন, রাশিয়ার সঙ্গে ক্ষেপনাস্ত্র কেনার চুক্তি সেরে ফেলছে তেহরান। আমেরিকার হুমকির মাঝেই চিন, রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়াচ্ছে ইরান। দুই দেশ থেকেই প্রচুর পরিমাণে মিসাইল কিনে ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে খামেইনের দেশ। আমেরিকার সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের কথা মাথায় রেখেই ইরানের এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। রয়টার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, চিনের সঙ্গে একটি চুক্তি সেরে ফেলার বিষয়ে অনেকটাই কথা এগিয়ে ফেলেছে তেহরান। চিনের থেকে যুদ্ধজাহাজ ধ্বংসকারী ক্ষেপণাস্ত্র কেনার জন্য একটি চুক্তি সই করতে চলেছে ইরান। মূলত এই ক্ষেপণাস্ত্র হেলায় গুঁড়িয়ে দিতে পারে যুদ্ধজাহাজ। এবার সেটাই কিনতে চলেছে ইরান। সূত্রের খবর, চিনের তৈরি সিএম-৩০২ ক্ষেপণাস্ত্রের চুক্তিটি প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে। প্রসঙ্গত, প্রায় বছর দুয়েক আগে জুন মাসে ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে ১২ দিনের যুদ্ধের পর ক্ষেপণাস্ত্র কেনার জন্য চিনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর্যায়ে ইরানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা চিনে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করেন। যার মধ্যে ইরানের উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী মাসুদ ওরাইও ছিলেন বলে খবর। এদিকে, রাশিয়ার সঙ্গেও একটি চুক্তি সেরে ফেলেছে ইরান। সূত্রের খবর, রাশিয়া থেকে অত্যাধুনিক মিশাইল কেনার চুক্তি সেরে ফেলেছে খামেইনের দেশ। জানা গিয়েছে, এর ফলে বিপুল পরিমাণে মিসাইল কিনতে চলেছে ইরান । গোপনে মস্কোতে গিয়ে চুক্তি সেরে আসেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আধিকারিকরা। রাশিয়ার থেকে ৫০০ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তিতে অত্যাধুনিক শোল্ডার ফারার্ড কিনতে চলেছে ইরান। প্রসঙ্গত, গত বছর জুলাই মাসে রাশিয়ার কাছ থেকে ক্ষেপনাস্ত্র কেনার আবেদন জানিয়েছিল ইরান। আমেরিকার সঙ্গে সংঘাতের মাঝে রাশিয়া-চিনের সঙ্গে ইরানের এই চুক্তি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ইরানের পারমাণবিক সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম নিয়ে বারবার আপত্তি তুলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদিকে কয়েকদিন আগেই একটি মার্কিন রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ইরানের সুপ্রিম লিডারকে খুনের পরিকল্পনা করেছে ট্রাম্প। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, যদি পরমাণু প্রোগ্রাম নিয়ে আমেরিকার কথা না মানে ইরান, তাহলে ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেই ও তাঁর ছেলে মোজতাবাকে খুন করা হতে পারে।

মুম্বইতে বিশাল অভিযানে গ্রেফতার ২১ বাংলাদেশি বৃহন্নলা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মুম্বই, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মুম্বইয়ের ভার্সোভা পুলিশ এবার অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বেআইনি বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে এ বছরের সবচেয়ে বড় অভিযান চালিয়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভার্সোভার শাকুলশাহ দরগাহ এলাকা থেকে মোট ২৫ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ২১ জন তৃতীয় লিঙ্গের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ভার্সোভা পুলিশ স্টেশনের অ্যান্টি-টেররিজম সেল (এটিসি) টিম বিশেষ অভিযান চালায়। অন্ধেরি ওয়েস্টের ইয়ারি রোড এলাকায় অবস্থিত শাকুলশাহ দরগাহের আশপাশে এই ব্যক্তিরা লুকিয়ে ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তারা অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন এবং বিভিন্ন ছদ্মবেশে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের, যারা সমাজের একটি সংবেদনশীল অংশ হিসেবে পরিচিত। তবে পুলিশের দাবি, তাদের অবৈধ অনুপ্রবেশের কারণে জাতীয় নিরাপত্তা ও স্থানীয় আইন শৃঙ্খলার উপর প্রভাব পড়ছিল। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এই গ্রুপটি ভারতে প্রবেশ করেছে কলকাতা ও মিজোরামের পথ ধরে। সীমান্তের ছিদ্র দিয়ে তারা প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ বা উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে পৌঁছায়, তারপর ধাপে ধাপে মুম্বইয়ের মতো বড় শহরে চলে আসে। মুম্বাইয়ের মতো মহানগরীতে কাজের সুযোগ, ভিড়ের আড়াল এবং নেটওয়ার্কের সাহায্যে তারা লুকিয়ে থাকতে সক্ষম হয়। পুলিশের মতে, এই ধরনের অনুপ্রবেশকারীরা প্রায়শই জাল নথি ব্যবহার করে আধার কার্ড, ভোটার আইডি বা অন্যান্য পরিচয়পত্র তৈরি করে। কেউ কেউ ছোটখাটো ব্যবসা বা দৈনন্দিন কাজে নিযুক্ত থাকেন, আবার কেউ কেউ সমাজের প্রান্তিক অংশে মিশে যান। এই অভিযানকে মুম্বই পুলিশ এ বছরের সবচেয়ে বড় ক্র্যাকডাউন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গত কয়েক মাসে মুম্বাইয়ের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান চালানো হয়েছে। ফেব্রুয়ারির শুরুতেই ভার্সোভা এলাকায় ১২-১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এরপর ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে সংখ্যাটা বাড়ছে। পুলিশের দাবি, এই অভিযানগুলো নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা হচ্ছে। যারা সহায়তা করছে তাদের নেটওয়ার্কও চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।সমাজের একাংশে এই ঘটনা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। একদিকে অনেকে পুলিশের কড়া পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা মনে করেন, অবৈধ অভিবাসন শহরের সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়ায়। অন্যদিকে মানবাধিকার কর্মী ও সামাজিক সংগঠনগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের অনেকে ইতিমধ্যেই ভারতে বৈষম্যের শিকার। অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাদের গ্রেফতার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এটা কি শুধু আইন প্রয়োগ, নাকি সম্প্রদায়ভিত্তিক টার্গেটিং ? পুলিশ অবশ্য বলছে, গ্রেফতার শুধুমাত্র নথির অভাব ও অবৈধ প্রবেশের ভিত্তিতে হয়েছে, কোনো সম্প্রদায়কে টার্গেট করা হয়নি।

মসজিদ থাকতে অফিসে নামাজ !

সরকারি কর্মীদের জিহাদি আখ্যা মন্ত্রীর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মহারাষ্ট্র, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সম্প্রতি মালেগাঁও পৌর নিগমের বিদ্যুৎ বিভাগের অফিসে নামাজ পড়ার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নীতেশ রানে। নীতেশ রানে বলেছেন, 'এটা হিন্দু রাষ্ট্র। এখানে কাউকে এসব করতে দেওয়া যাবে না। এই লোকেরা কি মালেগাঁওয়ের উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত হয়েছে, নাকি জিহাদের জন্য ? মসজিদ এত থাকতে অফিসে নামাজ পড়ার দরকার কী? আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।' ভিডিওতে দেখা যায়, অফিসের ভিতরে ম্যাট পেতে নামাজ চলছে। বিদ্যুৎ বিভাগের কয়েকজন সরকারি কর্মী অফিসের ভিতরেই নামাজ পড়ছেন। এটি দেখে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন যে, সরকারি অফিসে ধর্মীয় অনুষ্ঠান কতটা যুক্তিযুক্ত। নীতেশ রানে, যিনি মহারাষ্ট্র সরকারের মন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা, এই ঘটনাকে সরাসরি হিন্দু রাষ্ট্রের ধারণার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বলেছেন যে, এমন কাজ এখানে মেনে নেওয়া যাবে না। তিনি আরও প্রশ্ন তুলেছেন, কর্মচারীরা কি উন্নয়নের জন্য কাজ করতে এসেছেন, না অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে? একই সাক্ষাৎকারে বা সম্পর্কিত বক্তব্যে নীতেশ রানে মাদ্রাসা নিয়েও কড়া মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মাদ্রাসাগুলো জঙ্গি তৈরির কেন্দ্র। সেখানে শিক্ষা বা সম্মান কিছুই নেই। কোনো মুসলিম দেশে আমরা কি ভগবদ্গীতা শেখার কেন্দ্র খোলার অনুমতি পেতাম? শিশুদের মারধর করা হয় এমন মাদ্রাসা বন্ধ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।' এই মন্তব্যগুলো মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করেছে। মালেগাঁও একটি মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা, যেখানে বিজেপি-বিরোধী মনোভাব প্রবল। গত কয়েক বছরে এখানে টিপু সুলতানের ছবি, অবৈধ অভিবাসীদের অভিযোগসহ একাধিক ইস্যুতে উত্তেজনা দেখা গেছে। নীতেশ রানের এই বক্তব্যকে অনেকে হেট স্পিচ হিসেবে দেখছেন। বিরোধী দলগুলো, বিশেষ করে সমাজবাদী পার্টি, এ আই এম আই এম এবং অন্যান্যরা তীব্র নিন্দা করেছে। তারা বলছেন, এমন মন্তব্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে এবং রাজনৈতিক স্বার্থে সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে। অন্যদিকে, নীতেশ রানের সমর্থকরা বলছেন যে, সরকারি অফিস ধর্মনিরপেক্ষ জায়গা হওয়া উচিত। সেখানে কোনো ধর্মীয় কার্যকলাপ চললে অন্য ধর্মের লোকেরা অস্বস্তি বোধ করতে পারে। মাদ্রাসা নিয়ে তাঁর মন্তব্যকে তারা জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন হিসেবে দেখছেন। রানে অতীতেও একাধিকবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন আজান নিয়ে, কেরলকে 'মিনি পাকিস্তান' বলে। দোকানদারের ধর্ম জিজ্ঞাসা করতে বলে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনি। যার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক এফ আই আর হয়েছে। তবু তিনি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই ঘটনা মহারাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার নতুন অধ্যায় যোগ করেছে। মালেগাঁও পৌর নিগমে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেউ কেউ বলছেন, অফিসে নামাজ পড়া নিয়মবিরুদ্ধ হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, কিন্তু তা ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর মাধ্যমে নয়। অন্যরা মনে করেন, এমন ইস্যুতে রাজনৈতিক নেতারা উসকানি দিলে সমাজে বিভেদ আরও বাড়বে।

মানববন্ধন সেবা সমিতির আয়োজনে নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো মহিলাদের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মানববন্ধন সেবা সমিতির ব্যবস্থাপনায় নামখানা ব্লকের অনুষ্ঠিত হলো ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প। চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এবং মেডিক্যাল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় নামখানা ব্লকের নামখানা অ্যাকাডেমিতে মহিলাদের স্বাস্থ্য ও ক্যান্সার বিষয়ক এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গাইনোকোলজিস্ট তথা মেডিকেল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট ডক্টর প্রমথেস দাস মহাপাত্র, উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর অসিত বরন সরকার (সেক্রেটারি মার্সি)। উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজের মেডিকেল অফিসার ডক্টর পরেশ চন্দ্র ওঝা, উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের বিশিষ্ট সমাজসেবী পরমেশ্বর মন্ডল, ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা জিবিডি-র চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি, ছিলেন ডঃ অরূপ লাহা। এই প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত বাবু বলেন, নামখানা ব্লকে যারা বিশিষ্ট গুণীজন তাঁদের নিয়ে মানববন্ধন বেশ কয়েক বছর ধরে মানুষের স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে কাজ করে চলেছে। মানববন্ধন শুধু রক্তদান শিবির, কম্বল বিতরণে সীমাবদ্ধ নয় তারা এই এলাকাতে বেশ কয়েকদিন আগে ডাঃ কুনাল সরকারের মতন বড় বড় ডাক্তার বাবুদের নিয়ে এসে মায়েদের জটিল সমস্যাগুলো সমাধান করেছেন। এবং তিনি কথা দিয়ে গেছেন যে মানববন্ধন আগামী দিনে এরকমই আরো কাজ করলে আমি তাদের পাশে থাকব। আজ চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হসপিটাল থেকে অভিজ্ঞ ডাক্তার বাবুগণ এসেছেন। আগামী দিনে মায়েদের যাতে ক্যান্সার না হয় তাই খুব অল্প দামে এখানে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। যেটা বাজারে কিনতে গেলে বেশি মূল্যে ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে সমগ্র অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মানববন্ধনের সম্পাদিকা সুপ্রীতি খুটিয়া। এবং অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সুশান্ত খুটিয়া মহাশয়। এই মেডিক্যাল ক্যাম্পটিতে ১০০ জনের মতো মা এবং বোনেরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এইচপিভি পরীক্ষা করিয়েছেন। ৯০ জন মহিলা হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করিয়েছেন এবং বিনামূল্যে প্রয়োজন মত ওষুধ পেয়েছেন। ক্যাম্পে উপস্থিত ডাক্তার বাবুরা ৭০ জন মা এবং বোনকে তাদের শারীরিক সমস্যা সংক্রান্ত চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েছেন। সারভিক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধী এইচ পি ভি ভ্যাকসিনের ও ব্যবস্থা ছিল। ২০২৫ সালে ও নামখানা ব্লকে মানববন্ধন সেবা সমিতির সম্পাদিকা অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে ক্যান্সার বিষয়ক অনুরূপ একটি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করেছিলেন। কয়েকশো মা বোন যারা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করেন এরূপ একটি পরিষেবা পেয়ে উপকৃত হলেন। আগামী দিনেও এই পরিষেবা চলতে থাকবে বলে জানান সম্পাদিকা সুপ্রীতি খুটিয়া।

তিলজলা শুটআউট কাণ্ডে গ্রেপ্তার দুই, উদ্ধার বন্দুক ও তাজা কার্তুজ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ তিলজলা শুটআউট কাণ্ডে অবশেষে সাফল্য পেল পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে কলকাতা ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করার সময় অভিযুক্ত মহম্মদ সলমন এবং তাঁর বাবা মহম্মদ আনওয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভোররাতে তিলজলা ২ নম্বর রেল গেটের কাছে একটি রিকশা স্ট্যান্ডে হানা দেয় পুলিশ। সেখান থেকেই বাবা-ছেলেকে পাকড়াও করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে একটি বন্দুক, একটি ম্যাগাজিন এবং দু'টি তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বুধবার তাঁদের আদালতে তোলা হয়। পুলিশের দাবি, শুটআউটের ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছিল দুই অভিযুক্ত। তদন্তকারীরা তাঁদের নিজস্ব 'সোর্স'দের সতর্ক থাকতে বলেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে খবর আসে, অন্ধকারের সুযোগে শহর ছাড়ার পরিকল্পনা করছে সলমন ও আনওয়ার। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই দ্রুত অভিযান চালানো হয়। প্রায় রাত তিনটে নাগাদ পুলিশ রিকশা স্ট্যান্ড ঘিরে ফেলে এবং কোনও রকম সুযোগ না দিয়ে গ্রেপ্তার করে দু'জনকে। উল্লেখ্য, সোমবার গভীর রাতে পূর্ব কলকাতার বেনিয়াপুকুর থানার তিলজলা রোডে ঘটে যায় চাঞ্চল্যকর শুটআউট। ঠান্ডা পানীয় চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে পাড়ায় বচসা থেকে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, মহম্মদ নিয়াজ ওরফে রাজা নামে এক যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। গুলিতে তাঁর পায়ে দু'টি বুলেট লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অস্ত্রোপচারও হয়েছে তাঁর। ঘটনার সূত্রপাত সোমবার বিকেলে। স্থানীয় এক প্রৌঢ়ার দোকানের সামনে রেফ্রিজারেটরে রাখা ঠান্ডা পানীয়র দু'টি বোতল উধাও হয়ে যায়। তিনি এলাকার এক তরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। ওই তরুণের মা অভিযোগ অস্বীকার করে প্রতিবাদ জানান। বিষয়টি মেটাতে পাশের পাড়া থেকে সুরজ নামে এক যুবককে ডেকে আনা হয়। এই নিয়েই আপত্তি তোলেন নিয়াজ। তাঁর প্রশ্ন ছিল, অন্য পাড়ার কাউকে কেন সালিশির জন্য ডাকা হল? যদিও তখনকার মতো পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। কিন্তু সন্ধ্যার পর একই বিষয় নিয়ে ফের উত্তেজনা ছড়ায়। সলমনের বাবা সুরজকে ডাকার পক্ষেই কথা বলেন। তা নিয়ে নিয়াজের সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কি হয়। অভিযোগ, তখনই নিয়াজকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় সলমন। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি আরও ঘনীভূত হয়। নিয়াজের পরিবারের দাবি, রাত একটা নাগাদ সলমন তাঁকে কথা বলার নাম করে বাইরে ডাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুলির শব্দ শোনা যায়। বাড়ির লোকজন ছুটে এসে দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন নিয়াজ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত সলমন এর আগেও অপরাধমূলক ঘটনায় জড়িত ছিল। একটি পুরনো ডাকাতির মামলায় তাঁর নাম রয়েছে। বোমা বিস্ফোরণে তাঁর একটি পা উড়ে গিয়েছিল বলেও জানা যায়। তবুও সম্প্রতি এলাকায় তাঁর সক্রিয়তা বেড়েছিল বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সামান্য ঠান্ডা পানীয় চুরির অভিযোগ ঘিরে যে এমন রক্তক্ষয়ী পরিণতি হতে পারে, তা কেউ কল্পনাও করেননি। স্থানীয় বাসিন্দারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে। আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথা থেকে এল, তারও খোঁজ চলছে। তিলজলার এই শুটআউট কাণ্ডে তদন্ত এগোচ্ছে দ্রুত গতিতেই।

সম্পত্তিকরদাতার সংখ্যা উর্ধ্বমুখী, রাজস্ব বৃদ্ধিতে আশাবাদী পুরসভা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ গত বছরের তুলনায় এ বছর কলকাতা পুরসভায় সম্পত্তিকরদাতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি মেয়র ফিরহাদ হাকিম ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করতে গিয়ে এই ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরেন। পুরসভার অর্থ দফতরের তথ্য বলছে, ধারাবাহিক প্রশাসনিক তৎপরতা, নিয়মিত সমীক্ষা এবং মিউটেশন প্রক্রিয়ায় গতি আনার ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। করের আওতার বাইরে থাকা সম্পত্তিগুলিকে চিহ্নিত করে নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বাজেটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শহরের নথিভুক্ত সম্পত্তি করদাতার সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৩১ জন। পুরসভা সূত্রের খবর, চলতি ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহেই সেই সংখ্যা ১০ লক্ষের গণ্ডি পেরিয়েছে। তুলনায় দেখা যাচ্ছে, ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত করদাতার সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৬১ হাজার ১৬৬। তার আগের বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯০৪। ২০২৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সংখ্যাটা ছিল ৯ লক্ষ ৪ হাজার ৪৮৩। এই ধারাবাহিক বৃদ্ধির হিসেব বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়, প্রতি বছর গড়ে ২৫ থেকে ৩০ হাজার নতুন করদাতা যুক্ত হয়েছেন পুরসভার নথিতে। অথচ কয়েক বছর আগেও এই বৃদ্ধির হার ছিল বছরে ১৫ থেকে ২০ হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পাঁচ বছর আগে যেখানে সম্পত্তিকরদাতার সংখ্যা আনুমানিক আট লক্ষ থেকে সাড়ে আট লক্ষের মধ্যে ছিল, বর্তমানে তা ১০ লক্ষ ছুঁয়ে যাওয়াকে বড় প্রশাসনিক সাফল্য হিসেবেই দেখছেন পুরসভার শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশ। পুর প্রশাসনের দাবি, শহরের কোনও জমি বা সম্পত্তি যাতে করের আওতার বাইরে না থাকে, সে বিষয়ে মেয়র বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ মেনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। বিশেষ করে যাদবপুর, টালিগঞ্জ, জোকা, বেহালা ও ঠাকুরপুকুরের মতো সংযুক্ত এলাকায় দ্রুত নগরায়নের ফলে গড়ে ওঠা নতুন আবাসন ও বাণিজ্যিক ভবনগুলিকে করের আওতায় আনতে বাড়তি নজর দেওয়া হয়েছে। যেখানে নতুন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, সেখানে বিল্ডিং বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় বাড়িয়ে দ্রুত মিউটেশনের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। এর ফলে নতুন মালিকদের দ্রুত করদাতার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক কর্তার কথায়, 'বছর বছর করদাতার সংখ্যায় কিছুটা বৃদ্ধি স্বাভাবিক। তবে গত পাঁচ বছরে বৃদ্ধির হার আগের তুলনায় অনেকটাই বেশি। নিয়মিত সমীক্ষা, নথি হালনাগাদ এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার ফলেই এই সাফল্য এসেছে।' করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পুরসভার রাজস্ব বাড়বে বলেই আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। সেই বাড়তি আয় নাগরিক পরিষেবা উন্নয়ন, রাস্তাঘাট সংস্কার, নিকাশি ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে সম্পত্তিকরদাতার সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়ানো কলকাতা পুর প্রশাসনের কাছে শুধু পরিসংখ্যানগত সাফল্য নয়, বরং আর্থিক স্বনির্ভরতার দিকেও এক বড় পদক্ষেপ বলেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

আরও বড় বোমা ফাটালেন ট্রাম্প

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ওয়াশিংটন, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার অপারেশন সিঁদুরের কথা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে। যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবির পর এবার গোটা বিশ্বের সামনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের পর্দাফাঁস করে দিলেন। মাথা হেঁট করিয়ে দিলেন শেহবাজ শরিফের। তবে ট্রাম্পের দাবিতে যে কথা সবার কানে লাগল, তা হল, তিনি দাবি করলেন যে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ না থামালে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ বেঁচে থাকতেন না। অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তান যে খুব একটা সুবিধাজনক জায়গা ছিল না, সেই বিষয়টি তুলে ধরলেন ট্রাম্প। বললেন, তিনি (ডোনাল্ড ট্রাম্প) না থাকলে, মরে যেতেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। ওয়াশিংটনে মার্কিন ক্যাপিটলে বক্তৃতা চলাকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, তভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরমাণু যুদ্ধ হয়ে যেতে পারত। ৩৫ মিলিয়ন মানুষ বলেছেন যে আমি যদি মধ্যস্থতা না করতাম, তাহলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মারা যেতেন। যদিও অনেকেই মনে করছেন যে ট্রাম্প বলতে গিয়ে ভুল করেছেন। তিনি আসলে বলতে চেয়েছিলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ তাঁকে ফোন করে বলেছিলেন যে যদি ট্রাম্প যুদ্ধ না থামাতেন, তাহলে ৩৫ মিলিয়ন অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটি মানুষের মৃত্যু হত। দিন কয়েক আগেও এই কথাই বলেছিলেন ট্রাম্প। প্রসঙ্গত, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে একেক সময় একেক ধরনের মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। ভারত-আমেরিকার মধ্যে টানাপোড়েন চলাকালীন তিনি পাকিস্তান ঘেঁষা মন্তব্য করে যাচ্ছিলেন। তবে ভারত বরাবরই নিজের অবস্থানে অনড় থেকেছে। সাফ জানিয়েছে যে ভারত-পাকিস্তানের সংঘাত থামাতে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির ভূমিকা নেই। পাকিস্তানের অনুরোধেই সংঘর্ষ থেমেছিল। সম্প্রতি আবার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বরফ গলার পর ফের 'ইউ টার্ন' নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্টও।

আজ চিনার পার্কতে শ্রবনীর ২২ তম সেন্টারটি উদ্ধোধন হল। তাই উদ্ধোধন উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ই-এনটি চিকিৎসক ডাঃ সুবির হালাদার এবং শ্রবণীর সিনিয়র অ্যাডভাইসর অম্বিকা সেনগুপ্ত ও চিপ অডিওলজিস্ট সন্ধ্যা রঞ্জন খুন্তিয়া ও আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

রাশিফল

মেষ রাশি ঃ মেষ রাশির জাতক জাতিকারা এই দিন উদ্যমী ও উৎসাহী বোধ করবেন। কাজে গতি আসবে এবং অগ্রগতি হবে। আপনার প্রকল্পগুলিতে মনোনিবেশ করুন এবং আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের এটিই সঠিক সময়। ব্যক্তিগত জীবনে, কিছু নতুন সম্পর্ক আপনাকে খুশি করতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, যোগব্যায়াম আপনার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।

বৃষ রাশি ঃ বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে আনবে। এই দিনটি আত্মবিশ্বাস এবং স্থিতিশীলতার প্রতীক। আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রে কিছু নতুন জিনিস শিখতে সক্ষম হবেন, যা আপনার ভবিষ্যতে সহায়ক প্রমাণিত হবে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন, তবে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

মিথুন রাশি ঃ কিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন জিনিস শিখতে পারবেন। আপনার বাড়তি টাকাপয়সা এমন একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন যা আগত সময়ে আপনাকে ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেবে। আপনার ঘরে ঐক্য আনতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করুন।

কর্কট রাশি ঃ কোন গাড়ি চালানোর সময়ে সতর্ক থাকুন বিশেষত বাঁকগুলিতে। কারোর অবহেলা হয়তো আপনার জন্য কিছু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আপনি জীবনে অর্থের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না, তবে আজ আপনি এর তাৎপর্য বুঝতে পারবেন যেহেতু আপনার অর্থের প্রয়োজন হবে তবে এটির যথেষ্ট পরিমাণ নেই।

সিংহ রাশি ঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ দিন হবে। আপনি অনুভব করবেন যে, আপনার ভিতরে নতুন অনুপ্রেরণা জাগ্রত হয়েছে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। নিজের সৃজনশীলতার প্রতি মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করুন এবং নতুন ধারণা ভাগ করে নিতে দ্বিধাবোধ করবেন না।

কন্যা রাশি ঃ কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি ইতিবাচক দিন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করা হবে। আপনার চিন্তাভাবনার স্পষ্টতা এবং পরিকল্পনা করার ক্ষমতা আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কও উন্নত হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার মানসিক স্তরে দৃঢ় থাকুন এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতি দেখান। তবে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে ভুলবেন না।

তুলা রাশি ঃ আজ কিছুটা কাজের চাপ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। বন্ধুদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত উপহার ও উপঢৌকন পাবেন। প্রেম জীবন ভাল দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে কারণ আপনি একটি ভাল সম্পর্কের বিকাশ ঘটাচ্ছেন সৃজনশীল চাকরি সম্পন্ন নেটিভরা আজ বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।

বৃশ্চিক রাশি ঃ সুখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুঁয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে। কিছু সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা শুধু আপনাকেই নয় আপনার পরিবারকেও মুগ্ধ করবে। আপনাকে আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আপনি প্রেমের ব্যথা অনুভব করবেন।

ধনু রাশি ঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচক শক্তি এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। আপনার চিন্তাভাবনায় স্পষ্টতা থাকবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিকে দৃঢ় ভাবে এগিয়ে যেতে সক্ষম করবে। পেশাগত জীবনে আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে এবং আপনি কোনও নির্দিষ্ট প্রকল্পে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন।

মকর রাশি ঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পেতে পারেন, বিশেষ করে আপনার কেরিয়ারে। আপনি যে কাজটি দীর্ঘদিন ধরে ভাবছিলেন তা করার জন্য এটি সঠিক সময়। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা দ্বারা আপনি শীঘ্রই সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারবেন। আপনার সম্পর্কগুলিও মধুর হয়ে উঠবে।

কুম্ভ রাশি ঃ আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। যদিও কেউ কাউকে তাদের ঋণ দেওয়ার বা দেওয়ার বিষয়ে পছন্দ করেন না, তবে অভাবী ব্যক্তিকে আপনার অর্থ ঋণ দিয়ে আপনি স্বস্তি বোধ করবেন। আপনার সন্তানদের আপনার উদারতার সুযোগ নিতে দেবেন না। ভালোবাসার মানুষকে আজ ক্ষমা করতে ভুলবেন না।

মীন রাশি ঃ মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি আবেগগত গভীরতা এবং সৃজনশীলতায় পূর্ণ হবে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন। যদি আপনি কোনও বিশেষ প্রকল্পে কাজ করে থাকেন তাহলে আপনার সংবেদনশীলতা এবং শিল্পের ছোঁয়া এটিকে বিশেষ করে তুলবে।

কলকাতা | মহানগরের খবর

ভোট ঘোষণার আগেই দেওয়ালে তৃনমূল প্রার্থীর নাম লেখা নিয়ে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সোনারপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আর কয়েকদিন পর রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন।এই বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট এখনও প্রকাশ হয়নি। শাসক তৃণমূল সহকোনো দলের প্রার্থী তালিকাও এখনো ঘোষিত হয়নি।আর এরই মাঝে সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক অভিনেত্রী লাভলি মৈত্রের সমর্থনে দেওয়াল লেখার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন তাঁর অনুগামীরা। সোমবার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে অরুন্ধতী মৈত্রকে (লাভলি) সম্ভাব্য তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে তৃণমূল কর্মীদের দেওয়াল লিখতে দেখে রাজনৈতিক মহলে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়।যদিও তা জানাজানি হতেই লাভলির নাম মুছে দেওয়াল নতুন করে চুনকাম করে দেওয়া হয়। তবে এ ব্যাপারে যদি ও লাভলির দাবি, নতুন করে কিছু লেখা হয়নি। অনেক আগেই আমার নাম লেখা ছিল। সেগুলি চুন দিয়ে মুছে আসন্ন ভোটের জন্য দেওয়াল প্রস্তুত করে রাখা হচ্ছে। প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার আগে এ ভাবে কারও নাম লেখার ধৃষ্টতা আমাদের কারও নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ,এ দিন সোনারপুর দক্ষিণের রূপনগর এলাকায় দেওয়াল লেখার সময় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা অতি উৎসাহে বর্তমান বিধায়ক লাভলিকে আসন্ন বিধানসভার ভোটের প্রার্থী হিসাবে উল্লেখ করেন। সেই ছবি

মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়। ২০২১ সালে প্রথম বার সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক হন লাভলি মৈত্র। তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির তারকা প্রার্থী অঞ্জনা বসুকে হারান ২৬১৮১ ভোটে।বেশ কয়েকবার দলীয় কোন্দলের জেরে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে এই কেন্দ্র। এবার লাভলি এই কেন্দ্র থেকে টিকিট পাবেন নাকি নতুন কোন কেন্দ্রে দাঁড়াবেন সেসব ঘোষনা হওয়ার আগেই এই দেওয়াল লিখন চাঞ্চল্য ছড়ায়। দলীয় সূত্রে খবর, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে কয়েকটি দেওয়াল চুনকাম করার কাজ করছিলেন কিছু কর্মী সমর্থক। এই চিহ্নে ভোট দিন লিখে তৃণমূলের প্রতীক এঁকে প্রস্তুত করা হয় দেওয়াল। সেই কাজ করতে গিয়েই একটি দেওয়ালেতে বিধায়কের নাম লেখা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের প্রশ্ন,এখনো তো প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়নি,তাহলে কী করে নাম লিখে দেওয়া হল? যাঁরা বিধায়কের নাম লিখলেন, তাঁরা কি কারোর নির্দেশে সেটা করেছেন, সেই প্রশ্নও কিন্তু উঠছে।এ ব্যাপারে তৃণমূলের যাদবপুর ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন, কিছু অতি উৎসাহী কর্মী এই কাজ করে ফেলেছেন। কারণ এখনও দলের তরফে কোনো নির্দেশ বা কিছু দেওয়াই হয়নি। বিজেপি অবশ্য এই ঘটনাকে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হিসাবে দেখছে। বিজেপির যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোরঞ্জন জোদ্দার বলেন, নাম লিখে আবার মুছে দেওয়া হল,এটা ওদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ থেকেই হযতো হয়েছে। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন,তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর নাম ঘোষনা করার আগেই কে প্রার্থী হবেন তা নিয়ে দেওয়াল দখল ও লিখন চলছে। লাভলির নাম লিখে দেওয়ার পর সেটা সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই বিড়ম্বনায় পড়েন তিনি। তাই পরে সেটা মুছে ফেলতে হয়েছে।তৃণমূলে সবই সম্ভব।কয়েকদিন আগে কুলতলিতে অতি উসাহে তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের নামে লিখে ফেলেন দেওয়াল। পরে অবশ্য জানাজানি হতে মুছে ফেলা হয় প্রার্থীর নামের জায়গাটি।

এক নাবালিকাকে বিবাহ, গ্রেপ্তার এক যুবক জয়নগরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর,২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতিবেশী এক নাবালিকাকে বিবাহ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক যুবক জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জয়নগর থানার তিলপি এলাকায় গত এক বছর আগে প্রতিবেশী ফিরোজ সেখের (২০) সাথে সালমা সেখের (১৮) প্রেমের সম্পর্ক তৈরী হয়।গত তিন চার মাস আগে তারা পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করে।আর নাবালিকার বাবা তখন জয়নগর থানায় ঐ ছেলেটির নামে অভিযোগ দায়ের করে। এবছর সালেমা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। সে ফিরোজের সাথে বর্তমানে ফিরোজের বাড়িতে থাকতো। কেরালে দুজনে কাজে যাবে বলে সালেমা বাড়িতে আধার কার্ড সহ কিছু কাগজপত্র আনতে গেলে তার বাবা মেয়েকে আটকে রাখে বলে অভিযোগ। আর মঙ্গলবার সালেমা বাপের বাড়ি থেকে পালিয়ে স্বামী ফিরোজের কাছে চলে যায়। আর তখন সালেমার বাবা আবার পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায়। তবে মেয়েটি বর্তমানে সাবালিকা হয়ে গেছে। তবুও নাবালিকা থাকা কালীন অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ফিরোজ সেখকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। বুধবার ধৃতকে নির্দিষ্ট ধারার ভিত্তিতে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। আর মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আরামবাগে বৃদ্ধাকে খুনের অভিযোগে পুলিশ মৃতার নাতিকে গ্রেপ্তার করেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃদ্ধাকে খুনের অভিযোগে পুলিশ মৃতার নাতিকে গ্রেপ্তার করেছে। এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পুরশুড়া থানার সোয়ালুক এলাকায়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। অভিযুক্ত যুবককে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে, আদালত তাকে আট দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। পুলিশ জানায়, ধৃত যুবকের নাম উজ্জ্বল সর্দার। মৃতা বৃদ্ধার নাম সুমিত্রা সর্দার (৭৮)। পুরশুড়া থানার ওসি শুভজিৎ দে নিজেই তদন্তের ভার হাতে তুলে নেন। আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তীর নির্দেশে তাঁ[র] তদন্ত শুরু করে পুরশুড়া থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, বৃদ্ধা সুমিত্রার তিন ছেলে। হতদরিদ্র পরিবার। সুমিত্রার বড় ছেলে মারা গিয়েছেন। ছোট ছেলে ও তাঁর স্ত্রী অনেক দিন আগেই চলে যান। মাঝেমধ্যে মাকে টাকাকড়ি দিতেন। পুত্র এই উজ্জ্বল। বাড়িতে থাকার মতো কোনও জায়গা নেই। এক চিলতে বাড়ি। উজ্জ্বল কোনও কাজ কারবার করে না। নেশাগ্রস্ত। মেজো ছেলে নিহার কাজকর্ম করেন ও সেই টাকা উজ্জ্বলই জোর করে নিয়ে নিত বলে অভিযোগ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নেশার দ্রব্য কেনার জন্য উজ্জ্বল তার ঠাকুমাকে টাকা চেয়েছিল। তাতে নারাজ হলে, রাগের বশে শ্বাসরোধ করে বৃদ্ধাকে খুন করে সে। এই ঘটনার পরে বৃদ্ধার মেজো ছেলে নীহার সর্দার পুরশুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করে। আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, ' খবর পেয়ে সোয়ালুকে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তদন্তে নেমে অনুমান, এটা একটা খুনের ঘটনা। অভিযুক্তকে জেরা করা হচ্ছে। পরিবারের তরফে মৃতার মেজো ছেলেই অভিযোগ করেন। তারই ভিত্তিতে বৃদ্ধার নাতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।'

ব্যক্তিগত ঝামেলা থেকে রক্তক্ষয়ী পরিণতি, খাস কলকাতায় ফের খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্যক্তিগত বিবাদকে কেন্দ্র করে গভীর রাতে রক্তাক্ত হল খাস কলকাতার তিলজলা এলাকা। বেনিয়াপুকুর থানার অন্তর্গত তিলজলায় এক যুবককে লক্ষ্য করে পরপর পাঁচ থেকে ছয় রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। গুলিবিদ্ধ যুবক মহম্মদ নিয়াজকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাতেই এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় নিয়াজের সঙ্গে কোনও কারণে বচসা বাধে এলাকারই বাসিন্দা মহম্মদ সলমনের। প্রথমে দু'জনের মধ্যে কথাকাটাকাটি হলেও তা ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের হস্তক্ষেপে সাময়িকভাবে বিবাদ

মিটেও যায় বলে জানা গেছে। অভিযোগ, গভীর রাতে সলমন নিয়াজকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর নির্জন স্থানে তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অন্তত পাঁচ থেকে ছয় রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন নিয়াজ। গুলির শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। তাঁরা দ্রুত আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। স্থানীয়দের দাবি, অভিযুক্ত সলমন অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত। তার বিরুদ্ধে চুরি, ডাকাতি ও তোলাবাজির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে নিয়াজের সঙ্গে বিবাদ বাঁধে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জয়নগরে মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা,আহত তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর,২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা জয়নগরে।আহত তিন।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর অফিস পাড়া এলাকায় একটি সাইকেল ও একটি মোটর সাইকেলের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আর তাতে আহত হন তিনজন।এদের মধ্যে গুরুতর আহত হন মোটরসাইকেল চালক ও সাইকেল চালক।অল্প আঘাত পায় মোটরসাইকেলের এক আরোহী। গুরুতর আহত দুজন হলো সাইকেল চালক আকবর মন্ডল,বয়স ৫৪ বছর, বাড়ি জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের উওর দূর্গাপুর অফিস পাড়া এলাকায় এবং মোটরসাইকেল চালক সুরজ বাগানী, বয়স ২০ বছর,বাড়ি জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর গোলাবাটি বাগানি পাড়া এলাকায়। অল্প আহত হন সায়িন লস্কর,বয়স ১৭ বছর, বাড়ি জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর গোলাবাটি মন্ডল পাড়া এলাকায়। আহতদের স্থানীয়রা জয়নগরের সত্যজিত নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসা চলছে গুরুতর আহত এক জনের এবং অন্য একজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় এদিন রাতেই তাকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানাতরিত করা হয়। আর মোটর সাইকেল আরোহীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় জয়নগর থানার পুলিশ। মোটর সাইকেল ও সাইকেলটি থানায় নিয়ে আসা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে বেপরোয়া যান চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রনের দাবি তুললো স্থানীয়রা।পুলিস গোটা বিষয়টা তদন্ত করে দেখছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

আবার সু ন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত্যু ঘটলো এক মৎস্যজীবি,দ্রুত ক্ষতি পূরণের দাবি তুললো এপিডিআর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দঃ ২৪ পরগনা, ২৫ ফেব্রুযারি ঃ আবারো সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনে মৃত এক মৎস্যজীবি। মৃত্যু মিছিল বন্ধ হচ্ছে না সুন্দরবনে। আবারও বাঘের আক্রমণ নিহত এক মৎস্যজীবি গোপাল ঢালী ঝড়খালি বিধানপল্লির বাসিন্দা গত শনিবার তিন জন সঙ্গী নিয়ে মাছ কাঁকড়া ধরতে যায় এবং সোমবার চামটা জঙ্গলের কাছে সন্ধ্যা ৬ টায় বাঘের আক্রমণের শিকার হয়। সঙ্গীরা কোন ক্রমে চিল্লাচিল্লি করে গোপাল ঢালীকে বাঘের মুখ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাসপাতালে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে মঙ্গলবার ঝড়খালি থানা থেকে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। এব্যাপারে বন দফতর থেকে বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।আর দীর্ঘদিন বাঘের কামড়ে মৃত ও আহতদের পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন।আর সেই সংগঠনের দক্ষিন ২৪ পরগনার জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল মঙ্গলবার বলেন, ২০২৬ সালে এই নিয়ে এখনো পর্যন্ত ৬ জন বাঘের আক্রমণে আক্রান্ত হলো। তিন জন মৃত বাকি তিন জন আহত।তবে এদের পরিবার এখনো পর্যন্ত কোনো সরকারি সুযোগ সুবিধা পাইনি। সুন্দরবনের মস্যজীবীরা মারা গেলে বনদপ্তর এবং বন মন্ত্রীর কোনো বিবৃতি শুনতে পাই না। অথচ ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় তিনজন বিচারক মহাশয় রায় দিয়েছেন ভারতবর্ষে সমস্ত জায়গায় বাঘের আক্রমণ নিহত হলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবে বিবেচনা করে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরন দিতে হবে অথচ ঐ রায়ে কোর এরিয়াতে ছবি তোলা, পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধর কথা বলা হয়েছে। বনদপ্তর সেগুলো কার্যকর করতে তপর হলেও বাঘের আক্রমণ নিহত ও নতুন সাদা বালি তুলে নেওয়া বিষয়ে কোন তৎপর হচ্ছে না।সোমবার যে মৎস্যজীবি গোপাল ঢালী মারা গেছেন ওনার স্ত্রী ছোট্ট ছেলে, একটি মেয়ে আছে এবং উনি পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন তাই আমাদের দাবি - গোপাল ঢালীর পরিবারের হাতে ১৫ দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকার কে তুলে দিতে হবে। পরিবারের এক জনের সরকারি চাকরি দিতে হবে।বাচ্চা দের পড়াশোনার সমস্ত দায়িত্ব ও কোলকাতায় যাওয়া ময়নাতদন্তের জন্য গাড়িভাড়া বিনামূল্যে দিতে হবে।নাহলে আমাদের আন্দোলন ও জোট বদ্ধ প্রতিবাদ হবে।

বাম-আইএসএফ জোট নিশ্চিত হতেই নতুন সমীকরণ, সিপিএমকে বামফ্রন্ট ছাড়ার ডাক কবীরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্য রাজনীতির অন্দরে সমীকরণ বদলের আভাস স্পষ্ট হচ্ছে। বামফ্রন্ট ও আইএসএফের জোট নিশ্চিত হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এলেন জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তথা বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এবার তিনি সরাসরি সিপিএমকে বামফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, বামফ্রন্টের সঙ্গে জোট করতে তিনি রাজি নন। তবে সিপিএম ও আইএসএফের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামতে আগ্রহী তিনি। হুমায়ুন কবীরের দাবি, তিনি ইতিমধ্যেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে বার্তা পাঠিয়েছেন। ছাব্বিশের নির্বাচনে বৃহত্তর লড়াই গড়ে তুলতে সিপিএম ও আইএসএফকে একসঙ্গে চান তিনি। কিন্তু বামফ্রন্টের পুরনো কাঠামোর মধ্যে থেকে সেই জোট সম্ভব নয় বলেই তাঁর মত। ফলে শরিক দলগুলিকে ছেড়ে সিপিএমকে নতুন সমীকরণে আসার ডাক দিয়েছেন তিনি। এমনকি ৭ মার্চ পর্যন্ত সেলিমের উত্তরের অপেক্ষায় থাকবেন বলেও জানিয়েছেন হুমায়ুন। এর আগেও হুমায়ুন কবীরকে ঘিরে বিতর্ক কম হয়নি। বাবরি মসজিদের নামে ভোট চাওয়ার অভিযোগ ওঠার পর তাঁকে নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তুমুল সমালোচনা শুরু হয়। সেই প্রেক্ষাপটে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করে প্রবল চাপে পড়েছিলেন মহম্মদ সেলিম। দলের অন্দরের একাংশও বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখেনি। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, বামেরা কি আদর্শচ্যুত হচ্ছে? যদিও আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের তরফে সেই বৈঠক নিয়ে প্রকাশ্যে ইতিবাচক কোনও মন্তব্য করা হয়নি। পরবর্তীতে হুমায়ুন নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি বামেদের সঙ্গে জোটে যাচ্ছেন না। তখনও সিপিএম নেতৃত্ব কার্যত নীরবতাই বজায় রেখেছিল। এদিকে দীর্ঘদিন ধরেই বামফ্রন্ট ও আইএসএফের সম্ভাব্য জোট নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছিল। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি একাধিকবার বাম নেতৃত্বকে চিঠি দিলেও শুরুতে তেমন সাড়া মেলেনি। ফলে জোট আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। তবে মঙ্গলবার স্পষ্ট হয়েছে, ছাব্বিশের নির্বাচনেও আইএসএফের সঙ্গেই জোটে নামছে বামফ্রন্ট। যদিও আসন সমঝোতা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই পরিস্থিতিতেই হুমায়ুন কবীরের নতুন বার্তা রাজ্য রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দিচ্ছে।

পুলিশের তৎপরতায় প্রচুর পরিমানে হেরোইন উদ্ধার ঘুটিয়ারী শরিফে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘুটিয়ারীশরিফ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ধারাবাহিক ভাবে পুলিশের সাফল্য বজায় আছে। এবার জীবনতলা থানা এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধার করলো পুলিশ। গত রবিবার বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারি শরিফ পুলিশ ফাঁড়ির ওসি এস.আই .তুহিন মণ্ডল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুটিয়ারি শরিফ এলাকার হালদার পাড়ায় দুইজন ব্যক্তিকে একটি স্কুটি নিয়ে যাওয়ার সময় আটক করে।তারা হল - জালাল সাকির সর্দার অরফে রনি (বয়স - ২৭ বছর), বাড়ি-জীবনতলায়। ইফতিকার আহমেদ লস্কর (বয়স -১৯ বছর),বাড়ি -ঘুটিযারি শরিফ এলাকায়। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পুলিশ আটক দুজন ব্যক্তিকে এবং স্কুটিটিকে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তল্লাশি করে। আর এই তল্লাশিতে উদ্ধার হয়, একটি স্বচ্ছ প্লাস্টিক পেপার এর মধ্যে ৫৪.৪৯ গ্রাম হেরোইন ও দুটি মোবাইল ফোন। তল্লাশির পরে তারা উদ্ধারকৃত দ্রব্যাদির কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। এর পরে উদ্ধারকৃত দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত করে তাদেরকে গ্রেফতার করে। আর এই ঘটনায় জীবনতলা থানায় মাদক আইনের নির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয় তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে আরো যারা জড়িত তাদের সন্ধান চালানো হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে পুরসভা-ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগ, তৈরি হচ্ছে 'কলকাতা ক্লাইমেট অ্যাকশন প্ল্যান'

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণ, ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমুখী প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে শহর কলকাতায়। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল কলকাতা পুরসভা। আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফ-এর সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি হতে চলেছে ' ক্লাইমেট অ্যাকশন প্ল্যান'। প্রশাসনের দাবি, দূষণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কমাতেই এই সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি শহরের একটি বেসরকারি হোটেলে এই পরিকল্পনা নিয়ে প্রথম দফার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে ইউনিসেফের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কলকাতার বর্তমান পরিবেশগত পরিস্থিতি, বায়ুর গুণগত মানের অবনতি, তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা এবং তার সরাসরি স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় শিশুস্বাস্থ্যের উপর। পুরসভার এক শীর্ষ স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী শহরে প্রতি দু'জন শিশুর মধ্যে একজন কোনও না কোনও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছে। দীর্ঘদিন ধরে বায়ুদূষণ, যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণকাজের ধুলো এবং বায়ুবাহিত দূষক কণার প্রভাবে শিশুদের শ্বাসযন্ত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অ্যাজমা, অ্যালার্জি এবং ক্রনিক শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা বাড়ছে উদ্বেগজনক হারে। চিকিসকদের মতে, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শারীরিক সক্ষমতা ও জীবনমানের উপর গভীর প্রভাব পড়তে পারে। শুধু বায়ুদূষণই নয়, গত প্রায় সাত দশকে কলকাতার গ। তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বে।ছে বলেও আলোচনায় উঠে এসেছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে শহরের জলবায়ু চরিত্রে পরিবর্তন ঘটছে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে রোগের প্রকৃতিতে। আগে ডেঙ্গু মূলত বর্ষা ও বর্ষা-পরবর্তী সময়ে দেখা গেলেও এখন শীতকালেও ডেঙ্গু আক্রান্তের খোঁজ মিলছে। স্বাস্থ্য দফতরের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে মশাবাহিত রোগের বিস্তারের সময়সীমা ও প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইউনিসেফের বিশেষজ্ঞরা বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল নির্ধারণ, স্বাস্থ্যঝুঁকি মূল্যায়ন এবং বিশেষত শিশুদের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবেন। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দূষণের উস চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল নির্ধারণ এবং সুনির্দিষ্ট হস্তক্ষেপ কৌশল গ্রহণের প্রস্তাব রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপপ্রবাহের তীব্রতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা মাথায় রেখে ' ম্যানেজমেন্ট ' ব্যবস্থার উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে।

তাপপ্রবাহের সময় আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু করা, শহরে সবুজায়ন বৃদ্ধি, উন্মুক্ত জলাধার সংরক্ষণ, ছায়াযুক্ত এলাকা বা।।নো এবং নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণের মতো পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নগর পরিকল্পনায় পরিবেশবান্ধব নীতি যুক্ত না করলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। পুরসভা কর্তৃপক্ষের দাবি, এই যৌথ উদ্যোগ সফল হলে কলকাতার পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় তা এক নতুন দিশা দেখাবে। শুধু দূষণ কমানো নয়, টেকসই নগর উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং শিশুদের ভবিষ্য নিরাপদ রাখাই এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। সব মিলিয়ে পরিবেশগত সংকট মোকাবিলায় প্রশাসনের এই সক্রিয়তা শহরবাসীর কাছে আশার বার্তা হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে শিশুদের সুস্বাস্থ্য ও ভবিষ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ কতটা কার্যকর হয়, এখন সেদিকেই নজর সংশ্লিষ্ট মহলের।

রিল পিছু ২০ হাজার টাকার প্রস্তাব! ভোটের আগে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের ভরসায় বঙ্গ বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাঙড় ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ডিজিটাল প্রচারে জোর বাড়াচ্ছে বঙ্গ বিজেপি। সমাজমাধ্যমে দলের বার্তা ছড়িয়ে দিতে তরুণ-তরুণী কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের ব্যবহার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ইনস্টাগ্রামে বিজেপির হয়ে একটি রিল বানালেই মিলবে ২০ হাজার টাকা। ভোটের আগে এই টাকার বিনিময়ে প্রচার কৌশল ঘিরে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোশাল মিডিয়া প্রচারের জন্য উল্লেখযোগ্য অঙ্কের বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। বিশেষত ইনস্টাগ্রামকে কেন্দ্র করে প্রচারে জোর দেওয়া হচ্ছে। একটি রিলের জন্য ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে খবর। তবে এই সুযোগ সকলের জন্য নয়। নির্দিষ্ট কিছু শর্তও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। প্রচারে অংশ নিতে হলে সংশ্লিষ্ট কনটেন্ট ক্রিয়েটরের ইনস্টাগ্রামে কমপক্ষে ১৫ হাজার ফলোয়ার্স থাকতে হবে। পাশাপাশি গড়ে ১০ থেকে ১৫ হাজার ভিউ থাকা প্রয়োজন। প্রচারের

বিষয়বস্তু মূলত পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক হতে হবে বলেও জানানো হয়েছে। যাঁরা আগ্রহী, তাঁদের জন্য একটি নির্দিষ্ট লিঙ্ক দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। সেই লিঙ্কে গিয়ে ফর্ম পূরণ করলেই আবেদন করা যাবে। আবেদনকারীদের প্রোফাইল যাচাই করে নির্বাচিত করা হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান সময়ে ভোটের বাজারে সমাজমাধ্যমের গুরুত্ব ক্রমেই বেড়েছে। বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের কাছে পৌঁছতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলই এখন কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের দিকে নজর দিচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের প্রশ্ন, অর্থের বিনিময়ে প্রচার কি নৈতিকতার সীমারেখা অতিক্রম করছে? আবার অন্য অংশের দাবি, এটি আধুনিক রাজনৈতিক কৌশলেরই অংশ। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রচার চালাতে গেলে পেশাদার কনটেন্ট নির্মাতাদের সহায়তা নেওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, শুধু বিজেপি নয়, অন্যান্য রাজনৈতিক দলও ডিজিটাল প্রচারে সমানভাবে সক্রিয়। তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ' যোদ্ধা'দের দল গড়ে তুলেছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডিজিটাল মাধ্যমে লড়াইয়ের কৌশলকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যদিকে, চলতি বছরের বাজেটে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য বিশেষ ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রকে আরও সুসংগঠিত করতে উদ্যোগ নেওয়া হবে। ডিজিটাল মাধ্যম এখন আর কেবল বিনোদনের জায়গা নয়, তা রাজনৈতিক প্রচারেরও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ভোটের আগে সেই প্ল্যাটফর্মকে হাতিয়ার করেই তরুণ প্রজন্মের মন জয়ের লড়াইয়ে নেমেছে রাজনৈতিক দলগুলি। রিল পিছু ২০ হাজার টাকার প্রস্তাব ঘিরে বিতর্ক থাকলেও স্পষ্ট, আসন্ন নির্বাচনে ' প্রচার'ই বড় অস্ত্র হতে চলেছে।

ভাঙড়ে কেমিক্যাল ভর্তি ড্রাম বিস্ফোরণে গুরুতর জখম সাদিকুলের জীবনযুদ্ধের অবসান, শোকস্তব্ধ এলাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাঙড় ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মৃত্যুর সঙ্গে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে পাঞ্জা লড়েও শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল ছোট্ট সাদিকুল আহমেদকে। ভাঙড়ে রাস্তা সংস্কারের কাজে রাখা কেমিক্যাল ভর্তি ড্রাম বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়েছিল সে। বুধবার ভোরে কলকাতার হাসপাতালে চিকিসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। চিকিসক সূত্রে খবর, সাদিকুলের শরীরের প্রায় ৯৫ শতাংশই পুড়ে গিয়েছিল। দু ঃসংবাদ বাড়িতে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক দিন আগে ক্যানিং বিধানসভার অন্তর্গত ঘটকপুকুর থেকে মধ্য খড়গাছি পর্যন্ত প্রায় ৭ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দাহ্য পদার্থ ও সরঞ্জাম রাস্তাতেই রাখা ছিল। গত মঙ্গলবার বিকেলে ওই রাস্তায় প্রায় ২০০ লিটার লাইট ডিজেল অয়েল (এলডিও) বোঝাই একটি ড্রাম রাখা ছিল বলে অভিযোগ। ড্রামের পাশেই খেলছিল ৮ থেকে ১০ বছর বয়সি চার পড়ুয়া। হঠাই বিকট শব্দে ফেটে যায় ড্রামটি। বিস্ফোরণের তীব্রতায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। স্থানীয়দের বর্ণনায়, বিস্ফোরণের অভিঘাতে এক বালক মারাত্মকভাবে ঝলসে যায়। বাকি তিনজনও দগ্ধ ও আহত হয়। দহনযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এক শিশু পাশের পুকুরে ঝাঁপ দেয়। বিস্ফোরণের শব্দে ছুটে আসেন এলাকার মানুষ। দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় নলমুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু তিনজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের কলকাতার এম আর বাঙুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আহতদের মধ্যে সাদিকুল আহমেদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে আশঙ্কাজনক। চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন, তার শরীরের প্রায় ৯৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরে আইসিইউতে চিকিৎসা চলছিল। পরিবার ও প্রতিবেশীরা আশায় বুক বেঁধে ছিলেন, হয়তো অলৌকিক কিছু ঘটবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই লড়াই থামল বুধবার ভোরে। হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সাদিকুল। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ছোট্ট ছেলেটির অকালমৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গ্রাম। প্রতিবেশীদের চোখে জল। এলাকার মানুষের প্রশ্ন, রাস্তার কাজে ব্যবহৃত দাহ্য পদার্থ খোলা রাস্তায় কেন ফেলে রাখা হয়েছিল? নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না কেন? শিশুদের নাগালের মধ্যে এমন বিপজ্জনক বস্তু রেখে দেওয়ার দায় কার? ঘটনার দিনই ভাঙড় ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার সৈকত ঘোষ ঘটনাস্থলে পৌঁছন। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লাও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে নেমেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে কলকাতা পুলিশের বোমা স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াড। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ড্রামে থাকা দাহ্য পদার্থ থেকেই বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে। তবে সঠিক কারণ জানতে তদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা। এদিকে হাসপাতালে ভর্তি থাকা বাকি দুই জখম শিশুর শারীরিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। চিকিসকেরা তাঁদের পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাঁদের দাবি, উন্নয়নমূলক কাজের সময় নিরাপত্তা বিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হোক। শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে এভাবে দাহ্য পদার্থ ফেলে রাখা মারাত্মক অবহেলা বলেই মনে করছেন অনেকে। প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৮৭, বৃহস্পতিবার, ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩২

আধিপত্যহীন ফেডারেল চুক্তির ডাক

ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা বহু ভাষা, বহু জাতিসত্তা, বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতির সমন্বয়ে নির্মিত এক জটিল অথচ সম্ভাবনাময় কাঠামো। এই কাঠামোর ভিত্তি সংবিধান, আর তার প্রাণ হলো ফেডারেল নীতি-কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বারবার প্রশ্ন উঠেছে, এই ভারসাম্য কি সত্যিই রক্ষা পাচ্ছে? নাকি কেন্দ্রীয় আধিপত্য ধীরে ধীরে রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসনকে সংকুচিত করছে? আজকের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ভারতের নতুন ফেডারেল চুক্তি অবশ্যই অ-আধিপত্যবাদের নীতির উপর ভিত্তি করে পুনর্গঠিত হওয়া জরুরি। ভারত কোনো একভাষিক বা একজাতিক রাষ্ট্র নয়। উত্তরের পাহাড় থেকে দক্ষিণের উপকূল, পূর্বের অরণ্য থেকে পশ্চিমের মরু-প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব ইতিহাস ও সামাজিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিয়েই সংবিধান প্রণেতারা ফেডারেল কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু ফেডারেল ব্যবস্থা তখনই কার্যকর থাকে, যখন কেন্দ্র ও রাজ্য একে অপরকে সহযোগী হিসেবে দেখে, নিয়ন্ত্রক ও অধীনস্থ হিসেবে নয়। আধিপত্যবাদী মানসিকতা এই সহযোগিতার ভিত্তিকে দুর্বল করে। অ-আধিপত্যবাদ মানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, পারস্পরিক সম্মান এবং আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কেন্দ্রের শক্তি অবশ্যই প্রয়োজন, কারণ জাতীয় নিরাপত্তা, বৈদেশিক নীতি বা বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মতো বিষয়গুলিতে একক দিশা অপরিহার্য। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় উন্নয়ন কিংবা সংস্কৃতির মতো ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকা উচিত। বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে, স্থানীয় সমস্যার সমাধান স্থানীয় প্রশাসনই অধিক কার্যকরভাবে করতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে আর্থিক বণ্টন, কর ভাগাভাগি, অনুদান নীতি এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার ভূমিকা নিয়ে রাজ্যগুলির অসন্তোষ প্রকাশ্যে এসেছে। একাধিক রাজ্য অভিযোগ করেছে, রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে তাদের প্রাপ্য আর্থিক সহায়তা বিলম্বিত হচ্ছে বা শর্তসাপেক্ষে দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতি ফেডারেল চেতনার পরিপন্থী। অর্থনৈতিক সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত না হলে রাজ্যগুলির উন্নয়ন ব্যাহত হয়, আর তার প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের জীবনে। ভারতের নতুন ফেডারেল চুক্তির আলোচনায় তাই আর্থিক স্বায়ত্তশাসন একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হওয়া উচিত। রাজ্যগুলিকে তাদের আয় বৃদ্ধির স্বাধীনতা দিতে হবে, পাশাপাশি কেন্দ্রের তহবিল বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নীতি প্রয়োগ করতে হবে। কর কাঠামো এমন হতে হবে যাতে রাজ্যগুলির উন্নয়ন প্রকল্পে বাধা না পড়ে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও রাজ্য পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন, কিন্তু সেই সমন্বয় যেন নিয়ন্ত্রণে পরিণত না হয়। অ-আধিপত্যবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি। ভাষা ও সংস্কৃতি মানুষের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি। কোনো এক ভাষা বা সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা অন্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে। ভারতের শক্তি তার বহুত্বে তাই নতুন ফেডারেল চুক্তি এমন হতে হবে, যেখানে প্রতিটি ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা সমানভাবে রক্ষিত হয়। কেন্দ্রের দায়িত্ব হবে এই বহুত্বকে রক্ষা করা, একরূপতা চাপিয়ে দেওয়া নয়। রাজনৈতিক পরিসরে অ-আধিপত্যবাদ মানে বিরোধী মতের প্রতি সহিষ্ণুতা। গণতন্ত্রে মতপার্থক্য স্বাভাবিক। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু তা প্রশাসনিক বৈরিতায় রূপ নেওয়া উচিত নয়। পরামর্শ সভা, আন্তঃরাজ্য পরিষদ এবং নীতিনির্ধারণী বৈঠকগুলিকে সক্রিয় ও ফলপ্রসূ করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে রাজ্যগুলির মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ভারতের ইতিহাসে দেখা গেছে, যখনই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তখনই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। অবকাঠামো নির্মাণ, দুর্যোগ মোকাবিলা, স্বাস্থ্য কর্মসূচি কিংবা শিক্ষা সম্প্রসারণ-সব ক্ষেত্রেই সমন্বিত উদ্যোগ সফল হয়েছে। বিপরীতে, যখন সম্পর্কে দেখা দিয়েছে অবিশ্বাস, তখন উন্নয়নের গতি মন্থর হয়েছে। অতএব, নতুন ফেডারেল চুক্তি কেবল আইনি কাঠামোর পরিবর্তন নয় এটি মানসিকতার পরিবর্তনের আহ্বান। অ-আধিপত্যবাদী ফেডারেল ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে গভীর করে। এটি নাগরিকদের অংশগ্রহণ বাড়ায় এবং শাসনব্যবস্থাকে অধিক জবাবদিহিমূলক করে তোলে। রাজ্যগুলির শক্তি বৃদ্ধি মানে স্থানীয় স্বশাসন প্রতিষ্ঠা, যা শেষ পর্যন্ত জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে। কেন্দ্রীয় শক্তি ও আঞ্চলিক স্বাধীনতার মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করাই প্রকৃত ফেডারেল চেতনা। আজকের বিশ্বে বহুত্ববাদী রাষ্ট্রগুলির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ঐক্য বজায় রেখে বৈচিত্র্যকে সম্মান করা। ভারতের ক্ষেত্রেও সেই চ্যালেঞ্জ প্রযোজ্য। অ-আধিপত্যবাদী নীতির উপর ভিত্তি করে নতুন ফেডারেল চুক্তি গড়ে তোলা গেলে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সহজ হবে। এতে কেন্দ্র দুর্বল হবে না বরং সহযোগিতার ভিত্তি মজবুত হবে। রাজ্যগুলিও নিজেদের দায়িত্ব পালনে অধিক সক্ষম হবে। অতএব সময়ের দাবি, ফেডারেল কাঠামোকে পুনর্মূল্যায়ন করে এমন এক চুক্তির দিকে এগোনো, যা আধিপত্য নয়, অংশীদারিত্বকে অগ্রাধিকার দেয়।

অনুকুল ঠাকুরের বাণী

'ইষ্টসেবায় নাইকো সময়, বিশ্বসেবার আছিলার এমন বিকট বিশ্বপ্রেমিক নিরয় পথিক হয় হেলায়।'

এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যেই তিনি মানুষের ভক্তি, কর্তব্য ও আদর্শচর্চার মৌলিক ভিত্তি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, যে ব্যক্তি নিজের ইষ্টের সেবার জন্য সময় বের করতে পারে না, অথচ বিশ্বসেবার বড়াই করে বেড়ায়, সে প্রকৃত পথিক নয় বরং সে বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কায় থাকে।

অনুকূলচন্দ্রের দর্শনে শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইষ্ট মানে কেবল কোনো পূজ্য ব্যক্তিত্ব নন, বরং জীবনের আদর্শ কেন্দ্র, যাঁকে সামনে রেখে মানুষ নিজের চরিত্র, আচরণ ও জীবনধারা গড়ে তোলে। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের ভিতরের পরিশুদ্ধি ও শৃঙ্খলা ছাড়া প্রকৃত সমাজকল্যাণ সম্ভব নয়। তাই তিনি সতর্ক করেছেন, আত্মশুদ্ধি ও ইষ্টনিষ্ঠা ছাড়া বিশ্বপ্রেম কেবল বাহ্যিক আবেগে সীমাবদ্ধ থাকে। এমন বিশ্বপ্রেম অনেক সময় আত্মপ্রচার বা অহংকারে পরিণত হয়। এই বাণীর মধ্যে একটি গভীর বাস্তব শিক্ষা লুকিয়ে আছে। মানুষ প্রায়ই বৃহত্তর মানবতার কথা বলে, সমাজসেবার আদর্শ তুলে ধরে, কিন্তু নিজের ব্যক্তিজীবনে শৃঙ্খলা, সততা ও ভক্তির চর্চা অবহেলা করে। অনুকূলচন্দ্র মনে করতেন, নিজের ভিতর যদি আদর্শের দৃঢ় ভিত্তি না থাকে, তবে সেই মানুষ অন্যের কল্যাণের দাবিদার হতে পারে না। কারণ চরিত্রই সমাজগঠনের মূল ভিত্তি। ব্যক্তির উন্নতি থেকেই পরিবারের উন্নতি, পরিবার থেকে সমাজ, আর সমাজ থেকে বিশ্বকল্যাণের পথ প্রসারিত হয়। তিনি কখনো কেবল আচারনির্ভর ধর্মকে সমর্থন করেননি, আবার শুধুমাত্র বাহ্যিক সমাজসেবাকেও যথেষ্ট মনে করেননি। তাঁর মতে, ভক্তি ও কর্ম একে অপরের পরিপূরক। ইষ্টসেবার মাধ্যমে মানুষ নিজের ভেতরে নৈতিক শক্তি অর্জন করে, আর সেই শক্তিই তাকে সত্যিকারের বিশ্বসেবার পথে পরিচালিত করে। তাই ইষ্টকে উপেক্ষা করে বিশ্বপ্রেমের দাবি তিনি ভণ্ডামির সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, এমন ব্যক্তি 'পথিক', অর্থাৎ ভুল পথে চলেছে, কারণ তার ভিত্তি দুর্বল। বর্তমান সময়ে এই বাণীর প্রাসঙ্গিকতা আরও বেশি অনুভূত হয়। আজ মানুষ সামাজিক মাধ্যমে মানবতার বড় বড় কথা বলে, বিশ্বশান্তির আহ্বান জানায়, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে অসততা, অসহিষ্ণুতা ও অনিয়ম বজায় রাখে। অনুকূলচন্দ্রের বাণী আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সত্যিকারের পরিবর্তন শুরু হয় নিজের অন্তর থেকে। আত্মসংযম, ভক্তি ও চরিত্রগঠনের চর্চা ছাড়া কোনো মহ আদর্শ স্থায়ী হয় না। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র মানুষের জীবনকে বিকাশের ধারায় দেখতে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইষ্টকে কেন্দ্র করে জীবন গড়লে মানুষ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই পরিশুদ্ধি পরিবারে প্রভাব ফেলে, পরিবার সমাজকে প্রভাবিত করে, আর সমাজ বিশ্বকে আলোকিত করে। এই ধারাবাহিকতাই তাঁর দর্শনের মূল কথা। তাই তাঁর এই বাণী কেবল ধর্মীয় উপদেশ নয়, এটি এক বাস্তব জীবনপথের নির্দেশনা, যেখানে আত্মনিষ্ঠা ও বিশ্বপ্রেম একসূত্রে গাঁথা।

নামবদলের রাজনীতি ও বঞ্চনার প্রশ্ন

কৌশিক সরকার

রাজ্যের নাম বদল শুধু একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আত্মপরিচয়, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক বার্তা। তাই যখন কোনও রাজ্যের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দ্রুত অনুমোদন পায় আর অন্য একটি রাজ্যের প্রস্তাব বছরের পর বছর কেন্দ্রীয় স্তরে পড়ে থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে-এই পার্থক্যের কারণ কী? সাম্প্রতিক সময়ে কেরলের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দ্রুত সম্মতি এবং পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ এনেছেন। তাঁর বক্তব্য, বাংলার প্রস্তাব ২০১৮ সাল থেকে অপেক্ষমাণ, অথচ কেরলের ক্ষেত্রে এত দ্রুত সিদ্ধান্ত-এ কি নিছক প্রশাসনিক তৎপরতা, না এর পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক সমীকরণ? প্রথমেই বিষয়টির পটভূমি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হয়েছিল কয়েক বছর আগে। যুক্তি ছিল, ইংরেজি বর্ণানুক্রমে পিছিয়ে থাকার কারণে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধির বক্তব্য রাখার সুযোগ প্রায়ই শেষে আসে। সেই কারণেই রাজ্যের নাম এমনভাবে নির্ধারণ করার কথা বলা হয়, যাতে তা বর্ণানুক্রমে এগিয়ে থাকে। পাশাপাশি, শব্দটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও প্রশ্নের মুখে-দেশভাগের পর পূর্ববাংলা আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, তাহলে 'শব্দটি কতটা প্রাসঙ্গিক? এই যুক্তিগুলি সামনে রেখেই নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও সেই প্রস্তাবের কোনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। অন্যদিকে কেরলের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় দ্রুত অনুমোদন পাওয়ায় রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কেরলে বিজেপি এবং সিপিএমের মধ্যে নেপথ্য সমঝোতার ফলেই এই দ্রুততা সম্ভব হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত-যেখানে রাজনৈতিক সুবিধা রয়েছে, সেখানে কেন্দ্র দ্রুত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আর যেখানে বিরোধী শক্তির সরকার, সেখানে ফাইল পড়ে থাকছে। এই অভিযোগ নতুন নয়। আর্থিক বরাদ্দ, প্রকল্পের অনুমোদন, তদন্তকারী সংস্থার সক্রিয়তা-বিভিন্ন ক্ষেত্রেই রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাতের ছবি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে স্পষ্ট হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, নাম পরিবর্তনের মতো একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া কি কেবল রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে? সংবিধান অনুযায়ী, কোনও রাজ্যের নাম পরিবর্তনের জন্য সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন। সাধারণত রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ হয় এবং শেষে সংসদে বিল আকারে পেশ করা হয়। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক যাচাই, বিভিন্ন দপ্তরের মতামত এবং আইনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকে। ফলে বিলম্বের কারণ সবসময় রাজনৈতিক-এমন দাবি একপাক্ষিক হতে পারে। কিন্তু যখন একটি রাজ্যের ক্ষেত্রে দ্রুততা দেখা যায় আর অন্যটির ক্ষেত্রে দীর্ঘ নীরবতা, তখন সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। নামবদল নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস নতুন নয়। বম্বে থেকে মুম্বই, মাদ্রাজ থেকে চেন্নাই, ক্যালকাটা থেকে কলকাতা-পরিবর্তনের এই ধারায় আঞ্চলিক পরিচয়ের পুনরুদ্ধার এবং উপনিবেশিক ছাপ মুছে ফেলার আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে। অনেক সময় আবার রাজনৈতিক দলগুলির নিজস্ব মতাদর্শ এবং ভোটব্যাঙ্কের সমীকরণও ভূমিকা নিয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় নীরবতা এবং কেরলের ক্ষেত্রে দ্রুত সম্মতি-এই তুলনা স্বাভাবিকভাবেই জনমানসে প্রশ্ন তৈরি করছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে-বঞ্চনার অনুভূতি। বাংলার রাজনৈতিক পরিসরে 'শব্দটি দীর্ঘদিন ধরেই উচ্চারিত। আর্থিক প্রাপ্য, জিএসটি বকেয়া, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নামকরণ-বিভিন্ন প্রসঙ্গে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ তুলেছে। নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব ঝুলে থাকা সেই অভিযোগের তালিকায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বক্তব্য, যদি অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, তবে বাংলার ক্ষেত্রেও তা সম্ভব। বিলম্বের যুক্তি স্পষ্টভাবে জানানো হোক। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই বিতর্কের মধ্যেও বাস্তবতা বিবেচনা করা জরুরি। পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় স্তরে আপত্তি বা সংশয় থাকলে তা প্রকাশ্যে জানানো উচিত। কারণ দীর্ঘ নীরবতা শুধু প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা বাড়ায় না, রাজনৈতিক মেরুকরণও তীব্র করে। আবার রাজ্য সরকারেরও উচিত বিষয়টিকে কেবল রাজনৈতিক সংঘাতের অস্ত্র না বানিয়ে সর্বদলীয় ঐকমত্য গড়ে তোলা। নাম পরিবর্তন যদি সত্যিই জনমতের প্রতিফলন হয়, তবে তা দলীয় সীমারেখা ছাড়িয়ে বৃহত্তর সামাজিক সমর্থন পাবে। কেরলের প্রসঙ্গে যে যোগসাজশের অভিযোগ উঠেছে, তা অবশ্য প্রমাণসাপেক্ষ। বিজেপি এবং সিপিএম আদর্শগতভাবে বিপরীত মেরুর শক্তি। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে কৌশলগত সমীকরণ কখনও কখনও অপ্রত্যাশিত রূপ নেয়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সেই সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত করে। যদিও সংশ্লিষ্ট দলগুলি এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে, তবু রাজনৈতিক বার্তা স্পষ্ট-বাংলার প্রতি বৈষম্যের অভিযোগকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার কেন্দ্রবিরোধী অবস্থান আরও জোরালো করতে চাইছে। এই প্রেক্ষাপটে একটি মৌলিক প্রশ্ন উঠে আসে-নাম পরিবর্তন কি আদৌ রাজ্যের অগ্রাধিকারের তালিকায় শীর্ষে থাকা উচিত? রাজ্যের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা-এই সব জরুরি ক্ষেত্রের উন্নয়ন কি নাম পরিবর্তনের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ? সমালোচকরা বলছেন, নাম বদল প্রতীকী পদক্ষেপ বাস্তব উন্নয়নের সঙ্গে এর সরাসরি সম্পর্ক সীমিত। তবে সমর্থকদের যুক্তি, পরিচয় ও আত্মমর্যাদার প্রশ্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। একটি রাজ্যের নাম তার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সত্তার প্রতিনিধিত্ব করে। তাই এই বিতর্ককে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। বাংলার ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় বিবেচ্য-আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে পরিচিতি। নামটি দেশভাগের ইতিহাস বহন করে। অনেকের মতে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্য নাম রাজ্যের ভাবমূর্তিকে নতুনভাবে তুলে ধরতে পারে। তবে নাম পরিবর্তনের ফলে প্রশাসনিক খরচ, নথিপত্র সংশোধন, আইনি প্রক্রিয়া-সব মিলিয়ে বড় ব্যয়ও জড়িত। সেই ব্যয়ভার বহনের প্রস্তুতি কতটা রয়েছে, তা নিয়েও আলোচনা প্রয়োজন। রাজ্য-কেন্দ্র সম্পর্কের টানাপোড়েন নতুন নয়, কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোয় পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতাই কাম্য। একটি রাজ্যের প্রস্তাব বছরের পর বছর ঝুলে থাকলে তা কেবল রাজনৈতিক ক্ষোভই বাড়ায়। আবার অভিযোগ-প্রত্যাঘাতের রাজনীতিও সমাধান আনে না। প্রয়োজন স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং সময়সীমা নির্ধারণ। যদি কোনও আপত্তি থাকে, তা স্পষ্টভাবে জানানো হোক যদি প্রক্রিয়াগত জটিলতা থাকে, তার রূপরেখা প্রকাশ করা হোক। নীরবতা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে যে রাজনৈতিক তীক্ষ্ণতা রয়েছে, তা আসন্ন নির্বাচনী সমীকরণের প্রেক্ষিতেও বিবেচ্য। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে আঞ্চলিক আবেগকে জাগ্রত করা তাঁর রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হতে পারে। অন্যদিকে কেন্দ্রও হয়তো বিষয়টিকে তেমন অগ্রাধিকার দিচ্ছে না, কারণ তা তাদের রাজনৈতিক লাভের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়। এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে সাধারণ মানুষ স্পষ্ট উত্তর চান-কেন বিলম্ব, কবে সিদ্ধান্ত? নামবদল বিতর্ক শেষ পর্যন্ত প্রতীকী হলেও এর মাধ্যমে রাজ্য-কেন্দ্র সম্পর্কের গভীর বাস্তবতা উন্মোচিত হয়েছে। যদি সত্যিই বৈষম্য থেকে থাকে, তা দূর করা উচিত। আর যদি বিলম্বের পেছনে প্রশাসনিক কারণ থাকে, তবে তা স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক সুবিধা-অসুবিধার হিসাব ছাড়িয়ে গণতান্ত্রিক ন্যায্যতা বজায় রাখাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলা তার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভাষার গৌরবে অনন্য। সেই পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেই ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। নাম পরিবর্তন সেই যাত্রার একটি অধ্যায় হতে পারে, কিন্তু তা যেন রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রতীকে পরিণত না হয়। বরং এই বিতর্কই হোক স্বচ্ছতা, সমতা ও সহযোগিতার নতুন সূচনা।

জল-পানির সুরে নারীসমাজের অন্তর্লিখন

শিবনাথ বেরা

চট্টগ্রামের পাহাড়ঘেরা জনপদ থেকে পুরুলিয়ার লালমাটির দেশ-ভূগোল আলাদা, ভাষার টান আলাদা, উচ্চারণে ভিন্নতা আছে, তবু নারীদের লোকগানে এক অদ্ভুত সেতুবন্ধন লক্ষ করা যায়। সেই সেতু কখনও জল, কখনও পানি শব্দে নির্মিত। দুটি শব্দ, এক অর্থ-তৃষ্ণা নিবারণের উপাদান। কিন্তু এই দুটি শব্দের ভেতরেই লুকিয়ে আছে ইতিহাস, সমাজচেতনা, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন এবং নারীজীবনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি। মারফতি গানের সুরে যেমন পানি শব্দটি সহজাত, তেমনি পুরুলিয়ার ভাদু কিংবা টুসু গানে জল শব্দটি স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সীমারেখা ঝাপসা হয়েছে। অভিবাসন, বাণিজ্য, বিবাহসূত্রে সম্পর্ক-সব মিলিয়ে ভাষার আদান-প্রদান ঘটেছে। চট্টগ্রাম থেকে কেউ পুরুলিয়ায় গিয়ে বসতি গড়েছেন, আবার পুরুলিয়ার কেউ গেছেন পূর্ববাংলার দিকে। সঙ্গে নিয়ে গেছেন তাঁদের ভাষা, তাঁদের সুর। ফলে জল ও পানি একে অন্যের পরিসরে প্রবেশ করেছে। নারীদের গান এই বিনিময়ের সবচেয়ে জীবন্ত প্রমাণ। এই শব্দদ্বয়ের ভেতর লুকিয়ে আছে

লোকগান, বিশেষত নারীদের গাওয়া আঞ্চলিক সুর, কেবল বিনোদন নয় তা সমাজের গভীর স্তরের দলিল। সেখানে জল ও পানি কেবল ভাষাগত রূপভেদ নয়, বরং সহাবস্থান ও সহমর্মিতার প্রতীক। চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী অঞ্চলে, যেখানে নদী আর সাগরের মিলন, সেখানে নারীরা ধান ভানতে ভানতে, নৌকা ভেড়ানোর অপেক্ষায় কিংবা বিয়ের ঘর সাজাতে সাজাতে যে গান গেয়েছেন, তাতে পানি শব্দটি প্রায়শই ভেসে ওঠে। পানি আনতে গেছি রে সই, আঁধার নদীর পাড়ে-এই পংক্তিতে নদীর গভীরতা যেমন আছে, তেমনি আছে জীবনের অনিশ্চয়তা। পানি শব্দটি আরবি-ফারসি প্রভাবিত ভাষিক ধারার সঙ্গে যুক্ত হলেও, তা এখানে কোনো ধর্মীয় বিভাজনের চিহ্ন নয় বরং দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক উচ্চারণ। চট্টগ্রামের নারীরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একই সুরে, একই টানে পানি উচ্চারণ করেছেন। কারণ তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা-কন্যাদান, বিয়ের বিদায়, স্বামীর নৌযাত্রা, সন্তানের জন্ম-সবই একই আবেগে বাঁধা। অন্যদিকে পুরুলিয়ার ঝুমুর সুরে জল শব্দটি যেমন শোনা যায়, তেমনি কখনও পানিও মিশে যায়। লালমাটির পথে হাঁটতে হাঁটতে, মাঠে কাজ করতে করতে, কিংবা তুসু-পার্বণের রাতে মেয়েরা গেয়েছেন-জল নিয়ে আয় রে সখী, কুয়োর ঘাটে দাঁড়ায়। এখানে জল শব্দটি সংস্কৃতঘেঁষা, প্রাচীন ধারার স্মারক। কিন্তু এই জল কখনও কঠোর সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে ওঠেনি বরং সহজ-সরল জীবনের অনুষঙ্গ। পুরুলিয়ার সাঁওতাল, কুর্মি, মাহাতো কিংবা অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীরা যখন একসঙ্গে গেয়েছেন, তখন শব্দের ভিন্নতা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং শব্দের বিনিময়ে সুরের ঐক্য আরও মজবুত হয়েছে। লোকগানের প্রকৃতি এমনই-তা সমাজের গভীর থেকে উঠে আসে, আর সেখানেই মিলেমিশে থাকে নানা ভাষার ধারা। বাংলার ভাষা নিজেই বহুস্রোতের সম্মিলন। সংস্কৃত, প্রাকৃত, আরবি, ফারসি, তুর্কি-কত ভাষার প্রভাব এতে মিশেছে। তাই জল ও পানি শব্দের সহাবস্থান বাংলার ভাষাগত ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতি। নারীদের লোকগানে এই সহাবস্থান আরও স্পষ্ট, কারণ নারীরা সামাজিক বিভাজনের চেয়ে জীবনের বাস্তবতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের কাছে তৃষ্ণা মেটানোর উপাদানই মুখ্য, নামের পার্থক্য নয়। বিয়ের গানে আমরা প্রায়ই শুনি-কন্যার চোখের জল কিংবা পানি। বিদায়ের মুহূর্তে মা যখন বলেন, চোখের জল সামলায়ে যা, তখন তা কেবল শারীরিক অশ্রু নয় তা বিচ্ছেদের ব্যথা, অজানা ভবিষ্যতের ভয়, আর নতুন জীবনের আকাঙ্ক্ষা। আবার অন্যত্র শোনা যায়-পানিতে ভাসে নৌকা, মোর মন যায় ভাসিয়া। এখানে পানি জীবনের প্রবাহের প্রতীক। দুটি শব্দই আবেগের ভাষা হয়ে ওঠে। ধর্মীয় পরিচয় সেখানে গৌণ মুখ্য হয়ে ওঠে মানবিক অনুভব। চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারী কিংবা এক গভীর সামাজিক বার্তা। আমাদের সমাজে বহুবার ভাষা ও ধর্মকে কেন্দ্র করে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু লোকগান দেখায়, সাধারণ মানুষের জীবনে সেই বিভাজন ততটা প্রবল নয়। চট্টগ্রামের মুসলমান নারী যখন জল বলেন, কিংবা পুরুলিয়ার হিন্দু নারী যখন পানি উচ্চারণ করেন, তখন তাঁরা অজান্তেই প্রমাণ করেন-ভাষা কোনো একক ধর্মের সম্পত্তি নয়। শব্দ মানুষের, সুর মানুষের। লোকগান সেই মানবিক ঐক্যের সেতু। নারীদের লোকগানে জল-পানির চিত্রকল্পও গভীর তাৎপর্য বহন করে। জল মানে জীবন, উর্বরতা, পবিত্রতা। বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা, নদীর কাছে মানত, কুয়োর ঘাটে মিলন-সবকিছুতেই জল বা পানির উপস্থিতি অপরিহার্য। চট্টগ্রামের উপকূলে ঘূর্ণিঝ।রে আশঙ্কা যেমন পানিকে ভয়ঙ্কর রূপ দেয়, তেমনি পুরুলিয়ার খরায় জল হয়ে ওঠে আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এই ভিন্ন অভিজ্ঞতাও গানে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু শব্দের রূপভেদ সত্ত্বেও অনুভূতির ঐক্য অটুট থাকে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে, নারীদের লোকগান এক ধরনের নীরব প্রতিবাদও বটে। গৃহস্থালির সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ থেকেও তাঁরা গানের মাধ্যমে নিজেদের অভিজ্ঞতা, বেদনা, স্বপ্ন প্রকাশ করেছেন। সেখানে জল বা পানি কখনও চোখের অশ্রু, কখনও নদীর স্রোত, কখনও প্রেমের গভীরতা। শব্দের নির্বাচন অনেক সময় অবচেতন, কিন্তু তা পরিবেশ ও পারিবারিক ভাষাচর্চার প্রতিফলন। ফলে একই গানে কখনও জল, কখনও পানি মিলেমিশে যায়-যেন সহাবস্থানের প্রতীকচিহ্ন। আজকের সময়ে যখন ভাষার বিশুদ্ধতা নিয়ে নানা বিতর্ক ওঠে, তখন এই লোকগান আমাদের শিক্ষা দেয় উদারতার। ভাষা নদীর মতো-তার প্রবাহে নানা উপনদী এসে মেশে। তাকে বাঁধ দিয়ে আটকানো যায় না। জল ও পানি দুই ধারার দুই স্রোত, যা মিলিত হয়ে বৃহত্তর বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। নারীদের লোকগান সেই সমৃদ্ধির স্বতঃস্ফূর্ত সাক্ষ্য। চট্টগ্রাম থেকে পুরুলিয়া-এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে নারীরা যে গান গেয়েছেন, তা কেবল আঞ্চলিক ঐতিহ্য নয় তা বাঙালির সামগ্রিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। সেখানে শব্দের ভিন্নতা বিভেদের নয়, বৈচিত্র্যের। জল-পানির এই দ্বৈত উচ্চারণ আমাদের মনে করিয়ে দেয়-ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল ভিন্ন হলেও মানবিক অভিজ্ঞতা এক ও অভিন্ন। নারীদের কণ্ঠে সেই অভিন্নতার সুর যুগ যুগ ধরে বেজে চলেছে। অতএব, জল হোক বা পানি-শব্দের এই পার্থক্য আমাদের বিভক্ত না করে বরং যুক্ত করুক। লোকগানের সহজ সুরে যে সহাবস্থানের শিক্ষা মেলে, তা আজকের সমাজেও প্রাসঙ্গিক। কারণ শেষ পর্যন্ত তৃষ্ণা মেটাতে আমরা যে উৎপাদানই চাই না কেন, তার মূল পরিচয় জীবনদায়ী তরল। নামের ভিন্নতায় তার স্বরূপ বদলায় না। নারীদের লোকগান সেই সত্যকেই বারবার উচ্চারণ করেছে-সুরে, ছন্দে, আর অশ্রুজলে।

নিরাপত্তাহীন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের আর্তনাদ

প্রমথেশ মুখার্জ্জী

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে কাশ্মীর প্রশ্ন এক দীর্ঘ ও জটিল অধ্যায়। সেই অধ্যায়ের অন্যতম বেদনাময় অংশ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বাস্তুচ্যুতি, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার অভিজ্ঞতা। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সন্ত্রাস, হত্যাকাণ্ড ও ধর্মীয় উগ্রবাদের ছায়ায় হাজার হাজার কাশ্মীরি পণ্ডিত উপত্যকা ছাড়তে বাধ্য হন। বহু প্রতিশ্রুতি, বহু রাজনৈতিক অঙ্গীকার, নানা সময়ে সরকার বদল-কিন্তু আজও তাঁদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের প্রশ্নে স্থায়ী সমাধান অধরাই রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে আবারও তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক বেড়েছে। কাশ্মীরি পণ্ডিত সংগ্রাম সমিতি পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করে রাষ্ট্রসংঘ, অ্যামনেস্টি-সহ মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির হস্তক্ষেপ চেয়েছে। এই আবেদন কেবল একটি সংগঠনের চিঠি নয় এটি বহু বছরের বঞ্চনা ও নিরাপত্তাহীনতার আর্তনাদ। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে কাশ্মীর নিয়ে বড়সড় সাংবিধানিক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের পর বারবার বলা হয়েছে যে উপত্যকায় শান্তি ও উন্নয়নের নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান ও বিবৃতিতে সন্ত্রাস কমার কথা তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে কর্মরত বহু কাশ্মীরি পণ্ডিতের বক্তব্য ভিন্ন। তাঁদের অভিযোগ, টার্গেট করে হত্যার ঘটনা, হুমকি, এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন বন্ধ হয়নি। ফলে যাঁরা পুনর্বাসনের স্বপ্ন নিয়ে উপত্যকায় ফিরেছিলেন বা কর্মসূত্রে সেখানে রয়েছেন, তাঁদের অনেকেই নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছেন। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের দীর্ঘ বাস্তুচ্যুত জীবনের ইতিহাস স্মরণ করা জরুরি। নব্বইয়ের দশকে রাতারাতি ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া মানুষদের অধিকাংশই জম্মু, দিল্লি ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নেন। ত্রিপল টাঙানো তাঁবু, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনিশ্চিত কর্মসংস্থান-সব মিলিয়ে সেই সময়কার জীবন ছিল চরম দুর্বিষহ। বহু প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অসংখ্য পরিবার আর্থিক ও মানসিক ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। এই দীর্ঘ যন্ত্রণার ইতিহাস তাঁদের চেতনায় গভীরভাবে প্রোথিত। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সরকার পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্প ঘোষণা করেছে। সরকারি চাকরি, আবাসন নির্মাণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার-এসব উদ্যোগের কথা শোনা গেছে। কিছু মানুষ সত্যিই উপত্যকায় ফিরে গিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথ যে কতটা কঠিন, তা সাম্প্রতিক ঘটনাবলিই প্রমাণ করে। টার্গেট করে হত্যা বা হুমকির খবর ছড়ালেই আতঙ্কে বহু পরিবার আবার স্থানান্তরের কথা ভাবতে বাধ্য হয়। কর্মস্থলে যাওয়া-আসার সময় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তাঁদের নিত্যসঙ্গী। কাশ্মীরি পণ্ডিত সংগ্রাম সমিতির আন্তর্জাতিক মহলে আবেদন নিছক আবেগপ্রসূত নয় এটি একটি কৌশলগত পদক্ষেপও বটে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা দাবি করে আসছেন যে তাঁদের নিরাপত্তা প্রশ্নে নিরপেক্ষ নজরদারি ও স্বচ্ছ মূল্যায়ন প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংঘ কিংবা অ্যামনেস্টি-সহ মানবাধিকার সংগঠনগুলির কাছে আবেদন করে তাঁরা বিশ্বজনমতকে সচেতন করতে চাইছেন। তবে এর রাজনৈতিক তাৎপর্যও কম নয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার হস্তক্ষেপ চাওয়া অনেকের কাছে বিতর্কিত মনে হতে পারে। কিন্তু যখন একটি সম্প্রদায় মনে করে যে তাদের আর্তি যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না, তখন তারা বৃহত্তর পরিসরে সমর্থন খোঁজে-এও ইতিহাসের পরিচিত দৃশ্য। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন ওঠে, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা করা হবে। একদিকে রাষ্ট্রের দাবি, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে অন্যদিকে আক্রান্ত সম্প্রদায়ের বক্তব্য, ভয় কাটেনি। এই দ্বৈত বাস্তবতার সমাধান কেবল প্রশাসনিক নির্দেশে সম্ভব নয়। প্রয়োজন বিশ্বাসের পুনর্গঠন। কাশ্মীরের মুসলিম ও পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা পুনর্স্থাপন ছাড়া স্থায়ী শান্তি সম্ভব নয়। অতীতের ক্ষত সারাতে সামাজিক উদ্যোগ, আন্তঃসম্প্রদায় সংলাপ ও শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা জরুরি। নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রশ্নেও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ প্রয়োজন। শুধুমাত্র সশস্ত্র প্রহরা বা বাঙ্কার স্থাপনই সমাধান নয়। কর্মস্থল ও আবাসনের মধ্যে সুরক্ষিত পরিবহন, নির্ভরযোগ্য যোগাযোগব্যবস্থা, দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী-এসবের সমন্বিত প্রয়োগ দরকার। পাশাপাশি গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়িয়ে সম্ভাব্য হুমকি আগাম চিহ্নিত করাও জরুরি। যদি প্রত্যাবর্তনকারী পরিবারগুলো অনুভব করে যে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসন সত্যিই সজাগ, তবে আস্থার ভিত্তি মজবুত হবে। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অনেক কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিবার দীর্ঘ বাস্তুচ্যুত জীবনে সঞ্চয় হারিয়েছে। নতুন করে ঘর বাঁধা, ব্যবসা শুরু করা বা কৃষিকাজে ফিরে যাওয়া সহজ নয়। সরকারের আর্থিক সহায়তা ও ঋণসুবিধা কার্যকরভাবে পৌঁছাতে হবে। পাশাপাশি স্থানীয় সমাজের সহযোগিতা অপরিহার্য। পুনর্বাসন যদি বিচ্ছিন্ন কলোনির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সামাজিক দূরত্ব বাড়বে। বরং মিশ্র বসতি ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক সহাবস্থান নিশ্চিত করা উচিত। কাশ্মীর প্রশ্ন আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

মুর্শিদাবাদে নবাবী ইফতারের একাল-সেকাল

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ শুরু হয়ে গেছে পবিত্র রমজান মাস। একসময় বাংলা-বিহার-ওড়িশা রাজধানী মুর্শিদাবাদ, নবাবী আমলে তার জাঁকজমকপূর্ণ

জীবনযাত্রা, স্থাপত্য ও খাদ্য সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত ছিল। রমজান মাসে ইফতার ছিল নবাব পরিবারের সদস্যদের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। ১৭০৬ সালে বাংলা- বিহার-ওড়িশার সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদ নগরীর পত্তন করেন। মুর্শিদকুলি খাঁ নিজে এবং তাঁর বংশধররা বরাবরই রমজান মাসে মুসলিম ধর্মের পালনীয় পবিত্র কর্তব্যগুলো নিষ্ঠাভরে পালন করতেন। নবাবী আমলে সারাদিনের রোজা শেষে রাজপ্রাসাদে ইফতারের আয়োজন ছিল রাজকীয় আভিজাত্য দেখানোর প্রতীক। ঐতিহাসিকরা বলেন, নবাবী আমলে ইফতার শুধু নবাবের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো না , এটি ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মিলনের মাধ্যম। প্রাসাদের বিরাট হল ঘরে বা ইমামবাড়ায় শত শত রোজাদারকে আমন্ত্রণ জানানো হতো। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, মীরজাফর এবং মুর্শিদাবাদের ১৮ জন নবাব এবং নাজিম প্রত্যেকেই রমজান মাসের সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপোস করে থাকতেন। সূর্যাস্তের পর নবাব নিজের সুবেদারির গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে নামাজ পাঠ করতেন। তারপর সকলে বসে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার খেয়ে উপোস ভাঙতেন। ইফতারের পদে মুঘল এবং বাঙালি, দুই ঘরানার সংমিশ্রণ থাকতো। নবাব আলীবর্দী খানের এক বংশধর ডঃ রেজা আলি খান নিজের স্মৃতি কথায় লিখে গেছেন, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ রমজান মাস ছাড়াও 'শাবন' এবং 'রজব' মাসেও পূর্ণ উপবাস রাখতেন। যেহেতু রমজান মাস চাঁদের অবস্থানের উপর নির্ভর করে ঠিক হয় তাই নবাবদের ইফতার পার্টিতেও কী ধরনের খাবার থাকবে তা প্রতিবছরই বদলে যেত। বিভিন্ন ঐতিহাসিকেরা বলেন, নবাবী আমলে ইফতারের সময় খেজুর, শরবত, হালিম, পেঁয়াজি, সিঙ্গারা বিভিন্ন ধরনের কাবাব, বিরিয়ানি, পোলাও, কোরমা, রুটি, ফিরনি জিলিপি, খুরমা ইত্যাদি পরিবেশন করা হতো। নবাব এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের জন্য এই খাবার পরিবেশন করা হতো সোনা অথবা রুপোর পাত্রে। রমজান মাসে নবাবরা প্রচুর দান-খয়রাতিও করতেন। দরিদ্র রোজাদারদের জন্য থাকতো খাবারের বিশেষ ব্যবস্থা। তবে পলাশীর যুদ্ধের পর ধীরে ধীরে নবাবের ক্ষমতা হ্রাস পেতে শুরু করে। রমজান মাসে 'নবাবী ইফতার' তার পুরানো জৌলুশ এখন অনেকটাই হারিয়েছে। নবাব মীরজাফরের ১৭ তম বংশধর সৈয়দ মহম্মদ ফাহিম মির্জা, বিভিন্ন কারণে নবাবী ঐতিহ্য মেনে এখন আর ইফতার করা সম্ভব হয় না। তবে রমজান মাসে আমি এবং আমার স্ত্রী রোজই রোজা রেখে ইফতার করছি। সকালবেলায় 'সেহরি'র সময় খেজুর এবং জল খেয়ে নিই। বিকালবেলা ইফতার শুরুর আগে গরম জলে একটু লেবু, গোলমরিচ এবং লবণ মিশিয়ে সেটা পান করে তারপর খেজুর এবং অন্যান্য খাবার যেমন -কাঁচা ছোলা, দই বড়া, বিভিন্ন ধরনের ভাজা, চিকেন কাবাব, স্যান্ডউইচ বা সেদ্ধ ডিম দিয়ে আমরা এখন ইফতার করি। তিনি জানান, নবাবী পরিবারের তরফ থেকে এখন রমজান মাসের ১৮ তম দিনে স্থানীয় একটি মসজিদে ৭০-৮০ জনকে ইফতার করানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে রুটি তরকারি সহ বিভিন্ন ধরনের ফল দেওয়া হয় রোজাদারদের। ফাহিম আরও জানান, এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে চক শাহী মসজিদে এবং ইমামবাড়ায় গোটা রমজান মাস জুড়ে প্রচুর মানুষকে ইফতার করানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে কলা, আপেল, খেজুর, ছোলা, রুটি-তরকারি প্রভৃতি খাবার রোজাদারদের দেওয়া হয়। নবাব পরিবারের এই সদস্য জানান, পবিত্র রমজান মাস শেষে খুশির ঈদের দিন সকালে 'নিয়াজ' দেওয়া হয়। মোট দশটি পাত্রে ক্ষীর, কোরমা এবং বিশেষ পদ্ধতিতে নির্মিত সিমুইয়ের পায়েস দিয়ে 'নিয়াজ' দেওয়া হয়। সেদিন আমাদের বাড়িতে বিশেষ নবাবী রেসিপির বিরিয়ানি, বিভিন্ন ধরনের কাবাব সহ আরও নানা পদ রান্না করা হয়। খুশির ঈদের দিন আমাদের বাড়িতে বেশ কিছু অতিথি এবং বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেও খাওয়ানো হয়।

কন্যাশ্রীর জেলায় বাল্যবিবাহের ছায়া, এক বছরে ৫০০ নাবালিকার মাতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়গঞ্জ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সরকারি প্রকল্প, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে বাল্যবিবাহ বিরোধী প্রচার-সব মিলিয়ে প্রশাসনের সক্রিয়তার বার্তা বারবার তুলে ধরা হয়। কিন্তু সেই প্রচারের আড়ালেই উঠে এল এক গভীর উদ্বেগের ছবি। রায়গঞ্জ শহরের অদূরে বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গত এক বছরে প্রায় পাঁচশো নাবালিকা অন্ত ঃসত্ত্বা হয়েছে অথবা সদ্য মা হয়েছে বলে সরকারি পরিসংখ্যানেই উঠে এসেছে। কুলিক নদীর ওপারে পরিযায়ী শ্রমিক অধ্যুষিত এই অঞ্চলের ৩৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নথিভুক্ত তথ্য ঘিরেই জেলায় শোরগোল পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নাবালিকাদের বিয়ে ও অল্প বয়সে মাতৃত্বের প্রবণতা বহুদিনের। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গড়ে ১৩ থেকে ১৪ জন করে নাবালিকা প্রসূতি বা সদ্য মায়ের নাম নথিভুক্ত রয়েছে। সেই হিসেবেই সংখ্যাটা প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি পৌঁছেছে। যদিও প্রশাসনের বাইরে বাস্তব পরিস্থিতি আরও জটিল বলে মনে করছেন স্থানীয় শিক্ষকমহল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সমাজকর্মীরা। শুধু বাহিন নয়, রায়গঞ্জ ব্লকের গৌরী, মাড়াইকুড়া, ভাতুন, শীতগ্রাম সহ একাধিক এলাকাতেও একই ছবি ধরা পড়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিনি'র রায়গঞ্জ ব্লক সুপারভাইজার সুব্রত সাহা জানিয়েছেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে নথিভুক্ত তথ্যই পরিস্থিতির গভীরতা বুঝিয়ে দিচ্ছে। তাঁর মতে, বাল্যবিবাহের প্রবণতা পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি, ফলে কিশোরী বয়সেই অনেক মেয়ে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ছে। বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আনিসুল আলি অবশ্য দাবি করেছেন, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নাবালিকাদের বিয়ে বন্ধে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, আগে বাল্যবিবাহের কথা বেশি শোনা গেলেও এখন সে রকম খবর কম আসে। তবে অনেক ক্ষেত্রে নাবালিকারা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করছে, ফলে পরিবার বা পঞ্চায়েতের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে ঘটনা। সংখ্যাটা পাঁচশোর কাছাকাছি হতে পারে বলেও তিনি স্বীকার করেছেন। বিহার সীমান্ত লাগোয়া এই এলাকায় সংখ্যালঘু মানুষের বসবাস বেশি। অধিকাংশ পরিবারই আর্থিকভাবে অনগ্রসর এবং পুরুষ সদস্যদের বড় অংশ ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। ফলে মেয়েরা নবম শ্রেণিতে উঠলেই অনেক পরিবারে বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়। আর্থিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক চাপ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ-সব মিলিয়ে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রবণতা এখনও রয়ে গেছে। বহু ক্ষেত্রে প্রশাসনের তরফে পরিবারকে দিয়ে মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হলেও বাস্তবে ফাঁকফোকর গলে বাল্যবিবাহ চলছেই। জেলা শিশুসুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক অসিত দাস সমস্যার বিষয়টি আংশিক স্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, নাবালিকাদের বিয়ে রোধ করে স্কুলমুখী করাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। অভিভাবকদের সচেতন করতে নিয়মিত প্রচার চালানো হচ্ছে, স্কুলে কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। তবে বিয়ের পর নাবালিকাদের গর্ভবতী হওয়ার রিপোর্ট দপ্তরের কাছে তেমন নেই বলেও তিনি দাবি করেছেন। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুকান্ত বিশ্বাস জানিয়েছেন, আগের তুলনায় নাবালিকাদের গর্ভধারণের সংখ্যা কমেছে। বিভিন্ন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে বলে তাঁর দাবি। তবে মাটির কাছাকাছি কাজ করা মানুষজন ভিন্ন ছবি দেখছেন। বাহিন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিল্বনাথ পাল জানিয়েছেন, প্রতিবছরই কয়েকজন ছাত্রী বাল্যবিবাহের কারণে স্কুলছুট হয়ে যাচ্ছে। অভিভাবকদের বোঝানো হলেও সম্পূর্ণ সাফল্য মিলছে না। তিনি স্পষ্ট স্বীকার করেছেন, এই প্রবণতা কমাতে না পারা শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজের ব্যর্থতা। তবে কন্যাশ্রী ক্লাবের মেয়েরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সচেতনতার কাজ করছে বলে তিনি জানিয়েছেন। সম্প্রতি বাহিন হাইস্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যারা সিনি'র সহযোগিতায় এলাকায় র‍্যালি করে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তারা বোঝায়, ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণ মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে তারা মায়েদের সঙ্গেও কথা বলে। র‍্যালির দিন দেখা যায়, কোলে সন্তান নিয়ে কয়েকজন নাবালিকা মা সচেতনতা শিবিরে হাজির হয়েছেন। নবম শ্রেণির সুপর্ণা পাল, সঞ্জিনা পারভিন, প্রিয়াংকা পালেরা জানায়, তারা চাইছে গ্রামের প্রতিটি মেয়ে অন্তত উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করুক। রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে আলোচনা করা হবে। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, সরকারি প্রচার ও প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও কেন বাস্তবে এই পরিস্থিতি বদলাচ্ছে না। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এখন একটাই-কীভাবে এই প্রবণতা রোখা যাবে। কারণ পাঁচশো নাবালিকার মাতৃত্বের পরিসংখ্যান শুধু একটি সংখ্যা নয়, এটি একটি প্রজন্মের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। সরকারি প্রচারের আড়ালে যে অন্ধকার এখনও রয়ে গেছে, রায়গঞ্জের এই চিত্র তা স্পষ্ট করে দিল।

দেশীয় বীজ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণে উদ্যোগী হল পূর্ব মেদিনীপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশীয় বীজ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণে উদ্যোগী হল পূর্ব মেদিনীপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। এই কর্মসূচিতে শুধু চাষবাস নয়, উৎপাদিত বীজকে কীভাবে বাজারে বিপণন করা যায়, সেই পাঠও দিলেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। মঙ্গলবার জেলা কৃষি আধিকারিক ও স্থানীয় এফপিসি-র সহযোগিতায় আয়োজিত এই শিবিরে হাতে-কলমে দেশি বীজের রক্ষণাবেক্ষণের পাঠ নিলেন ৪০ জন কৃষক ও উসাহী যুবক-যুবতী। এদিন প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রায় ৭০টি ভিন্ন জাতের দেশীয় ধান, পাহাড়ি ও সমতলের আলু এবং হরেক রকমের মরশুমি সবজি ও ফলের বীজ তুলে ধরা হয়। পূর্ব মেদিনীপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বীজ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ সুদীপ মণ্ডল এই শিবিরের নেতৃত্ব দেন। তিনি জানান, শুধু বীজ বুনেই দায়িত্ব শেষ নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার জেনেটিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখা, সিড ব্যাংক তৈরি এবং মানোন্নয়নের কৌশল জানা অত্যন্ত জরুরি। তিনি জানান,আগামী দিনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাকে দেশীয় বীজ সংরক্ষণের অন্যতম ভাণ্ডার হিসাবে গড়ে তোলা।

আটক ১৬ টি বেআইনি বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ তীব্র শব্দ! কান স্তব্ধ হওয়ার জোগাড়। বিকট শব্দের সাইলেন্সার লাগিয়ে মেদিনীপুর শহরে দাপাদাপিটা যেন সাম্প্রতিক সময়ে বেড়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে জেলা শহর মেদিনীপুরে বড়সড় অভিযান চালানো হলো পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ তথা ট্রাফিক পুলিশের তরফে। এদিন রাতের এই অভিযানে মোট ১৬টি বেআইনি সাইলেন্সার যুক্ত বাইককে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় কোতোয়ালি থানায়। পরে সেইসমস্ত বাইকে কোম্পানির দেওয়া আসল সাইলেন্সার লাগাতে বাধ্য করা হয় মালিকদের। পুলিশের এই অভিযানে এই দাপাদাপি এবার কমবে বলে আশাবাদী মেদিনীপুর শহরের বাসিন্দারা।

শিশু চুরির অভিযোগে গণপিটুনি মহিলাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাগনান, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়া জেলার বাগনান থানার খাদিনান ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় বুধবার দুপুরে শিশু চুরির চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনায় এক মধ্যবয়সি মহিলাকে গণপিটুনির হাত থেকে উদ্ধার করে আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুর প্রায় দু'টো নাগাদ ওই এলাকায় এক নাবালিকাকে লজেন্সের প্রলোভন দেখিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন অভিযুক্ত মহিলা। বিষয়টি টের পেয়ে নাবালিকা চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এরপর ওই মহিলাকে ধরে ফেলে বেঁধে রাখা হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁকে মারধরও করা হয় বলে জানা গেছে।

রমজান উপলক্ষ্যে ভর্তুকিযুক্ত বিশেষ প্যাকেজ, রেশন দোকান থেকে চিনি-ময়দা-ছোলা মিলবে কম দামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারের তরফে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে খাদ্য ও সরবরাহ দফতর অন্ত্যোদয় অন্নযোজনা (এএওয়াই) এবং বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত (এসপিএইচএইচ) পরিবারের জন্য ভর্তুকিযুক্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়ার ঘোষণা করেছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহ থেকে আগামী ১৯ মার্চ পর্যন্ত এই বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপভোক্তারা রেশন দোকান থেকে পরিবারপিছু এক কেজি চিনি ৩২ টাকায়, এক কেজি ময়দা ৩০ টাকায় এবং এক কেজি ছোলা ৬৫ টাকায় সংগ্রহ করতে পারবেন। খাদ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, রমজান মাসে খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলির উপর যাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে, সেই কথা মাথায় রেখেই এই ভর্তুকিযুক্ত প্যাকেজ চালু করা হয়েছে। রাজ্যজুড়ে সংশ্লিষ্ট রেশন ডিলারদের কাছে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে, যাতে নির্ধারিত কার্ডধারীরা নির্বিঘ্নে এই সুবিধা পান এবং কোনওরকম বঞ্চনার অভিযোগ না ওঠে। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট রেশন কার্ডধারীরাই এই পরিষেবার আওতায় আসবেন। উপভোক্তাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজেদের নিকটবর্তী রেশন দোকান থেকে সামগ্রী সংগ্রহ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সরকারের দাবি, সামাজিক সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। ঈদ উৎসব ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত এই পরিষেবা চালু থাকবে বলেও জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে উপকৃত হবেন বহু পরিবার, এমনটাই মনে করছে প্রশাসন।

সবুজ সাথী প্রকল্প-এর দ্বাদশ ফেজে সাইকেল প্রদান জামালপুর ব্লকে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বাদশ ফেজে সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল বিতরণের সূচনা করার পর সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও ব্লকে শুরু হয়েছে সাইকেল প্রদান কর্মসূচি। সেই ধারাবাহিকতায় পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকেও আজ অনুষ্ঠিত হলো সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠান। জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন সাইকেল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জয়েন্ট বিডিও রুদ্রেন্দু নন্দী, জেলা পরিষদের সদস্য কল্পনা সাঁতরা, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী, আইএমডব্লিউ শুভাশীষ ব্যানার্জী, প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈকত বাবু, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

প্রবীর নায়েক, শিক্ষক পীযূষ দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মেহেমুদ খাঁন বলেন, সবুজ সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার বহু ছাত্রছাত্রী উপকৃত হচ্ছে। অনেক পরিবারের পক্ষে সাইকেল কেনা সম্ভব হয় না। এই সাইকেল পাওয়ার ফলে তারা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে আসতে পারবে। সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক বলেন, সবুজ সাথী প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রীর একটি স্বপ্নের প্রকল্প। এই উদ্যোগ ড্রপআউট কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করতে সহায়ক হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের মাধ্যমে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান করা হয়, যাতে দূরবর্তী এলাকা থেকেও তারা সহজে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারে। জামালপুর ব্লকের এই কর্মসূচি ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার করেছে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে পারিবারিক বিবাদের রক্তক্ষয়ঃ বড় দাদার হাতে ভাই খুন, গ্রামে শোক ও আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নানারাহী এলাকার একটি শান্ত গ্রামীণ পরিবেশ কিছু মুহূর্তেই রঙিন হয়ে উঠে রক্তপাতের ঘটনায়। তুচ্ছ পারিবারিক বিবাদের জেরে বড় দাদা হেফজুর রহমানের হাতে তাঁর ছোট ভাই নুরুল ইসলাম (৩৬) খুন হওয়ার অভিযোগে পুরো এলাকা স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। ঘটনাটি মঙ্গলবার রাতে ঘটে এবং তা নিয়ে এখন থানা এলাকায় শোক ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার দিন রাতে নানারাহী গ্রামে ছোট ভাই নুরুলের নিজ বাড়িতেই পারিবারিক কলহ শুরু হয়। অভিযোগ, কাপড় মেলার সময় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলে এক অন্য পরিবারের সদস্যদের স্ত্রী-দুই জা বা জামাই ও ননদের-মধ্যকার বিবাদ অনুভূত হয় এবং তা তীব্র রূপ নেয়। প্রথমে বাক্যালাপের স্তরে থাকা এই বিবাদ দ্রুত উত্তেজনায় পরিণত হয়। দুই ভাই দ্বন্দ্ব বাড়ার পর বড় ভাই হেফজুর রহমান বাঁশ ও লোহার রড হাতে নিয়ে ছোট ভাই নুরুলের উপর আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের ভাষ্যে, দু'জনের মধ্যে বাক্যালাপের উত্তেজনা তীব্র হলে হঠাৎ করে হেফজুর রড নিয়ে নুরুলের মাথায় আঘাত করতে থাকেন। রডের আঘাতে নুরুলের মাথা ফেটে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। এই আকস্মিক ও বর্বরতাময় ঘটনা দেখে এলাকার মানুষরা হতবাক হয়ে যান এবং দ্রুত পুলিশে খবর দেয়। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত হেফজুর রহমান পলাতক রয়েছেন এবং তাঁকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশের তল্লাশি চলছে। গোটা এলাকায় শোক ও আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নানারাহী গ্রামে এমন সহিংস ঘটনা খুব কম ঘটেছে এবং এই রূপ ধরে গেলে সবাই ঐতিহাসিক শান্তির ইমেজে বিস্মিত ও কাঁদছেন। নুরুল ইসলাম ছিলেন গ্রামের পরিচিত মুখ, তিনি নিয়মিত পারিবারিক কাজকর্মে যুক্ত ছিলেন এবং প্রতিবেশীদের মধ্যেও তাঁর উন্নত আচরণের জন্য শ্রদ্ধিতেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু স্থানীয়দের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনার পেছনের মূল কারণ সম্পর্কে পরিবার ও প্রতিবেশীরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলছেন, রক্তক্ষয়ী ঘটনা শুরু হয়েছিল দুই পরিবারের স্ত্রীদের মধ্যে কাপড় মেলা সংক্রান্ত ক্ষুদ্র বিরোধ থেকে। তারপর কলহ দুই ভাইয়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে এবং তা অপ্রতিরোধ্যভাবে রক্তাক্ত সংঘাতে পরিণত হয়। পরিবার সদস্যরা জানিয়েছেন, এ রকম পারিবারিক বিবাদ বড় না করে যাতে দ্রুত সালিশি বা সমাধানমূলক পদ্ধতি নেওয়া হতো, তাহলে এমন মর্মান্তিক পরিণতি এড়িয়ে যাওয়া যেত। ফিল্ডে কর্মরত গ্রামবাসী ও স্থানীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, এই ধরনের ঘটনার পেছনে পারিবারিক মনোমালিন্য ও নীরব সামাজিক চাপ প্রভাবিত করেছে। ঝামেলা কমাতে বছরের পর বছর একটি সুখী সামাজিক পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টায় হলেও সামান্য উত্তেজনাই বড় বিপদের রূপ নেওয়া সম্ভব বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন। পাশাপাশি তোষণে পারিবারিক সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা না থাকায় ঘটনাটি এমন ভয়ানক রূপ নিয়েছে বলে গ্রামে শোরগোল ওঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং লিখিত অভিযোগ দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ইতোমধ্যেই সন্দেহভাজন ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। তদন্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রথম পর্যায়ে পরিবারের সদস্যদের কথ্য বিবৃতি ও প্রাথমিক প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে যাতে সত্যিকারের পরিস্থিতি পরিষ্কার করা যায়। এরপর আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এদিকে নুরুলের মা ও অন্যান্য পরিবারের সদস্যরা শোকাহত ও বিদ্বেষাপন্ন অবস্থায় রয়েছেন।

সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি বিতর্কে কৃষকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সরকার নির্ধারিত সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে গিয়ে বিতর্কের জেরে এক কৃষকের মৃত্যুর ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠল বাঁকুড়ার তালডাংরা এলাকা। অভিযোগ, ধান কেনার সময় অতিরিক্ত ছলতা বাদ দেওয়াকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বচসার মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে মৃত্যু হয় ওই কৃষকের। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তালডাংরা ব্লকে। মৃত কৃষকের নাম লক্ষ্মীন্দ্র ঘোষ। তিনি ভেল্যাড়া গ্রামের বাসিন্দা। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। রাতেই তালডাংরার সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কেন্দ্রে বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দা ও কৃষকেরা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তালডাংরা ব্লকের চকশ্যামপুর গ্রামের সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শিবিরে ধান বিক্রি করতে এসেছিলেন লক্ষ্মীন্দ্র ঘোষ। পরিবারের অভিযোগ, ধান কেনার সময় কৃষকদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো অতিরিক্ত পরিমাণে ছলতা বাদ দেওয়া হচ্ছিল। এতে আপত্তি জানান কৃষকেরা। বিষয়টি নিয়ে শিবিরে উপস্থিত আধিকারিক ও রাইস মিল মালিকদের সঙ্গে লক্ষ্মীন্দ্র ঘোষ-সহ একাধিক কৃষকের বচসা শুরু হয়। পরিবারের দাবি, এই তর্কবিতর্ক চলাকালীন আচমকাই অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন লক্ষ্মীন্দ্র ঘোষ। তাঁকে দ্রুত তালডাংরা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মৃত্যুর জন্য ধান ক্রয় শিবিরের আধিকারিক ও রাইস মিল মালিকদের দায়ী করে কৃষকেরা তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে আসে তালডাংরা থানার পুলিশ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ধান বিক্রির সময় কুইন্ট্যাল পিছু প্রায় ১২ কেজি ধান ছলতা বাবদ বাদ দেওয়া হচ্ছিল। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় লক্ষ্মীন্দ্র ঘোষের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বচসা হয়। মানসিক আঘাত ও উত্তেজনার জেরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের দাবি। এই ঘটনায় বিরোধীদের বক্তব্য, সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে চাষিদের উপর নিয়মিত হয়রানি করা হয়। এই মৃত্যুর জন্য সরকারকেই দায়ী করেছেন বিরোধীরা।

সৌরবিদ্যুৎ চালিত মিডিয়াম ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্প চালু হয়েছে

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কৃষি ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যে প্রথম সৌরবিদ্যুৎ চালিত মিডিয়াম ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্প চালু হয়েছে। রাজ্যের জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকের দেবহোগ এলাকায় পরীক্ষামূলক ভাবে এই প্রকল্প চালু হয়েছে। এই সৌরচালিত প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫০ বিঘা কৃষিজমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে। উপকৃত হবেন মোট ৩৫৮ জন চাষি। ইতিমধ্যেই ১৩০ বিঘা জমিতে সেচ পরিষেবা দেওয়া শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ বিঘায় ধান, ৪০ বিঘায় রজনীগন্ধা এবং ৩০ বিঘায় সবজি চাষ হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প, স্প্রিংকলার ও টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। নদীয়ার খিসমা এলাকায় ৬টি লাইট ডিউটি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। সুন্দরবনের লবণাক্ত এলাকায় সৌরচালিত ড্রিপ সেচ ব্যবস্থাও চালু হয়েছে বলে জলসম্পদ দফতর সূত্রে জানা গেছে। এই ধরনের প্রকল্পে ডিজেল পাম্পের উপর নির্ভরতা কমবে। ফলে চাষের খরচ ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রনে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ২৮৪_২০২৫-২৬ এবং ২৮৫_২০২৫-২৬ তারিখ ২৪.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়া**-র আওতাধীনে ঃ **ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২৮৪_২০২৫- ২৬, কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার আওতাধীনে এনএইচটি এবং আরজেজি ইয়ার্ড, আরপিএইচ ইয়ার্ড, পিকেআর ইয়ার্ড এবং তার চারপাশের কর্দমাক্ত পলি অপসারণ, স্যান্ড হাম্প, পাথ ওয়ে এবং নর্দমার কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭,৬৪,৩৭,০৭৪.১৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫,৩২,২০০ টাকা। **ক্র. নং ২, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২৮৫_২০২৫- ২৬, কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার আওতাধীনে এইএন/আরপিএইচ-এর অধীনে ইয়ার্ড উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে পি. ওয়ে কাজ (এনএইচটি, আরজেজি, পিকেআর এবং আরপিএইচ-এ) যথা সিটিআর(এস) -১২.৮০৭ কিমি, টিবিআর-৫.২৪৬ কিমি, টিটিআর-১৭ সেট, লিফটিং, ডিপ স্ক্রিনিং, টার্ন আউট-এর উন্নয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,২১,৪০,৯৪৩.৫৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,১০,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) প্রদান - ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। দ্রষ্টব্য ঃ আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থ রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রহণ করা হবে না।

HWH-645/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Khandari Gram Panchayet.

Jambedia , Barjora, Bankura

Notice Inviting e-Tender No –03/KGP/15 TH . CFC/ 2025-26.(3 rd . Call) , Date- 23/02/2026.

Pradhan Khandari GP has invited percentage rate e-Tender for total 1 (one) no work. Last date of documents downloads and bid submission is 2 ND . March, 2026 at 18:55 hrs & for. For details, please visit website **https:// wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Khandari Gram Panchayat

E-Tender Notice

Online tender is invited vide this **NIT NO. WB/JAL/SADAR/KGP/ 04/25-26 Dated 24.02.2026 & Memo No-72(8)/ KGP/2026, Dated: 24.02.2026**

Last date & time of Bid Submission- From **25.02.2026 to 09:00 Hrs**. From **05.03.2026 to 15.00 Hrs**. For more details please visit the website **www.wbtenders.gov.in**

Notice is also available in office notice board during office hours.

Sd/-
Prodhan
Kharia Gram Panchayat
Sadar Block, Jalpaiguri

Date Cororigendum

This is inform you that Tender ID 2026_ZPHD_1009852_1 to 6 has been exetended. New Date of Closing **28/02/2026 time 1:00 PM** and Date of Opening **02/03/ 2026, time 1:00 PM.**

Sd/-
Prodhan
Bhawanipur- Bidhichandrapur Gram Panchayat

Date Cororigendum

This is inform you that Tender ID 2026_ZPHD_1008756_1 & 2 has been exetended. New Date of Closing **28/02/2026 time 1:00 PM** and Date of Opening **02/03/2026, time 1:00 PM.**

Sd/-
Prodhan
Bhawanipur- Bidhichandrapur Gram Panchayat

Date Cororigendum

This is inform you that Tender ID 2026_ZPHD_1009981_1 to 4 has been exetended. New Date of Closing **28/02/2026 time 1:00 PM** and Date of Opening **02/03/2026, time 1:00 PM.**

Sd/-
Prodhan
Bhawanipur- Bidhichandrapur Gram Panchayat

Office of the
Purbasthali-I Panchyat Samity

SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1. e-Tender Reference No-P-I/30/730/EO/APAS/2025-26, **Dated-23/02/2026** Tender ID: 2026_ZPHD_5012823_1 to 12 has been floated 12 nos. scheme fund APAS.
2. e-Tender Reference No- P-I/55/741/EO/BEUP, **Dated-25/02/2026** Tender ID: 2026_ZPHD_1014881_1to 3 has been floated 3 nos. scheme fund BEUP 269 AC.

Look for detail you may visit **www.tenders.wb.gov.in** and Block office notice board

S.d/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman.

Corrigendum for Time Extension

Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "Annual maintenance of Electrical Installations, Lifts, Air-Conditioning & Sound system at Bikash Bhavan.----Comprehensive, preventive & corrective maintenance & operation contract of different type AC machines installed at different places at the Bikash Bhawan, Salt Lake, Kolkata-91 for 01 (One) year". Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ- 148/ 2025-26 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_995864_1

Bid submission Closing Date (Online)	25.02.2026 up to 15:00 Hrs	06.03.2026 up to 12:00 Hrs
Technical Did Opening Date	27.02.2026 at 15:05 Hrs.	09.03.2026 at 12:05 Hrs.

Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

SD/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

Corrigendum for Time Extension

Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: " Annual maintenance of entire Electrical Installations (Inside & Outside) and Comprehensive, preventive & corrective maintenance & operation contract of different type AC machines at New administrative Building of Environment Department , Sector-III, Salt lake, Kolkata- 700106------for 01 (One) year." Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-157/2025-26 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_1004384_1

Bid submission Closing Date (Online)	25.02.2026 up to 15:00 Hrs	06.03.2026 up to 12:00 Hrs
Technical Did Opening Date	27.02.2026 at 15:05 Hrs.	09.03.2026 at 12:05 Hrs.

Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

SD/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

Office of the Prodhan
Nahazari Gram Panchayat

Date Extension Corrigendum

NIeT No. NAH/112/2026, Tender ID- 2026_ZPHD_1007889_1, 2026_ZPHD_100800_1, 2026_ZPHD_1008058_1

This is to notify that above mentioned NIeT date has been extended. Bid submission end date **28.02.2026 at 12.00 PM**. Date of Opening of Bid **02.03.2026 at 12.00 PM.**

Sd/- Pradhan
Nahazari Gram Panchayat

Office of the Prodhan
Nahazari Gram Panchayat

NOTICE INVITING E-TENDER No. (1) NAH/128/2026, (2) NAH/129/2026, (3) NAH/130/2026 Date: 23.02.2026

Online/E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for 4(Four) different works. Source of Fund: 15th FC(Tied). Bid submission closing date(online) **07.03.2026 at 12.00 Noon**. Bid Opening Date for Technical Proposal (Online) **09.03.2026 at 12.00 Hrs.** For details please visit website **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Nahazari Gram Panchayat

LODNA GRAM PANCHYET

KAPSIT :: PURBA BURDWAN
(Under Khandaghosh Panchayat Samity)

e-tender are invited by the Prodhan, Lodna GP Panchayat from bonafied and experience contractors for **INSTALLATION OF HIGH MAST LIGHT, Pcca Drain & Reparing MSK, UNDER LODNA GP from OSR Fund 2025-2026**. Vide **NIT Memo No-LGP/OSR/797& LGP/OSR/798 Date-25/02/2026**, For further details please visit **http:/ /wbtendar.gov.in** portal.

Sd/-Prodhan
LODNA Gram Panchayat

নতুন কূটনৈতিক বার্তা নিয়ে ভারত সফরে আসছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্রমবর্ধমান বিশ্ব বাণিজ্য অনিশ্চয়তা এবং ভূরাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটে নতুন কূটনৈতিক বার্তা নিয়ে ভারত সফরে আসছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর দিল্লিতে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। সফরকালে তিনি বৈঠক করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। জানা গিয়েছে, ভারত সফরের পর তিনি অস্ট্রেলিয়া ও জাপানেও যাবেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কানাডার কৌশলগত উপস্থিতি জোরদার করা এবং বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণই এই সফরের মূল লক্ষ্য। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট -এর আরোপিত ‘ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা ও সরবরাহ শৃঙ্খলে বড়সড় প্রভাব ফেলেছিল। তার জের আজও কাটেনি। বিশ্ব অর্থনীতি এখনও বহুমুখী চাপের মুখে-মুদ্রাস্ফীতি, জ্বালানির দামের ওঠানামা, এবং ভূরাজনৈতিক সংঘাতের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশ নিজেদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন অংশীদার খুঁজছে এবং বহুমুখীকরণের পথে হাঁটছে।

এই প্রেক্ষাপটেই কারনির ভারত সফর তাপর্যপূর্ণ। সূত্রের খবর, মোদির সঙ্গে তাঁর বৈঠকে বাণিজ্য, শক্তি, প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সংস্কৃতি এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে। বিশেষত পরিষ্কার জ্বালানি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ, সাপ্লাই চেইন স্থিতিশীলতা এবং ডিজিটাল অর্থনীতি-এই ক্ষেত্রগুলিতে দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে। ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বৃহ অর্থনীতিগুলির একটি, অন্যদিকে কানাডা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে অগ্রগামী। ফলে দুই দেশের স্বার্থের মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কারনি এর আগে চিন সফরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন। ওয়াশিংটনের উপর নির্ভরতা কিছুটা কমিয়ে আনার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তবে শুধু চিনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করেই থেমে থাকতে চান না তিনি। ভারতকে কৌশলগত অংশীদার হিসেবে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে আগ্রহী কানাডা। কারণ ইং দা-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এখন বৈশ্বিক অর্থনীতি ও নিরাপত্তা রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী Justin Trudeau-এর আমলে ভারত-কানাডা সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। বিভিন্ন কূটনৈতিক ইস্যুতে মতপার্থক্য তৈরি হয়, যার ফলে দুই দেশের সম্পর্ক একসময় উত্তেজনাপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছায়। পারস্পরিক অবিশ্বাস ও কঠোর অবস্থানের কারণে বাণিজ্যিক আলোচনা এবং উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক যোগাযোগে ভাটা পড়ে। সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে সম্পর্ককে নতুন করে গড়ে তুলতে চান কারনি। কারনির কূটনৈতিক বার্তা স্পষ্ট-সংঘাত নয়, সহযোগিতা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবর্তিত বাস্তবতায় মধ্যম শক্তিগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো জরুরি বলে তিনি মনে করেন। ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের মতো দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে কানাডা ইন্দো-প্রশান্ত কৌশলকে আরও বাস্তব রূপ দিতে চাইছে। এর মাধ্যমে শুধু বাণিজ্য নয়, প্রযুক্তি স্থানান্তর, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং সাপ্লাই চেইনের বিকল্প পথ তৈরি করার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি সম্ভব। ভারতের জন্যও এই সফর গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে উন্নত প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন শক্তি এবং বিনিযোগের সম্ভাবনা অন্যদিকে কৃষি, শিক্ষা ও দক্ষ মানবসম্পদ বিনিময়ের সুযোগ-সব মিলিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন গতি পেতে পারে। ভারতীয় শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ কানাডায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে, যা দুই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করে। এছাড়া কানাডায় ভারতীয় প্রবাসী সম্প্রদায়ও একটি বড় সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই সফরে বাস্তবসম্মত চুক্তি ও রোডম্যাপ তৈরি হয়, তবে তা দুই দেশের সম্পর্কের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। কেবল কূটনৈতিক সৌজন্য বিনিময় নয়, বরং বাস্তব অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ফলাফলই হবে এই সফরের সাফল্যের প্রকৃত মাপকাঠি। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বহুমুখী অংশীদারিত্বই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার চাবিকাঠি-এই উপলব্ধি থেকেই কারনির এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অস্থিরতার মাঝেই ভারত সফরে এসে কারনি একটি স্পষ্ট বার্তা দিতে চান।

স্কুলে মৃত্যু ঘটলো অস্টম শ্রেণীর এক ছাত্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা,সোনারপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পরীক্ষার সকালেই নিভে গেল এক কিশোর প্রাণ সোনারপুরে। মাত্র ১৪ বছর বয়স। অষ্টম শ্রেণির ছাত্র পৃথ্বিরাজ হালদার। বুধবার সকালটা ছিল তার পরীক্ষার দিন। প্রতিদিনের মতোই সকাল ৮টায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা, যা স্তব্ধ করে দিয়েছে পরিবার ও পুরো এলাকাবাসীকে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোনারপুর থানার সুভাষগ্রাম এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন সকাল ৮টা ৪৮ মিনিট নাগাদ একটি ফোন আসে বাড়িতে। হঠাৎ খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ছুটে যান। তড়িঘড়ি করে পৃথ্বিরাজকে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঠিক কীভাবে তার শারীরিক অবনতি হল,তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্বাভাবিক অসুস্থতা নাকি অন্য কোনও কারণ-তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।পৃথ্বিরাজ ছোটবেলা থেকেই একই স্কুলে পড়াশোনা করতো। নার্সারি থেকে শুরু করে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সে ছিল বেসরকারি দি সামমিট স্কুলের ছাত্র। স্কুলে সে শান্ত স্বভাবের ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিল বলে জানা গিয়েছে।মৃত ছাত্রের বাবা রাজকুমার হালদার পেশায় ব্যবসায়ী। তিন ছেলের মধ্যে পৃথ্বিরাজই ছিল সবচেয়ে ছোট। হঠাৎ করে ছোট ছেলেকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। তাঁর অভিযোগ, ঘটনার পর স্কুলের পক্ষ থেকে কোনও রকম সহযোগিতা করা হয়নি।

NAME CHANGE

I, Karim Sk (Old Name) S/O–Abdur Rakib Sekh residing at Vill-Charaktala , PO-Sundipur , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Karim Sk to Abdul Karim Sekh and henceforth I shall be known as Abdul Karim Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/02/2026. My name Abdul Karim Sekh & Karim Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anowara (Old Name) W/O–Faijuddin Sk residing at Vill-Haripur , PO-Rajarampur , PS-Lalgola , Murshidabad, West Bengal 742151 do hereby declared that I have changed my name from Anowara to Anuwari Bewa and henceforth I shall be known as Anuwari Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 23/02/2026. My name Anuwari Bewa & Anowara both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Abdul Khabir (Old Name) S/O–Abdur Rahim residing at Vill-Haripur , PO-Rajarampur , PS-Lalgola , Murshidabad, West Bengal 742151 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Abdul Khabir to Md Abdul Khabir and henceforth I shall be known as Md Abdul Khabir (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 23/02/2026. My name Md Abdul Khabir & Mohammad Abdul Khabir both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sabir Ali (Old Name) S/O–Ah Mannan Sekh resident of Vill-Mathpara , Po-Abadanga , Ps-Labpur , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731303 do hereby declared that I have changed my name from Sabir Ali to Sabir Sekh and henceforth I shall be known as Sabir Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 25/02/2026. My name Sabir Sekh & Sabir Ali both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Imdadullah Mohammed (Old Name) S/O–Md Bahastullah residing at Natun Hospital Road , Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742133 do hereby declared that I have changed my name from Imdadullah Mohammed to Md Imadadullah and henceforth I shall be known as (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/02/2026. My name Md Imadadullah & Imdadullah Mohammed both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Amirta Majhi (Old Name) S/O–Sanjay Majhi residing at Vill-Moktarpur , PO-Bhalanagar , PS-Nowda , Murshidabad, West Bengal 742121 do hereby declared that I have changed my name from Amirta Majhi to Amrita Majhi and henceforth I shall be known as Amrita Majhi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 25/02/2026. My name Amrita Majhi & Amirta Majhi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Durjodhan Biswas (Old Name) S/O–Kalipada Biswas residing at Vill- Sanyasidanga Gokulnagar , PO-Talgachi , PS-Murshidabad , Murshidabad, West Bengal 742149 do hereby declared that I have changed my name from Durjodhan Biswas to Duryadhan Biswas and henceforth I shall be known as Duryadhan Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/02/2026. My name Duryadhan Biswas & Durjodhan Biswas both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Lakshman Mandal (Old Name) S/O–Sonaram Mondal residing at Vill-Balutungi Chainpara , PO-Bajupur Madhupur , PS-Lalgola , Murshidabad, West Bengal 742148 do hereby declared that I have changed my name from Lakshman Mandal to Laxman Mondal and henceforth I shall be known as Laxman Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/02/2026. My name Laxman Mondal & Lakshman Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rajesh Mandal (Old Name) S/O–Laxman Mondal residing at Vill-Balutungi Chainpara , PO-Bajupur Madhupur , PS-Lalgola , Murshidabad, West Bengal 742148 do hereby declared that I have changed my name from Rajesh Mandal to Rajesh Mondal and henceforth I shall be known as Rajesh Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/02/2026. My name Rajesh Mondal & Rajesh Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nisha Banik (old name) wife of Nikhil Banik, residing at Lalpur Purbapara, P.O. & P.S. – Chakdaha, Dist: Nadia, Pin: 741222, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Nisharani Banik (new name) as declared before the Ld. 1st Class A.C.J.M-II, at Kalyani, Nadia, vide affidavit no. 18, dated 30.06.2025. Nisha Banik (old name) and Nisharani Banik (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Khurshida Khatun (Old Name) W/o Nasiruddin Mallick Residing at Naskarpur, Sonaria Neiya, District - South 24 Parganas, Pin - 743377, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Khurshida Mallick (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-02-2026. Khurshida Khatun (Old Name) and Khurshida Mallick (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sanjay Koradia, Sanjay Kumar Koradia (Old Name) S/o Dhirajlal Koradia Residing at 74/5, Chakraberia Road (North), P.s - Ballygunge, District - Kolkata, Pin - 700020 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Kumar Dhirajlal Koradia (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-02-2026. Sanjay Koradia, Sanjay Kumar Koradia (Old Name) and Sanjay Kumar Dhirajlal Koradia (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pasupati Maity (Old Name) S/o Late Nitya Gopal Maiti Residing at Vill - Kurlbar, P.o+P.s - Bhagwanpur, District - East Medinipur, Pin - 721601, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Pasupati Maiti (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 25-02-2026. Pasupati Maity (Old Name) and Pasupati Maiti (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Urmila Maity (Old Name) W/o Pasupati Maiti Residing at Vill - Kurlbar, P.o+P.s - Bhagwanpur, District - East Medinipur, Pin - 721601, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Urmila Maiti (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 25-02-2026. Urmila Maity (Old Name) and Urmila Maiti (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Dilip Kumar Gupta (Old Name) S/o Mon Mohan Gupta Residing at 8 No, Hazi Zakaria Lane, Beadon Street, District - Kolkata, Pin - 700006, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Dilip Gupta (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 25-02-2026. Dilip Kumar Gupta (Old Name) and Dilip Gupta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, KAMALUDDIN ANSARI (old name) S/O MD AMIRUL HAQUE , residing at 30/1 Tollygunge circular Road, Po - New Alipore Kol-700053 ,W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as MD KAMALUDDIN ANSARI (new name), as declared before the 1St Class Judicial Magistrate Alipore Dated 23/02/2026 (SL. NO. - 24698) MD KAMALUDDIN ANSARI (new name) and KAMALUDDIN ANSARI (old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AKHTARUN KHATOON (old name) W/O MD KAMALUDDIN ANSARI , residing at 30/1 Tollygunge circular Road, Po - New Alipore Kol-700053 ,W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as AKHTARUN NESHA (new name), as declared before the 1St Class Judicial Magistrate Alipore Dated 23/02/2026 (SL. NO. - 24698) AKHTARUN NESHA (new name) and AKHTARUN KHATOON (old Name) both are same and one identical person.

রমজানে আফগান মসজিদে বোমাবর্ষণ! পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তোপ দাগল ভারত, কাবুলে উত্তেজনা চরমে

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ইসলামের রক্ষাকর্তা হিসেবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের তুলে ধরতে বহুবার উদ্যোগী হয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু পবিত্র রমজান মাসেই প্রতিবেশী আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে বিমান হামলার অভিযোগ ঘিরে ইসলামাবাদকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। আফগানিস্তানের নাঙ্গারহার ও পাকটিকা প্রদেশে গভীর রাতে চালানো অভিযানে অন্তত ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে অনেকে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। পাকিস্তানের তরফে জানানো হয়েছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় সক্রিয় জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করতেই এই হামলা চালানো হয়েছে। ইসলামাবাদের দাবি, ওই অঞ্চলে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এবং ইসলামিক স্টেট-সমর্থিত জঙ্গি সংগঠনগুলি ঘাঁটি গেড়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নাশকতার ছক কষছিল। সেই কারণেই প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে বিমান হামলা চালানো হয়েছে।তবে আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরছেন। তাঁদের অভিযোগ, জঙ্গিঘাঁটির নামে আসলে মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলিকেই লক্ষ্য করে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল্লা জান, নাসিম গুল ও মহম্মদ জুবেরদের কথায়, এখানে কোনও সশস্ত্র বাহিনীর ঘাঁটি নেই। কোনও সামরিক কার্যকলাপও হয় না। তবুও পাকিস্তান আমাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে হামলা চালিয়েছে। আমাদের বাড়ি, মসজিদ ও মাদ্রাসা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অন্তত ১০ লক্ষ আফগানির ক্ষতি হয়েছে। গোটা এলাকা আতঙ্কে কাঁপছে। তাঁদের দাবি, নিরীহ নারী ও শিশুদের মৃত্যু হয়েছে এই অভিযানে। পাক হামলার উপযুক্ত জবাব দিক আফগানিস্তান-এই দাবিও তুলেছেন অনেকে। এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়েছে। ভারত স্পষ্ট ভাষায় পাকিস্তানের এই পদক্ষেপের নিন্দা করেছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, রমজান মাসে আফগানিস্তানের আকাশসীমায় ঢুকে হামলা চালানো অত্যন্ত নিন্দনীয়। মহিলা ও শিশুদের মৃত্যু হয়েছে-এটি মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। তিনি আরও জানান, আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে ভারত সবসময় সমর্থন করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। এই আবহে তালিবান সরকারের তরফেও কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। তালিবান প্রশাসনের মুখপাত্র বলেছেন, ইসলামাবাদ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। এর জবাব দেওয়া হবে। সময়মতো প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, কাবুল এই হামলাকে সরাসরি আগ্রাসন হিসেবে দেখছে। ফলে সীমান্ত পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা বাড়ছে। বিশ্লেষকদের মতে, আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্ত বহুদিন ধরেই অস্থির। ডুরান্ড লাইন নিয়ে ঐতিহাসিক বিরোধ, সীমান্ত পেরিয়ে জঙ্গি অনুপ্রবেশ এবং টিটিপি-র কার্যকলাপ-সব মিলিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়েনের। পাকিস্তান বারবার অভিযোগ করেছে, আফগান ভূখণ্ড ব্যবহার করে জঙ্গিরা পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। অন্যদিকে কাবুলের দাবি, পাকিস্তান নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যর্থতার দায় আফগানিস্তানের উপর চাপাতে চাইছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের অবস্থানও তাৎপর্যপূর্ণ। ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পর থেকে নয়াদিল্লি ও কাবুলের সম্পর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা। কঠিন সময়ে আফগানিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক সহায়তা, খাদ্য ও ওষুধ পাঠিয়েছে ভারত। ফলে কাবুলের সঙ্গে নয়াদিল্লির কৌশলগত যোগাযোগও বেড়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের স্পষ্ট সমর্থন আফগানিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে।

উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়েতে হোলি স্পেশাল ট্রেনের ১০০টিরও অধিক ট্রিপ

মালিগাঁও, ২৫ফেব্রুয়ারিঃ ভারতীয় রেলওয়ে আসন্ন হোলি উৎসবের সময় সুগম ও আরামদায়ক ভ্রমণের সুবিধার্থে এবং প্রত্যাশিত বর্ধিত যাত্রীদের ভিড়সুচারু রূপে পরিচালনা করার জন্য, উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়েতে ১৪ জোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেন১২৮টি ট্রিপের জন্য চালাবে। এই স্পেশাল পরিষেবা গুলি বিদ্যমান নিয়মিত ট্রেন চলাচলকে আরও বাড়িয়ে তুলবে এবং উৎসবের সময় অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করবে। ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে হোলি স্পেশাল ট্রেন হিসেবে এগারোজোড়া ট্রেন ইতিমধ্যেই চলছে। এছাড়াও টাটানগর-কাটিহার-টাটানগর, আগরতলা-গুয়াহাটি-আগরতলা এবং কিষাণগঞ্জ-লালকুয়ান-কিষাণগঞ্জের মধ্যে আরও তিনটি স্পেশাল ট্রেন চলবে। এই ট্রেনগুলির বিবরণ নিম্নরূপ- স্পেশাল ট্রেন নং.০৮১৮১ (টাটানগর-কাটিহার) ২মার্চ থেকে ৩০মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি সোমবার টাটানগর থেকে ১৩.৩০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৭.৩০ ঘন্টায় কাটিহার পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, স্পেশাল ট্রেন নং.০৮১৮২ (কাটিহার-টাটানগর) ৩ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার কাটিহার থেকে ১০.৩০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৪.৩০ ঘন্টায় টাটানগর পৌঁছাবে। দুটি ট্রেনই ৫টি ট্রিপ করে চলবে। একইভাবে, স্পেশাল ট্রেন

নং.০৫৬২৮ (আগরতলা-গুয়াহাটি) ৫ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার আগরতলা থেকে ১৯০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন সকাল ০৯.০০ ঘন্টায় গুয়াহাটি পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, স্পেশাল ট্রেন নং.০৫৬২৭ (গুয়াহাটি-আগরতলা) ৬ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার গুয়াহাটি থেকে ১৩.৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৪.২৫ ঘন্টায় আগরতলা পৌঁছাবে। দুটি ট্রেনই ৪টি ট্রিপ করে চলবে। এছাড়াও, ট্রেননং. ০৫৭৪১ (কিষাণগঞ্জ-লালকুয়ান) ৫ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার কিষাণগঞ্জ থেকে ০৮.৩০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৫.৪০ঘন্টায় লালকুয়ান পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, স্পেশাল ট্রেন নং.০৫৭৪২ (লালকুয়ান-কিষানগঞ্জ) ৬ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার লালকুয়ান থেকে ২০.৪০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে রবিবার ০২.০০ ঘন্টায় কিষানগঞ্জ পৌঁছাবে। দুটি ট্রেনই ৪টি ট্রিপ করে চলবে। স্পেশাল ট্রেন চালানোর পাশাপাশি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উসবের মরশুমে যাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি নিযন্ত্রণের জন্য জোনের প্রধান স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পরিস্কার পানীয় জলের উপলব্ধতা, সুরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত, প্ল্যাটফর্ম এবং সার্কুলেটিং এরিয়ায় সুশৃঙ্খল ভিড় ব্যবস্থাপনা ও হেল্পডেস্ক এবং অতিরিক্ত অন-গ্রাউন্ড কর্মীদের মাধ্যমে যাত্রী সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উৎসবের সময় যাত্রীদের সুরক্ষিত, সুশৃঙ্খল এবং আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলির বিস্তারিত সময়সূচী, স্টপেজ এবং সময় আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং রেলওয়ে অনুসন্ধান কাউন্টারে পাওয়া যাবে। যাত্রীদের যাত্রা শুরুর আগে ট্রেনের বিবরণ যাচাই করার এবং শুধুমাত্র অনুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে টিকিট বুক করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার নেটওয়ার্কে দক্ষ, নির্ভরযোগ্য এবং যাত্রী-বান্ধব পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

টনকপুর-দৌরাই এক্সপ্রেসকে পরীক্ষামূলক বিরতি প্রদান

গোরখপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারীঃ ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে, রেল প্রশাসন উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের জয়পুর ডিভিশনের ডাবলা স্টেশনে ১৫০৯২ / ১৫০৯১ টনকপুর-দৌরাই-টনকপুর এক্সপ্রেসকে পরীক্ষামূলকভাবে দুই মিনিটের বিরতি প্রদান করবে। ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে দৌরাই থেকে চলাচলকারী ১৫০৯১ দৌরাই-টনকপুর এক্সপ্রেস, ডাবলা স্টেশনে বিকাল ৫.৫৩ মিনিটে পৌঁছাবে এবং বিকাল ৫.৫৫ মিনিটে ছাড়বে। একইভাবে, ফিরতি যাত্রায়, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে তৌরিকপুর থেকে চলাচলকারী ১৫০৯২ তৌরিকপুর-দৌরাই এক্সপ্রেস, ডাবলা স্টেশনে সকাল ৮.০৭ মিনিটে পৌঁছাবে.

প্রাক্তন সেনা জওয়ান সহ গ্রেফতার দুই

শিবসাগর (অসম), ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)ঃ উজান অসমের শিবসাগরে অভিযান চালিয়ে পুলিশ হাতে তৈরি দেশীয় ৯ এমএম পিস্তল উদ্ধার করেছে। অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে এক প্রাক্তন সেনা জওয়ান সহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শিবসাগর সদর থানা সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আজ সোমবার শহরের অসম রাজ্যিক পরিবহণ নিগম (এএসটিসি) তেমাথা এলাকায় পরিচালিত অভিযানে ডিএল ৩ সিবিডি ৭২০৮ নম্বরের একটি টয়োটা ফর্চুনার গাড়ির গতিরোধ করে পুলিশ। গাড়িটি আমগুড়ি থেকে শিবসাগরের দিকে আসছিল। গাড়িতে তালাশি চালিয়ে হাতে তৈরি একটি ৯ এমএম পিস্তল এবং একটি খালি ম্যাগাজিন উদ্ধার করেছেন পুলিশের অভিযানকারীরা। পিস্তলটির কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে পুলিশ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতদের একজন যোরহাট জেলার সেলেঙহাট থানাধীন পদুমণি জাপিসাজিয়া এলাকার বাসিন্দা প্রাক্তন সেনা জওয়ান পল্লব শইকিয়া ওরফে মুন।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, SUSMITA DAS (old name) W/O - ABHIK DAS residing at THAKUR DAS BABU LANE PO - MOKDUMPUR PS - ENGLISHBAZAR DIST - MALDA PIN -732103. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SUSMITA DAS (old name) to SUSMITA RISHI (new name) and henceforth, I shall be Known as SUSMITA RISHI(new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 25/02/2026. SUSMITA RISHI (new name) & SUSMITA DAS (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, NURZAMAL SEIKH (old name) S/O - MD NURU SEIKH residing at MURCHA PO - SAHI SHERPUR PS - KHARGRAM DIST - MURSHIDABAD PIN -742159. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from NURZAMAL SEIKH (old name) to NURIAMAL SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as NURJAMAL SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 25/02/2026. NURJAMAL SEKH (new name) & NURZAMAL SEIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MD NURU SEIKH (old name) S/O - JILLAR RAHAMAN residing at MURCHA PO - SAHI SHERPUR PS - KHARGRAM DIST - MURSHIDABAD PIN - 742159. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD NURU SEIKH (old name) to NURE ALAM SEIKH (new name) and henceforth, I shall be Known as NURE ALAM SEIKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 25/02/2026. NURE ALAM SEIKH (new name) & MD NURE SEIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SALAT MOLLAH (old name) S/O - HAMDEL MOLLA residing at PADMAMALA PO - PADMA MALA PS - CHAPRA DIST - NADIA PIN - 741123. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SALAT MOLLAH (old name) to CHHALAT MOLLA (new name) and henceforth, I shall be Known as CHHALAT MOLLA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 25/02/2026. CHHALAT MOLLA (new name) & SALAT MOLLAH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MOHD ABDURRAHAMAN SARKAR (Old Name) S/O Lt. MOHAMMAD NASIRUDDIN SARKAR Residing at MACHHUA KANDAR P.o- JAGDALA PS - BAMONGELA DIST - MALDA (W.B) 732138, DO HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM MOHD ABDURRAHAMAN SARKAR (Old Name) MD ABDURRAHAMAN SARKARNew Name) AND HENCEFORTH, I SHALL BE KNOWN AS MD ABDUR RAHAMAN SARKAR (New nawe), IN ALL PURPOSE, VIDE AN AFFIDAVIT BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BERHAMPIRE COURT on 26/02/26. MD ABDUR RAHAMAN SARKAR (new name) & MOHD ABDUR RAHAMAN SARKAR (Gid Nowe) both name are same and one Identical Person.

NAME CHANGE

I, Mahitosh Mundari (old name) Son of Sakhi Charan Mundari, residing at Chowgachha, Chakdaha, Nadia Pin-741222, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mohitosh Mundari (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 25/02/2026. Mahitosh Mundari (old name) and Mohitosh Mundari (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AKHTRUN NESSA (old name) W/O MD KAMALUDDIN ANSARI residing at 30/1 Tollygunge circular Road, Po - New Alipore Kol-700053 ,W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as AKHTARUN NESHA (new name), as declared before the 1St Class Judicial Magistrate Alipore Dated 23/02/2026 (SL. NO. - 24699) AKHTARUN NESHA (new name) and AKHTRUN NESSA (old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MOHAMMED KAMALUDDIN ANSARI (old name) S/O MD AMIRUL HAQUE residing at 30/1 Tollygunge circular Road, Po - New Alipore Kol-700053 ,W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as MD KAMALUDDIN ANSARI (new name), as declared before the 1St Class Judicial Magistrate Alipore Dated 23/02/2026 (SL. NO. - 24699) MD KAMALUDDIN ANSARI (new name) and MOHAMMED KAMALUDDIN ANSARI (old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SURAJ CHAUHAN (old name) S/O Late JAGDISH BARI residing at 31D , Dr.G.S Bose Road,Tiljala,Kolkata-700039 ,W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as SURAJ PRASAD BARI (new name), as declared before the Notary Public at Calcutta(Bankshall Court) Dated 13/02/2026 SURAJ PRASAD BARI (new name) and SURAJ CHAUHAN (old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I SK SHAFIA PERVEEN,D/O- SK ABDUL JABBER, Residing at Vill- Kamalpur,P.O-Khamargachi,P.S-Balagarh, Dist-Hooghly, Pin-712515, W.B,do hereby Solemnly affirm and declare as follows - That my correct and actual name and surname is SK SHAFIA PERVEEN ,That due to Inadvertence in my Birth certificate (D.O.B 27/12/2007) being Reg.No.17 dated 16/01/2008 where my name and surname has been recorded as SHAFIA PERWEEN instead of my original name and surname SK SHAFIA PERVEEN, That I SK SHAFIA PERVEEN and SHAFIA PERWEEN is the same and one identical person.Vide Affidavit (No-79) In the court of Ld. Executive Magistrate Hooghly at Chinsurah,Date-12/02/26

NAME CHANGE

I, Mousumi Dasgupta (old name) Daughter of Jiban Chandra Nath, residing at Surya Sen Block, Po-Chowhati, Rajpur Sonarpur (M), Ps-Sonarpur, South 24 Parganas Pin-700149, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mousumi Nath (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 25/02/2026. Mousumi Dasgupta (old name) and Mousumi Nath (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I AJOY GIRI S/O PURNACHANDRA GIRI residing at Vill-Sarkisamath, P.O.-Sarkisamath, P.S.-Mohanpur, Paschim Medinipur-721457, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AJAY GIRI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 18, Dated 25/02/2026. AJOY GIRI and AJAY GIRI both are same and identical person.

NOTICE
MARRIAGE DECLARATION

Name-SAMARESH MONDALFather name-ARUN MONDALResident of Vill- Bhabanipur, PO-Dhatrigram, PS-Kalna, Dist- Purba Bardhaman Pin-713405, W.B., Passport No- AD463443, Aadhaar No-520560356972.That on 08/08/2025, my marriage has been Solemnized with PUJA MONDAL, D/O SUKCHAND MONDAL passport no.-A16276403, NID-60222 95577 at Rajbari, Bangladesh. having Marriage Since then we have been husband and wife.Father Contact No-No+8801870987446.

NAME CHANGE

I SWAMI BHAKTI AMAL PARAMHANSA MAHARAJ,son of Gurupita Gobindadev Goswami Maharaj,by faith Hindu(Vaishnaba) by occupation Monk of Chaitanya Saraswat Math,Kolerdanga Road North,Ward No.19 of Nabadwip Municipality,P.O & P.S- Nabadwip, Dist-Nadia,W. B,Pin-741302,That SWAMI BHAKTI AMAL PARAMHANSA MAHARAJ and RASABDHI BRAHMACHARI and RABINDRANATH BISWAS and SWAMI SRIBHAKTI AMAL PARAMHANSA DEVGOSWAMI MAHARAJ are the same and one identical person.Vide affidavit No.1415, In the court of the judicial Magistrate (1st Class) at Nabadwip, Nadia, Date-25/02/26

MARRIAGE NOTICE

This is to certify and declare that Mr. MD MOJAFFAR (Indian Citizen, Passport No. C8799306, Mobile: +91 90077 28218), son of MD Murtaja and Bibi Anjuman, was legally married to Ms. MST FARJANA AKTER (Bangladeshi Citizen, Passport No. A13022106), daughter of MD Munzul Akndo and Mst Manara Begum.The marriage was solemnized on 15 December 2025 at the Office of the Muslim Marriage Registrar & Kazi, Wari, Dhaka-1100, Bangladesh, and has been duly registered in Dhaka, Bangladesh (Volume No. 17, Page No. 88, Serial No. 88).This declaration is issued from the Indian side for submission to the Indian High Commission / concerned authority.

NAME CHANGE

I, Abdul Ali Mondal (old name) S/o Late Madar Box Mandal residing at Vill-Kundipur, Po-Ganrapota, PS-Bongaon, Dist-North 24 Parganas, Pin-743251, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Mandal (New Name) as declared before the Notary Public at Bongaon, North 24 Parganas dated 24/02/26. Abdul Mandal (New Name) and Abdul Ali Mondal(Old name) all are same and identical person.

NAME CHANGE

I, PRAGYA GUPTA (old name) D/o Vinod Kumar Gupta W/o Samiran Barai residing at RF-5/6, Raghunathpur, Rajarhat Gopalpur(m), P.O. Desh Bandhu Nagar, North 24 Parganas, Pin-700059 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PRAGGYA GUPTA (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata dated 25/02/26. PRAGGYA GUPTA(New Name) and PRAGYA GUPTA(Old name) all are same and identical person.

NAME CHANGE

I, VINAY RANJAN (old name) S/o Lakhan Lal residing at Shivam Apartment, Flat No. 6C, 6th Floor, 11, M.C. Garden Road, Tarun Sangha Club, Dumdum(m), North 24 Parganas, Kolkata-700030 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as VINAY SSHAW (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated 25/02/26. VINAY SSHAW(New Name) and VINAY RANJAN(Old name) all are same and identical person.

NAME CHANGE

I, VINAY SSHAW S/o Lakhan Lal residing at Shivam Apartment, Flat No. 6C, 6th Floor, 11, M.C. Garden Road, Tarun Sangha Club, Dumdum(m), North 24 Parganas, Kolkata-700030 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my son's actual name VITAN SHAW instead of MITAN SSHAW, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated on 25/02/2026. MITAN SSHAW and VITAN SHAW both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kaira Mahanta, aged about 35 years, D/O- Tarapada Mahanta, residing at Vill-Power House Para, P.O- Beltalapark, P.S- Balurghat, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin-733103, by Religion-Hindu, by Nationality-Indian, do hereby solemnly affirm and declare That in order to affirm my gender identity, I have undergone Gender Reassignment Surgery on 27/06/2025 at Home Olmec Health Care, Plastic Surgery Cosmetic Surgery Hair Transplant Lasers, IBMS, USA Certified Centre, under the treatment of Dr. Narendra Kaushik, Head of Department (HOD), Plastic Surgeon, MBBS, MS, MCH, DNB, MNAMS, DMC Registration No. 24700, Olmec Healthcare LLP. That after undergoing the aforesaid surgery, I now identify as a female. That consequent to the said surgery and gender affirmation, I have voluntarily changed my name from Krishnendu Sekhar Mahanta to Kaira Mahanta, and I am now known as Kaira Mahanta in my personal, social, and public life as declared on affidavit shown before the Ld. Judicial Magistrate, Balurghat, D/Dinajpur on 24/02/2026. Krishnendu Sekhar Mahanta and Kaira Mahanta both are same person.

NAME CHANGE

I, SABINA YEASMIN (old name) W/o Fazlur Rahaman Sardar residing at Munshidanga, P.S. Domjur, Dist.-Howrah-711403 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SABINA YEASMIN BEGUM(New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated 12/02/26. SABINA YEASMIN BEGUM(New Name) and SABINA YEASMIN(Old name) both are same and identical person.

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে প্রথম দোল উৎসবের প্রস্তুতি, ব্যাপক উন্মাদনা পর্যটক এবং ভক্তদের মধ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দিরে এই বছর প্রথমবারের মতো দোল উৎসব পালিত হতে চলেছে। মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর এটিই প্রথম দোল পূর্ণিমা, তাই এই উৎসবকে ঘিরে

পর্যটক এবং ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। দোল উপলক্ষ্যে ভগবান জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে নতুন বস্ত্র ও সুগন্ধি পুষ্পে সুসজ্জিত করা হবে। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মূর্তিকে আবির দিয়ে সাজানোর পাশাপাশি দুপুরে বিশেষ অভিষেক এবং সন্ধ্যায় আড়ম্বরপূর্ণ পুজোর পর ভোগ নিবেদন করা হবে। এই বিশেষক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখতে মন্দির প্রশাসনের পাশাপাশি দিঘার হোটেল ব্যবসায়ীরাও বাড়তি প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মন্দির ট্রাস্ট কমিটির সদস্য তথা ইসকন কলকাতার সহ-সভাপতি রাধারমণ দাস জানিয়েছেন যে, দোলের জন্য বিশেষ পুজো ও প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি বছর দেশ-বিদেশের বহু ভক্ত মায়াপুরে দোলে সমবেত হন, তবে এবার দিঘার জগন্নাথ মন্দিরকে ঘিরে বিদেশি ভক্তদের মধ্যেও বাড়তি উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজারেরও বেশি পর্যটক মন্দিরটি দর্শন করেছেন। মায়াপুর থেকে দিঘার মধ্যে নতুন বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় যাতায়াত অনেক সহজ হয়েছে, যার ফলে মায়াপুরে আসা বিদেশি পর্যটকদের দিঘায় আসার সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দিঘা- শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বুধবার জানিয়েছেন যে, দোলের ছুটি উপলক্ষ্যে অগ্রিম বুকিংয়ে ব্যাপক গতি এসেছে। ওল্ড দিঘার অধিকাংশ হোটেলের প্রায় ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ ঘর ইতিমধ্যেই বুক হয়েছে। অন্যদিকে, নিউ দিঘা হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতে, সেখানেও প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ অগ্রিম বুকিং নথিভুক্ত হয়েছে এবং স্পট বুকিং আরও ভালো হওয়ার আশা করা হচ্ছে। দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের প্রশাসক সুরজিত পণ্ডিত জানিয়েছেন, উৎসবের দিনগুলিতে ভিড় সামাল দিতে এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে প্রশাসন সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যে অমলিন খড়্গপুর রেল স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ শুধু একটি শহরের নাম নয়, এটি ভারতীয় রেল ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিচিতি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এই ছোট্ট শহরটি গোটা দেশ জুড়ে পরিচিত মূলত তার ঐতিহাসিক রেল জংশন এবং দীর্ঘ প্ল্যাটফর্মের জন্য। একসময় খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশন দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত ছিল। বর্তমানে উত্তর প্রদেশের গোরখপুর ও কর্ণাটকের হুববলি স্টেশন প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যে এগিয়ে থাকলেও, খড়গপুরের ঐতিহ্য আজও অমলিন। খড়গপুর রেল স্টেশন স্থাপিত হয় ব্রিটিশ আমলে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে (BNR) সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে। ব্রিটিশরা পূর্ব ভারতকে মধ্য ও পশ্চিম ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে বেঙ্গল থেকে নাগপুর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ শুরু করে। সেই পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে খড়গপুর। ধীরে ধীরে এটি আদ্রা, টাটানগর, মুম্বই ও চেন্নাইমুখী দূরপাল্লার ট্রেন চলাচলের অন্যতম জংশনে পরিণত হয়। খড়গপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১-এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১,০৭২ মিটার (প্রায় ৩,৫১৭

ফুট), যা দীর্ঘদিন ধরে দেশের দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত ছিল। এই বিশাল প্ল্যাটফর্ম একাধিক দীর্ঘ দূরপাল্লার ট্রেন একসঙ্গে সামাল দেওয়ার সক্ষমতা রাখে। রেল যোগাযোগের দিক থেকে খড়গপুর দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একটি প্রধান বিভাগীয় সদর দফতর হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রেলপথকে কেন্দ্র করে খড়গপুর শহরের বিকাশ ঘটে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, গড়ে ওঠে রেল কলোনি, কর্মশালা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীকালে ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান (আইআইটি) খড়গপুর, যা শহরের পরিচিতিকে আরও বিস্তৃত করে। বর্তমানে অন্যান্য স্টেশন প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যে খড়গপুরকে ছাড়িয়ে গেলেও, ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও রেল সংযোগের কেন্দ্র হিসেবে এর মর্যাদা অটুট। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত খড়গপুর ভারতীয় রেলের মানচিত্রে এক গর্বের নাম হয়ে রয়েছে।

বোমা হুমকির জটিল ধাঁধাঃ সিউড়ি ও আসানসোল সহ রাজ্যের বহু আদালতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি ও আসানসোল, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা আদালতে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি দিয়ে ভুয়ো ই-মেল পাঠানো হওয়ার ঘটনা সংগঠিত হয়ে বিচারিক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এই হুমকি বার্তাগুলি প্রথমে সিউড়ি জেলা আদালতের জজের কাছে ই-মেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়। তাতেই আদালত চত্বরে বোমা রাখা আছে এবং দুপুর ১২টার মধ্যে কোর্ট ছাড়া না হলে যেকোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটবে-এ ধরনের ভয়াবহ বার্তা উল্লেখ ছিল। হুমকি প্রকাশ পেতেই স্থানীয় মানুষ ও আইনজীবীরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থলে দ্রুত আসে। পুলিশি আধিকারিক এবং বোমা নিষ্কাশনকারী স্কোয়াড সদস্যরা ওই আদালত চত্বরে এসে স্নিফার কুকুর ও বোম স্কোয়াড নিয়ে তল্লাশি শুরু করে। আদালতের প্রতিটি ঘর এবং ওয়ার্ক স্পেসে খুঁজে দেখা হয়, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সন্দেহজনক বস্তুর সন্ধান মেলেনি। যদিও ই-মেলে যে বোমা রয়েছে-এটি একেবারেই সন্দেহজনক ও ভুয়ো বলে মনে করা হচ্ছে, তবুও পুলিশ বিস্তৃত স্তরে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। একই সময়ে আসানসোল জেলা আদালতের কাছে পাঠানো একটি আলাদা হুমকি ই-মেলও পাওয়া যায়। সেই মেলে বলা হয়, আদালতকে বোমা মারার মাধ্যমে উড়িয়ে দেওয়া হবে। আসানসোলের পুলিশ ও বোমা ডিস্পোজাল ইউনিটও আদালত চত্বরে এসে তল্লাশি চালায় এবং আশপাশের এলাকা খালি করার ব্যবস্থা করে। আইনজীবী, মামলা সংশ্লিষ্টরা ও স্টাফদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। গতকালের ঘটনায়ও একই আদালতে একটা বোমা হুমকির ই-মেল পাওয়া গিয়েছিল। এর ফলে আসানসোল আদালতে দু'দিনের মধ্যে পুনরায় একই ধরনের হুমকি পাওয়ায় চাঞ্চল্য আরও বাড়ে। এদিকে, এই বোমা হুমকির ঘটনা শুধু সিউড়ি ও আসানসোলেই সীমাবদ্ধ থাকার খবর আরো প্রকাশ্যে এসেছে যে একই ধরণের হুমকি ই-মেল রাজ্যের অন্যান্য নীচ আদালতগুলিতে, যেমন কলকাতা সিটি সিভিল কোর্ট, দুর্গাপুর মহকুমা আদালত, হুগলি-চিনসুরা আদালত, বহরমপুর জেলা আদালতেও পাঠানো হয়েছে। ওইসব আদালতের কর্মী ও বিচারিক আধিকারিকদের সতর্ক করে দ্রুত আদালত চত্বর খালি করিয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে। তবে সরকারি ও পুলিশ সূত্র বলছে যে এখন পর্যন্ত কোনো বিস্ফোরক উপকরণ পাওয়া যায়নি এবং বেশিরভাগই ভুয়ো হুমকি বা 'বম্ব স্কোয়ার' হিসেবে ধরা হচ্ছে। রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি সাইবার সেল ও সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী দিকগুলি মেল এবং এর উৎসকে অনুসন্ধান করছে। ই-মেলগুলো প্রাথমিকভাবে বলে মনে হচ্ছে একই বা মিলিত উৎস থেকে এসেছে, যদিও হুমকিপূর্ণ ই-মেলের প্রেরকের পরিচয় এখনও পরিষ্কার নয়। নিরাপত্তা বাহিনী এই হুমকিগুলিকে স্বীকার করে বলেছে যে তারা সম্পূর্ণভাবে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং মেল পাঠানো ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর সন্ধান পেতে প্রতিটি লিড খতিয়ে দেখছে। এই বোমা হুমকির ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটেছে যখন রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে বিশেষ তীব্র সংযোজন (SIR) কর্মসূচির আওতায় ভোটার তালিকা যাচাই চলছে এবং অনেক বিচারক এই কাজেও নিযুক্ত রয়েছে। কিছু সূত্র বলছে, এই হুমকিপূর্ণ বার্তাগুলোর লক্ষ্য নির্দিষ্ট বিচারকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হতে পারে, যা বর্তমানে তাদের SIR-এর কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে-তবে এই অনুমানগুলিই প্রাথমিক পর্যায়ের এবং এগুলো সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। রাজ্য সরকার এবং পুলিশের উচ্চ আধিকারিকরা এই পরিস্থিতি গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছেন। নবান্ন থেকে জানানো হয়েছে যে আদালত এবং বিচারকদের নিরাপত্তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং যারা এই হুমকি মেল পাঠিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি আছে যে বিচারিক কার্যক্রম যাতে বিভ্রান্ত না হয় এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা অটুট থাকে, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, অন্যান্য কিছু রাজ্যেও বর্তমানে আদালত এবং সরকারী ভবনগুলিতে বোমা হুমকির ই-মেল পাওয়া যাওয়ার ঘটনা বিরল নয়। পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী সাধারণত এগুলিকে হুমকি দেখেই দেখে থাকলেও এর পেছনের উদ্দেশ্য ও প্রেরকদের সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া কঠিন। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ, আইনজীবী ও বিচারিক কমিউনিটি আপাত শান্ত থাকলেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সতর্ক। সরকারের পক্ষ থেকে বার্তা আসে যে তারা এই ধরনের প্রতারণামূলক হুমকির উৎস খুঁজে বের করতে প্রতিটি সম্ভাব্য রুটে তদন্ত চালাবে এবং অন্যায়কারীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসবে।

গ্রেফতার ঝাড়খণ্ডের কুখ্যাত দুষ্কৃতী শিবম শ্রীবাস্তব

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলার নির্বাচনী হিংসায় গুলিবর্ষণের মূল অভিযুক্ত শিবম শ্রীবাস্তব (ওরফে আজাদ)-কে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডালে অবস্থিত কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর থেকে তাকে আটক করা হয়। একই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে তার গাড়িচালক সমির খানকে। অভিযুক্তদের কাছ থেকে আসানসোল নম্বরযুক্ত একটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিগত সোমবার ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় দু'জন গুরুতর আহত হন। ভান্ডারিডি আজাদ নগরের পঞ্চাম্বা এলাকায় এই ঘটনায় গিরিডি সদর ব্লক অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহেশ ভগতের আবেদনের ভিত্তিতে পঞ্চাম্বা থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। ওই মামলায় প্রাক্তন ওয়ার্ড কাউন্সিলর শিবম শ্রীবাস্তব (আজাদ)-সহ একাধিক অজ্ঞাত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, সংঘর্ষের পর সন্ধ্যায় শিবম শ্রীবাস্তব ও তার সহযোগীরা পিস্তল থেকে গুলি চালান, যাতে দু'জন গুরুতর আহত হন। আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য গিরিডি থেকে ধানবাদে পাঠানো হয়। ঝাড়খণ্ড পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, অভিযুক্ত বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই খবর পেয়ে গিরিডি জেলা পুলিশ অন্ডাল থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর অন্ডাল থানার অফিসার-ইন-চার্জের নেতৃত্বে বিশেষ দল বিমানবন্দর এলাকায় অভিযান চালিয়ে শিবম শ্রীবাস্তব ও তার গাড়িচালক সমির খানকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে, সমির খান কুলটির সীতারামপুর এলাকার বাসিন্দা। শিবম শ্রীবাস্তবের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং তিনি জেলও খেটেছেন। অতীতে জেলা প্রশাসন তাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাসিত করেছিল। নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি গিরিডি শহরের ঝিনঝরি মহল্লায় নিজের বাড়িতে থাকতেন। তবে সাম্প্রতিক এই ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। উল্লেখ্য, চলতি নির্বাচনে তাঁর মা ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে প্রার্থী ছিলেন। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের গিরিডি পুলিশের যৌথ বাহিনী অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। অভিযুক্তদের ঝাড়খণ্ডে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গিরিডি জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর জিতেন্দ্র কুমার ইতিমধ্যেই অন্ডাল থানায় পৌঁছেছেন।

ব্লু লাইনে ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম উদ্বোধন

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতের প্রথম মেট্রো, কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে, আজ, অর্থাৎ ২৫.০২.২০২৬ তারিখে ব্লু লাইনের সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (BESS) চালু করে আরেকটি কৃতিত্ব অর্জন করেছে। ভারতীয় রেলওয়ে এবং আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চলে এই ধরণের প্রথম BESS, মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এস.এস. মিশ্র এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, MRWWO-এর সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে চালু করা হয়েছিল। এই সিস্টেমে ইনভার্টার এবং অ্যাডভান্সড কেমিস্ট্রি সেল (ACC) ব্যাটারি রয়েছে, যা বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা গ্রিড ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সঞ্চিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম। ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অন অ্যাডভান্সড কেমিস্ট্রি সেল ব্যাটারি স্টোরেজ অনুসারে, এই ৪ মেগাওয়াট বিইএসএস-এর ধারণাটি তৈরি করা হয়েছে, যা শক্তি সঞ্চয়ের উপাদান হিসেবে ৬.৪ মেগাওয়াট ঘন্টা লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (এলএফপি) ব্যাটারি দ্বারা চালিত। এই নতুন সিস্টেমটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে এর দ্বারা সঞ্চিত বিদ্যুৎ ৫৫ কিমি / ঘন্টা গতিতে মধ্য-টানেল থেকে পরবর্তী স্টেশনে রেক পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি কোনও গ্রিড ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আটকে থাকে, পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ স্টেশনগুলিতে টানেল বায়ুচলাচল এবং পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সরবরাহ করে। সবুজ ব্যাটারি দিয়ে সজ্জিত এই সিস্টেমটির আয়ুষ্কাল প্রায় ১৪ বছর এবং নকশাটি খুব কমপ্যাক্ট। এটি প্রচলিত জেনারেটরের তুলনায় উন্নত শক্তি দক্ষতার সাথে কার্বন পদচিহ্ন হ্রাস করতে চলেছে। এটি দক্ষতার সাথে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি মোকাবেলা করবে এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত করবে যা শক্তি বিল হ্রাস করবে।

পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল রেহানের, হাসপাতালে দিদি

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বাবার সাথে স্কুলে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। ঘটনায় মৃত্যু ভাইয়ের, আশঙ্কাজনক অবস্থায় কালনা হসপিটাল থেকে কলকাতায় পাঠানো হলো দিদিকে। ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া। জানা গেছে নাদনঘাট থানার অন্তর্গত সমুদ্রগড় গৌরাঙ্গপাড়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটে বুধবার সকালে। মৃত ওই ছাত্রের নাম রেহান দত্ত (৬)। বাড়ি নশরতপুর পঞ্চায়েতের পারুলডাঙ্গা এলাকায়। আর গুরুতর জখম অবস্থায় দিদি রুহি দত্তকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয় বুধবার দুপুরে। জানা গেছে বাবা রাজু দত্ত বাইক করে ছেলে মেয়েকে নিয়ে শ্রীচৈতন্য হলি চাইল্ড স্কুলে যাচ্ছিল। এমন সময় একটি ডাম্পার পিছন দিক থেকে তাদের ধাক্কা মারলে রেহান ও রুহি গুরুতর জখম হয়। তাদেরকে নিয়ে আসা হয় কালনা মহকুমা হসপিটালে। কালনা হসপিটালেই মৃত্যু হয় রেহানের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতায় স্থানান্তর করা হয় রুহিকে। রেহানের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। এলাকায় জুড়ে নেমেছে শোকের ছায়া।

পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী গণ্ডারের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ডুয়ার্সের গর্বের একশৃঙ্গ গণ্ডার। সেই প্রাণী ঘিরেই ফের এক দুঃসংবাদ। পর্যটকদের কৌতূহল ও উদ্বেগ বাড়িয়ে রামসাই এলাকায় উদ্ধার হল একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী গণ্ডারের মৃতদেহ। বন দফতরের কর্মীদের নিয়মিত টহলদারির সময়ই চোখে পড়ে নিথর দেহ। জানা যাচ্ছে, প্রতিদিনের মতো এদিনও গরুমারা জঙ্গলের বিভিন্ন অংশে নজরদারি চালাচ্ছিলেন বনকর্মীরা। বন্যপ্রাণ সুরক্ষিত আছে কিনা, কোনও চোরাশিকারী জঙ্গলে ঢুকেছে কিনা, সেইসব কিছু খতিয়ে দেখতেই এই টহল দেওয়া হচ্ছিল। সেই সময় আচমকাই সামনে আসে এই মর্মান্তিক দৃশ্য। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বন্যার জলে একটি গণ্ডারের মৃত্যুর স্মৃতি এখনও টাটকা। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের এক গণ্ডারের মৃত্যু হল। তবে কি ফের কমতে শুরু করল সংখ্যা? দেখা দিয়েছে এই প্রশ্ন।

Bachhari Gram Panchayat
Shyampur-II Block

Notice Inviting e-Tender No.WB/HZP/SHYII/BGP/NIET39/25-26
e-tender is invited by the Pradhan, Bachhari Gram Panchayat for total 10(Ten) Nos. different works. Last date of submission of Bid(Online) **06/03/2026 at 02.05 pm**. Date of Opening of Bid(Online) **09/03/2026 at 02.10 p.m**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/-Prodhan
Bachhari Gram Panchayat

E-Tender is invited by the undersigned from the Bonfide, resourceful contractor for **eNIT- 24/JARAGRAM/25-26, eNIT- 25/JARAGRAM/25-26 & eNIT- 26/JARAGRAM/25-26**. Last date of apply respectively **26.02.2026, 26.02.2026 & 27.02.2026 at 09:00 am** . For more details contact Jaragram GP
Sd/-
Prodhan,
Jaragram GP

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
সংশোধনী
ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, খড়গপুর ক্যারেজ ওয়ার্কশপ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত সংশোধনী সহ **ই-টেন্ডার নোটিস নং এলএইচবিআপগ্রেডটয়লেটস-১৫০০-আর-১**-এর পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী নং ১, তারিখ ২৪.০২.২০২৬, "**কাজের দিন, অর্থ প্রদানের শর্ত এবং ডেলিভারি সম্পর্কিত সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে**"। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সংশোধনী সহ টেন্ডার নথি ই-পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।
(PR-1235/C)

DAINHAT MUNICIPALITY
For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no: 69/DM/Engg/2025-26
Dated-24/02/2026
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no **7478003845**
Sd/- **Chairman**
Dainhat Municipality

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE
EE/HCD/P.W.Dte. invites Offline Short Notice of Quotation for : Erection of Temporary Kitchen Shed and Dining Shed to be installed with allied works on Hire basis at different venues under the jurisdiction of this division in connection with West Bengal Assembly Election-2026.
Tender Reference No. WBPWD/EE/HCD/SHORT NIQ 08/2025-26
Last Date and time limit of the application : **27.02.2026 from 1.00 p.m.** Last Date and time limit for issue of quotation paper : **27.02.2026 from 2.00 p.m.** Last Date and time limit for submission of quotation paper : **27.02.2026 up to 3.00 p.m.** Date and time of opening of quotation : **27.02.2026 at 4.00 p.m.** Corrigendum if any will be published in website only.
Details of NIQ and other documents to be downloaded from: **http://wbpwd.gov.in/home/tender.html**
Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

Office of the
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran : Murshidabad
Tender Notice
Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity invites sealed tender for: 1. NIT No:- 35/PATHASHREE-III/2026/PS. under Rural Road – Pathashree-Rastashree-III, vide Memo No: 82 (39)/SSM/Suti-I./PS., Dated: 06.02.2026, Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application : **26.02.2026 upto 06.00 PM.** Details visit the website https://wbtenders.gov.in All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity.
Sd/- Executive Officer
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran : Murshidabad

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল মিঠু সাধুখাঁ, পার্থ সাধুখাঁর স্ত্রী, যিনি ১৫৪, বি. এল. সাহা রোড, কলকাতা-৭০০০৪১-এ বসবাস করেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডি. এস. আর. II-এর অফিসে নিবন্ধিত একটি মূল উপহারের দলিল হারিয়ে ফেলেছেন এবং বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ১৯, পৃষ্ঠা ৩৩০৬ থেকে ৩৩২১ পর্যন্ত ২০১১ সালের জন্য বিইং নং ০৯৬৩৫ হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বেহালা থানায় নং ১৫৩০ তারিখ ১৬.১২.২০২৫ তারিখে একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছেন। যে কোনও ব্যক্তির এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, বা কোনও আপত্তি থাকলে, এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সহায়ক দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মওকুফ বলে গণ্য হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।
পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নম্বর ৯০০৭৮২৪৯৫৭

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কোকরাঝাড় থেকে হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পুরাতন পিআরএস ভবনগুলিতে ক্যান্টিন পরিচালনার জন্য লাইসেন্স

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কোকরাঝাড় এবং হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পুরাতন পিআরএস ভবনগুলিতে ক্যান্টিন পরিচালনার জন্য লাইসেন্সের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং ঃ CAPMSSHSAPRSCAN. একক দর** ঃ বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন** ঃ ১৮২৬; **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় (সকল লট) : ১৬-০৩-২০২৬ তারিখে ১৩:০০ টায়।**

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	শেষ তারিখ/সময়
এএ/১	এমএসএস-এপিডিজে-এইচএসএ-পিআরকিওস্ক-২০-২৬-১ (বিবিধ-স্ট্যাটিক-পরিষেবা-প্রচারমূলক কিওস্ক)	১৬-০৩-২০২৬ তারিখে ১৩:৩০ টায়।
এএ/২	এমএসএস-এপিডিজে-কেওজে-পিআরকিওস্ক-১৯-২৪-১ (বিবিধ-স্ট্যাটিক-পরিষেবা-প্রচারমূলক কিওস্ক)	১৬-০৩-২০২৬ তারিখে ১৩:৪০ টায়।

প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় এক্সটেনশন ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, এপিডিজে
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking
চৌরঙ্গি স্কোয়ার শাখা
৩, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ,
কলকাতা-৭০০০৭২

রেফারেন্স নং. **BOI/CHOWRINGHEESQ/SARFAESI/25-26/04** তারিখঃ ১৬-০২-২০২৬
থেকেঃ
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াঃ
চৌরঙ্গি স্কোয়ার শাখা, পোস্ট অফিসঃ ৩, সি.আর. এভিনিউ
থানাঃ বৌবাজার, কলকাতা-৭০০০৭২
প্রতি
শ্রী উদয় কান্ত মিশ্র,
আর.পি গুপ্তা পথ, টিটাগড় (এম), টিটাগড়,
উত্তর ২৪ পরগণা-৭০০১১৯
স্যর/ম্যাডাম

আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ধারা ইউ/এস১৩(২) এর অধীনে নোটিশ

১. আপনার অনুরোধে, ব্যাংকের চৌরঙ্গী স্কোয়ার শাখা আপনাকে মোট ২৪,৯৫,৪০৮ লক্ষ টাকার গৃহ ঋণ মঞ্জুর করেছে। এই নোটিশের তারিখে সময়ে সময়ে আমাদের দ্বারা প্রদত্ত ঋণ সুবিধা এবং এর অধীনে বকেয়া বকেয়া সম্পর্কে আমরা এখানে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছিঃ-

সুবিধার প্রকৃতি এবং অ্যাকাউন্ট নম্বর	অনুমোদিত টাকা সীমা	বকেয়া পাওনা (১৩.০২.২০২৬ তারিখের হিসাবে) টাকায়
বাড়ির লোন অ্যাকাউন্ট ৪০০৫৭৫১১০০০০১২৯	২৪,৯৫,৪০৮/-	২৫,২৪,২৮৬.৪০+৮,০০,৮০১.০০ (ইউসিআই ১৩.০২.২০২৬ তারিখ)=৩৩,২৫,০৮৭.৪০

২. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত ঋণ সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত সম্পদ/সিকিউরিটিজ (ব্যাংকের কাছে চার্জ করা সম্পত্তি/সম্পত্তির কিছু অংশ) দ্বারা সুরক্ষিতঃ-

নিরাপত্তার প্রকৃতি
১৮-০৬-২০২১ তারিখে ডিড অফ কনভেয়েন্স (১-১৯০৪-০৩৭৭১/২০২১ তারিখঃ ০৫-০৪- ২০২১) এর ভিত্তিতে তৈরি ন্যায্য বন্ধক। আবাসিক ফ্ল্যাট নং জি/০৭, ৩য় তলায় (উত্তর দিকে) ৪০ নং প্রাঙ্গণ, ব্যানার্জি পাড়া রোড, হোল্ডিং নং ৪০/৪৬, বোরো নং ১৪, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের অধীনে ওয়ার্ড নং ১২৭, মৌজা সরসুনা, জে.এল নং ১৭, তৌজি নং ৬৩ এবং ৬৪, পরগনা মাগুরা, দাগ নং ১২৭৯, খতিয়ান নং ১৬৩৪, থানা পূর্বে বেহালা তারপর ঠাকুরপুকুর এখন সরসুনা, কলকাতা-৭০০০৬১, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা। আয়তন - ৮৬৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ)। সম্পত্তিটি শ্রী উদয় কান্ত মিশ্রের নামে। **সম্পত্তিটি বেষ্টিত এবং বেষ্টিতঃ উত্তরেঃ** সচ্চিদুলাল ব্যানার্জীর বাড়ি দ্বারা **দক্ষিণেঃ** ১৬ ফুট প্রশস্ত কে.এম.সি রোড দ্বারা **পূর্বেঃ** সচ্চিদুল ব্যানার্জীর বাড়ি দ্বারা **পশ্চিমেঃ** ৬ ফুট প্রশস্ত কে.এম.সি রোড দ্বারা।

৩. যেহেতু আপনি উক্ত ঋণ সুবিধার অধীনে ব্যাংকের কাছে আপনার পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আমরা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের জারি করা নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে ২৮-০৯-২০২২ থেকে আপনার অ্যাকাউন্টকে অ-কার্যকর সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত করেছি।
৪. ৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং আপনাকে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করছি, ব্যাংককে ৩৩,২৫,০৮৭.৪০/- টাকা (নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক পাওনা) প্রদান করে, যার উপর মাসিক অবশিষ্টাংশের সাথে আরও ১০ সুদ এবং ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়, এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দ্বারা পরিশোধ না করা পর্যন্ত, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে, আমরা খরচ এবং পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঝুঁকি নেব।
৫. আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের কাছে সমস্ত পাওনা, প্রযোজ্য সুদ, পরিশোধ এবং সুরক্ষিত সম্পদ খালাস পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধ করে আপনার উপরোক্ত দায়বদ্ধতা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি, তবে দয়া করে মনে রাখবেন যে SARFAESI আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাসের অধিকার কেবলমাত্র পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত অথবা লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য পাবলিক বা প্রাইভেট চুক্তি থেকে কোটেশন বা টেন্ডার আহ্বানের তারিখ পর্যন্ত আপনার কাছে উপলব্ধ থাকবে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ, প্রথমত, আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এবং দ্বিতীয়ত, এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ সহ উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে এবং ব্যাংকের সম্পূর্ণ পাওনা (ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসেবে ব্যাংকের কাছে আপনার অন্য যেকোনো পাওনা সহ) সম্পূর্ণরূপে আদায়ের পরে অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, আপনাকে প্রদান করা হবে।
৭. যদি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে উক্ত পাওনা সম্পূর্ণরূপে আদায় না করা হয়, তাহলে আমরা আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার সংরক্ষণ করি, যার মধ্যে রয়েছে ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল/আদালতের সামনে আইনি/পুনরুদ্ধার মামলা দায়ের করা, যাতে আপনার কাছ থেকে বকেয়া পরিমাণ এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুসারে, এই নোটিশ প্রাপ্তির পর, আপনাকে বিক্রয়, লিজ, লাইসেন্স, উপহার, বন্ধক বা অন্য কোনও উপায়ে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর বা তার উপর কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করতে নিষেধ করা হয়েছে।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং উপরোক্ত আইনের ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
১০. বলা বাহুল্য যে এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে, ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের কোনও ক্ষতি করবে না।
১১. **SARFAESI আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রেরিত পূর্ববর্তী নোটিশগুলি ০৩-১১-২০২২ তারিখে এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল।** আপনার বিশ্বস্ত,
স্থানঃ চৌরঙ্গি স্কোয়ার **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
তারিখঃ ১৬.০২.২০২৬ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. এসজি. টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬০৩, তারিখ ঃ ২৪.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নং.ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/৫২/২৫-২৬/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নামঃ** ডিডিজে-বিএলওয়াইএইচ, ডিডিজে-পিপিজিটি, ডিডিজে-বিএনজে এবং বিটি-এইচএনবি শাখায় এল/বক্স, সিগন্যাল পোস্ট, এলসি গেট ইত্যাদি পুনর্স্থাপন সহ নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৭৫,৮২,৯৩৮.৮২; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ₹ ১,৫১,৭০০; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৯ মাস; **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখঃ** ০৯.০৩.২০২৬; **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখঃ** ২৩.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২৩.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in**-এ। **যে সকল নথি দাখিল করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে। **প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ-** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ (সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের ''মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের'' গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** ডাটা লগার বা আরটিইউ বা যেকোনো ধরনের সিগন্যালিং-এর কাজে যেখানে ইআই অথবা আরআরআই অথবা পিআই অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং বা ইয়ার্ড পুনর্গঠন বা ইউএফএসবিআই বা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিপি বা ডিসিটিসি) বা অ্যাক্সেল কাউন্টার (এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি বা এইচএ-এসএসডিএসি) বা অটোমেটিক সিগন্যালিং-এর কাজ সংযুক্ত রয়েছে তার সরবরাহ, স্থাপন ও সূচনার কাজ। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।
SDAH-415/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District,Hooghly. (Phase-I). ."
NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-27 of 2025-26
Bid submission closing date: **27/02/2026 upto 02.30 P.M.**
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of N.I.T.
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

Office of the Falta Gram Panchayat
Under Falta Panchayat Samity
Vill-Dakshin Basulat, PO & PS: Falta,
Dist:- South 24 Parganas, Pin-743504
E-Tender is invited by the Pradhan, Falta Gram Panchayat under 15 th FC Un-tied Fund Supplementary Plan 2024-25. NIT No:- 10 – library Building (2 nd Phase) – 1 No. – Rs. 236992.00 (without GST & L.Cess) Electrification work(Library Building) – 1 No. – Rs. 167807.00 (without GST & L.Cess) Civil Laboratory --- 1 No. – Rs. 208684.00 (without GST & L.Cess) Tender Notice date: 24-02-2026, Tender published Date: **25-02-2026 at 3.00 PM**. Document download start date: **25-02-2026 at 3.00 P.M.**, Document download end date: **03-03-2026 at 1.00 PM.** Bid submission Start Date: **25-02-2026 at 3.00 P.M.**, Bid Submission end date: **03-03-2026 at 1.00 P.M.** Technical Bid Opening Date: **05-03-2026 at 2.00 P.M.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
Falta Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng /APAS/NIT07/2e/26
Memo No- **995**/Eng/S.D Dated- 25.02.2026
e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil & Electrical works under this Municipality.
Vide **e-Tender ID No. 2026_MAD_ 5013051 _01-28**
Closing date of Bid submission is **09.03.2026 up to 14.50 hours.**
Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website- **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

OFFICE OF THE
CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT
Vill:Chara Panchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322
E-Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for total 16 (Sixteen) nos. of different Schemes, Fund: XVFC vide Memo No.- (1) CPGP/74/XVFC/ UNTIED/2025-2026, (2) CPGP/75/XVFC/UNTIED/2025-2026. Last date of submission of Bid **up to 17:30 PM on 10/03/2026**. Date of opening of Bid on **12/03/2026 at 17.30 PM.** Detail information available in website **https://wbtenders.gov.in** and at this GP Office during the working hours.
Sd/- Pradhan,
Chara Panchla Gram Panchayat,
Panchla, Howrah.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid systemfor the following works:
(1) NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/904 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road from Prem. No. 4/117A, Vidyasagar to 263, Ganguly Bagan in Ward No. 99, BR-X.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): ₹ **3,93,523.12.** Earnest Money: ₹ **7,900.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **14.03.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **02.03.2026 - 12 noon.**
(2) NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/691 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of roads at J.M. Avenue (in patches), Rabindra Sarani (in patches), Shyambazar Street (in patches) and surrounding areas under BR -I.** Estimated Amount (incl. GST & CESS): ₹ **4,95,459.51.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last date and time of submission of bid: **12.03.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2026 - 12 noon.** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).**
The DG/(S&D)/KMC invites e-tender online item wise rate in two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/S-13U/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing pump base structure of 200 cusec vertical pump units no. 3 with repairing of "Y" pipe of pump unit no. 4 at new station of BDPS.** Estimated Cost: ₹ **Rate to be quoted.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**
(2) NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/S-15U/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing & restoration of 40 cusec submersible pump unit no. 5 at Deeper sump PS-II under BDPS.** Estimated Cost: ₹ **Rate to be quoted.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **20 Days.** Last date and time of submission of bid: **11.03.2026 at 12 noon (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **27.02.2026 at 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).**
The Exe. Engineer (Elec) Lighting, Zone-II invites e-tender by two bid system for the following work:
NIT No.: LTG/254/55/VI/Z-II/25-26
Name of the work: **Illumination enhancement at Anand Palit Road, Chatubabu Lane and other areas in Ward No. 55.** Estimated Amount: ₹ **1,97,865.06.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of submission of bid: **05.03.2026 upto 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.02.2026 at 4 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in.**
The Ex. Engineer (Electrical), Ltg./Crm., KMC invites item rate e-tender (open quotation) online in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/NBG/LTG/CRM/e-25/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of main LTDB Panel with necessary accessories & replacement of damaged cables at Old Complex of Nimtala Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **1,80,108.00.** Earnest Money: ₹ **3,800.00.** Time of Completion: **3 Days.** Last date and time of submission of bid: **06.03.2026 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **27.02.2026 at 1 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in.**
2322/25-26

জিম্বাবোয়ে ম্যাচের আগে সূর্যদের কড়া বার্তা শাস্ত্রীর!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানের হেরে চাপে পড়েছে ভারত। সেমিফাইনালে উঠতে হলে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ কার্যত 'মাস্ট উইন' ভারতের জন্য। এই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের আগে দল নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। তাঁর মতে, দলের ভারসাম্য ফেরাতে অবিলম্বে, একাদশে ফেরাতে হবে অক্ষর প্যাটেলকে। আইসিসিকে দেওয়া একটি সাক্ষাকারে শাস্ত্রী বলেন, ভারতকে অতিরিক্ত স্পিন বিকল্প নিয়ে নামা উচিত। তিনি পরামর্শ দেন, অক্ষর প্যাটেল ও ওয়াশিংটন সুন্দর দু'জনকেই খেলানো হোক। সঙ্গে থাকবেন বরুণ চক্রবর্তী। শাস্ত্রী যুক্তি দিয়ে বলেন, কোনও বোলারের একটা দিন খারাপ যেতেই পারে। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বরুণের দিনটা ভালো যায়নি। সেই পরিস্থিতিতেই অতিরিক্ত স্পিনার থাকলে দলকে নিরাপত্তা দেবে। শাস্ত্রী আরও বলেন, অক্ষর দলে ফিরলে ভারতের ব্যাটিং গভীরতা ৮ নম্বর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তাঁর কথায়, ''যদি ৮ জন ব্যাটার একই সঙ্গে খেলতে

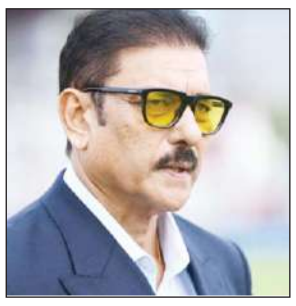

না পারে, তাহলে কিছু একটা ভুল হচ্ছে। বিশেষ করে ভারতের ব্যাটাররা যে কোনও প্রতিপক্ষকে ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।'' এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও তাঁর দলের প্রতি সতর্কবার্তা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারের পর সহকারী কোচ রায়ান টেন ডুশখাটে কিন্তু জানিয়েছিলেন অক্ষরের বদলে সুন্দরকে কেন একাদশে নেওয়া হয়েছিল। তাঁর মতে, পাওয়ার প্লে-তে অফস্পিনার হিসেবে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। সেই সঙ্গে প্রতিপক্ষের বাঁ হাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে কার্যকারিতার জন্যই সুন্দরকে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তিনি মাত্র ২ ওভার বল করেন এবং ১৭ রান দেন। ব্যাট হাতে করেন ১১ বলে ১১ রান। এখন প্রশ্ন, টিম ম্যানেজমেন্ট কি শাস্ত্রীর পরামর্শ মেনে দলের ভাইস ক্যাপ্টেন এবং অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার অক্ষরকে দলে ফিরিয়ে আনবে? জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে জয় ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই ভারতের সামনে। তাই ব্যাটিং শক্তি যতই গভীর হোক না কেন, মাঠে তার প্রমাণ দিতে না পারলে সমালোচনা আরও বাড়বে। ফলে সুপার এইটের এই কঠিন সমীকরণে সূর্যদের সামনে রয়েছে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিভা নয়, দরকার নিখুঁত প্রয়োগ।

ইংল্যান্ডের জয়ে ভেস্তে গেল ভারত-পাকিস্তান সেমিফাইনালের সম্ভাবনা!

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্বকাপের বহু প্রতীক্ষিত ভারত-পাকিস্তান সেমিফাইনালের সম্ভাবনা আর রইল না। সুপার এইট পর্বে ইংল্যান্ডের কাছে পাকিস্তানের হারের পর স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে শেষ চারে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হওয়ার সম্ভবনা আর নেই। অন্তত সেমিফাইনালে নয়। এখন কেবল ফাইনালেই দুই দলের দেখা হতে পারে। যদি দু'দলই নিজেদের ম্যাচ জিতে ফাইনালে পৌঁছতে পারে। সুপার এইটের ম্যাচে হ্যারি ব্রুকের সেঞ্চুরির ফলে ইংল্যান্ড জয় তুলে নেয়। গ্রুপ ২-এর শীর্ষস্থানে থেকে সেমিফাইনালেও নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করে। এই জয়ের ফলে পাকিস্তানের সম্ভাবনা কার্যত শেষ। তাদের ঝুলিতে এখন মাত্র এক পয়েন্ট। যা এসেছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচ থেকে। পাকিস্তানের আরও একটি ম্যাচ বাকি রয়েছে। সেই ম্যাচ জিতলে তারা সর্বোচ্চ তিন পয়েন্টে পৌঁছতে পারবে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপে রানার্স হওয়ার সামান্য সম্ভাবনা থাকবে।

টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী, গ্রুপ ১-এর শীর্ষ দল মুখোমুখি হবে গ্রুপ ২-এর দ্বিতীয় টিমের সঙ্গে। অন্য সেমিফাইনালে খেলবে গ্রুপ ২-এর শীর্ষ দল ও গ্রুপ ১-এর দ্বিতীয় হয়ে ওঠা দলের সঙ্গে। যে হেতু ইংল্যান্ড গ্রুপ ২-এর শীর্ষে থেকে সেমিফাইনালে উঠেছে, ফলে পাকিস্তান যদি দ্বিতীয় হয, তাদের মুখোমুখি হবে গ্রুপ এ-র শীর্ষ দলের সঙ্গে। সে সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ফলে ভারত যদি গ্রুপ ১ থেকে সেমিফাইনালে কোয়ালিফাই করেও পাকিস্তানের সঙ্গে সেমিফাইনালে দেখা হওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। অন্যদিকে ভারতের অবস্থাও খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। গ্রুপ ১-এ তে তারা বর্তমানে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ এগিয়ে আছে। ভারতের সামনে আছে এখন জিম্বাবোয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। সেমিফাইনালে উঠতে হলে এই দুটি ম্যাচেই জয় পেতে হবে ভারতকে। তবে ভারতের নেট রান রেট বর্তমানে -৩.৮০০, যা বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। শুধু জিতলেই হবে না, বড় ব্যবধানে জিততে হবে সেমিফাইনালে ওঠার জন্যে। ফলে প্রতিযোগিতা এখন চরমে। বর্তমানে প্রতিটি বল, প্রতিটি রানই হয়ে উঠেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে, ক্রিকেটপ্রেমীদের স্বপ্নের ভারত-পাক সেমিফাইনাল আর হচ্ছে না। এখন নজর থাকবে, দু'দল কি শেষ পর্যন্ত ফাইনালে পৌঁছাতে পারে। ও আরো একটি মহারণ ম্যাচ কি উপহার দিতে পারে?

ফিরছেন শাকিব, মামলার নথি জমা বাংলাদেশ সরকারকে!

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ সব ঠিক থাকলে খুব শীঘ্রই মাঠে নামতে চলেছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার শাকিব আল হাসান। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড চাইছে সাকিবকে যত জলদি সম্ভব মাঠে ফেরাতে। বোর্ড ইতিমধ্যেই সাকিবের বিরুদ্ধে দায়ের করা সব মামলার নথি সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, সদ্যই নির্বাচন হয়েছে পড়শি দেশে। মহম্মদ ইউনুসের বদলে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন তারেক রহমান। তারপর থেকেই যেন সব সমস্যার সমাপ্তি চাইছে বাংলাদেশে নব্য নির্বাচিত সরকার। ২০২৪ সালের পর আর দেশের জার্সিতে খেলেননি শাকিব। এরপরেই ঘটে বহুল বিখ্যাত জুলাই বিপ্লব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও আবু সঈদের মৃত্যুর পর বিপ্লব চরমে ওঠে। গোটা যুবসমাজের রাস্তায় নেমে আন্দোলন বিশ্বের চোখে একটা চমকপ্রদ বিষয় হয়ে উঠেছিল। হাসিনার দেশত্যাগের পর ও আওয়ামী লিগ সরকারের পতনের পর আর দেশে ফিরতে পারেননি শাকিব। আওয়ামী লিগের সাংসদও ছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে খুন সহ একাধিক মামলা চলছে

বাংলাদেশের আদালতে। গ্রেফতারের আশঙ্কায় আর দেশে ফেরেননি শাকিব। সম্প্রতি দেশের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী আমিনুল হক জানিয়েছেন, শাকিব ও মাশরাফির বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগের নথি বাংলাদেশের সরকারের কাছে পাঠানো হচ্ছে। চেষ্টা করা হচ্ছে, যত জলদি তাঁদের মামলার নিষ্পত্তি করার। বাংলাদেশ সরকার চায়, শাকিব ও মাশরাফিকে আবার মাঠে ফেরার সুযোগ করে দিতে। শাকিবের মতো মাশরাফিও আওয়ামী লিগের সাংসদ ছিলেন। জুলাই বিপ্লবের পর তাঁকেও আর জনসমক্ষে দেখা যায়নি। আমিনুলের এই মন্তব্যের পরই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত মামলার নথি তৈরী করে পাঠানো হয়েছে সরকারের কাছে। বাংলাদেশে ক্রিকেট দলের 'পোস্টার বয়' বলা হয় শাকিব আল হাসানকে। দেশের জার্সিতে সবথেকে সফল ক্রিকেটারের মধ্যে তিনি একজন। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের গোঁয়ার্তুমির জন্য বাদ পড়েছে বাংলাদেশ। এরপর থেকেই তাদের উপর আগ্রহ হারিয়েছে জনতা। ফলে, শাকিবকেই হাতিয়ার করে দর্শকসংখ্যা বাড়াতে চায় বিসিবি। ২০২৭ সালেই রয়েছে একদিনের বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপে খেলতে গেলে বাংলাদেশকে আইসিসি ক্রমতালিকায় প্রথম ১০ দলের মধ্যে থাকতে হবে। সেই জন্য শাকিবই ভরসা 'টাইগার্স'দের।

বিপক্ষকে 'ঢুঁসো' জম্মু-কাশ্মীর অধিনায়কের

সংবাদ সংস্থা, হুববাল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ ফিরল জিদানের স্মৃতি। প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবার ক্রিকেট মাঠে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। 'হেডবাট'-এর ঘটনা ঘটল এবার রনজি ফাইনালে। হুবলিতে তৈরি হল উত্তপ্ত পরিস্থিতি। সেখানে জম্মু-কাশ্মীর অধিনায়ক পরশ ডোগরা মেজাজ হারিয়ে কর্নাটকের এক ফিল্ডারকে 'ঢুঁসো' দেন। ঘটনার ভিডিও মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। ঠিক কী ঘটেছে? জম্মু ও কাশ্মীরের ইনিংসের ১০১তম ওভারের ঘটনা। অধিনায়ক পরশের সঙ্গে ক্রিজে ছিলেন কানহাইয়া ওয়াধাওয়ান। বোলিং করছিলেন কানহাইয়া ওয়াধাওয়ান। তাঁর একটি বল ব্যাটের কানায় লেগে বাউন্ডারি সীমানা পেরিয়ে যায়। এরপর আচমকাই মেজাজ হারান পরশ। শর্ট লেগে দাঁড়িয়েছিলেন কেভি অনীশ। তাঁর সঙ্গে রীতিমতো তর্কে জড়ান জম্মু-কাশ্মীর অধিনায়ক। খানিক বাদেই হেলমেট পরেই অনীশকে গুঁতো মেরে বসেন। ওভারের শেষে অবশ্য ক্ষমা চেয়ে নেন জম্মু-কাশ্মীর অধিনায়ক।

সরলথের হ্যাটট্রিকে শঙ্কা কাটিয়ে শেষ ষোলোয় আতলেতিকো

ক্লাব ব্রুজের বিপক্ষে প্রথম লেগে আশা জাগিয়েও মেলেনি জয়। এবার ঘরের মাঠেও পরীক্ষার মুখে পড়ল আতলেতিকো মাদ্রিদ। দলকে বাঁচাতে জ্বলে উঠলেন আলেকজান্দার সরলথ। তার দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেল দিয়েগো সিমেওনের দল, উঠল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয়।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ প্লে-অফের ফিরতি লেগে মঙ্গলবার রাতে ৪-১ ব্যবধানে জিতে ৭-৪ গোলের অগ্রগামিতায় পরের ধাপে উঠল আতলেতিকো। প্রথম লেগ ৩-৩ গোলে ড্র হয়েছিল। সরলথের দুর্দান্ত গোলে ম্যাচের শুরুটা দারুণ হয় আতলেতিকোর। ২৩তম মিনিটে গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাকের লম্বা শট ধরে, প্রতিপক্ষের একজনের চ্যালেঞ্জ

সামলে ডি-বক্সে ঢুকে, আচমকা শটে তার দুই পায়ের ফাঁক দিয়েই বল লক্ষ্যে পাঠান নরওয়ের ফরোয়ার্ড। প্রথমার্ধে সমানতালে লড়াই করা ক্লাব ব্রুজ ১৩ মিনিট পর গোলটি শোধ করে দেয়। কাছ থেকে হেডে গোলটি করেন একুয়েডরের ডিফেন্ডার হোয়েল ওর্দোনেজ। দ্বিতীয়ার্ধেই শুরুতে ফের এগিয়ে যায় আয়োজকরা। প্রতিপক্ষ বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে, ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের ফরোয়ার্ড কার্দোসো। এরপর, ৭৬তম মিনিটে প্রতিপক্ষের গায়ে লেগে আসা বল ছয় গজ বক্সের বাইরে ফাঁকায় পেয়ে অনায়াসে ব্যবধান বাড়ান সরলথ। আর ৮৭তম মিনিটে কাছ থেকে ভলিতে হ্যাটট্রিক পূরণের পাশাপাশি শেষ ষোলোর টিকেটও নিশ্চিত করেন ৩০ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তার গোল হলো পাঁচটি, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৫টি। এর ১০টিই করলেন এই বছরে।

এখনও পরীক্ষা চালাবেন গম্ভীর?

অক্ষরকে না খেলানোয় তীব্র সমালোচনার মুখে জিজি

নিজস্ব প্রতিবেদন

গৌতম গম্ভীর ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর মনে করা হয়েছিল, টি২০ দলই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। শুরুর দিকে ফলাফলও সেই কথাই বলছিল। একের পর এক সিরিজ জিতেছে ভারত, বিদেশের মাটিতেও শক্তিশালী দলকে হারিয়েছে। টেস্টে গম্ভীরের পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও, টি২০ ছিল তাঁর স্বস্তির জায়গা। তাঁর স্পষ্ট মন্ত্র ছিল, সামনে থেকে চ্যালেঞ্জ নাও। এই দলের কাছে আক্রমণই ছিল সেরা রক্ষণ। ২০২৫ সালের এশিয়া কাপের সময় থেকে সেই নীতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। শুবমান গিলকে নিয়ে পরীক্ষা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত সহ-অধিনায়ককে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। চলতি টি২০ বিশ্বকাপে ভারত গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থাকলেও সেরা ফর্মে ছিল না। এর পর সুপার-আটে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বড় হারের পর আঙুল উঠছে শুধু ক্রিকেটারদের দিকে নয়,

গম্ভীরের দিকেও। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অক্ষর প্যাটেলকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। তিনি বলেন, ''আমি নিশ্চিত নই গৌতম গম্ভীর ঠিক কী করছেন। একাদশ নির্বাচন ও কৌশল ঠিক করার দায়িত্ব কি তাঁর নয়? এ ভাবে চলতে থাকলে তিনি নিজেই বিপদে পড়বেন। এখন ভারত এমন অবস্থায় আছে, যেখানে অন্য ম্যাচগুলোর ফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। বড় হারার পর গম্ভীর ও সূর্যকুমার যাদব আলোচনা করছিলেন। অক্ষর প্যাটেলকে বাদ দেওয়ার পর আবার কী কথা বলার আছে?'' তিনি আরও যোগ করেন, ''গম্ভীর ভারতের হেড কোচ, আর তাঁর সঙ্গে আরও কয়েক জন কোচ আছেন। এত জন মিলে কি সহজ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না? অক্ষর প্যাটেলকে কে বাদ দেয়? তিনি তো সহ-অধিনায়ক। দেখে মনে হচ্ছে, ভারতীয় টি-২০ দলে যে-ই সহ-অধিনায়ক হবেন, তাঁকেই বাদ দেওয়া হবে। শুবমান গিলের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। এ ভাবে চললে ভবিষ্যতে কেউই টি-২০ দলে সহ-অধিনায়ক হতে চাইবে না। সহ-অধিনায়ক হলেই যেন দল থেকে ছিটকে যেতে হচ্ছে।'' এখন গম্ভীরের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ- দলকে এই পরিস্থিতি থেকে টেনে তোলা। অতীত বলছে, তিনি আগেও কঠিন সময় সামলেছেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম দিকে তিনি পরীক্ষার পথে হাঁটেননি। বরং নিজের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনায় মানানসই ক্রিকেটারদের উপর ভরসা রেখেছিলেন। অক্ষর প্যাটেল তখন নিয়মিত খেলতেন এবং ভালো পারফর্মও করেছিলেন। এই ফরম্যাটে হয়তো আবার সেই পুরনো দর্শনে ফেরার সময় এসেছে। বড় বদলের বদলে ছোট পরিবর্তন দরকার। সূর্যকুমার যাদবকে আবার তিন নম্বরে নামানো যেতে পারে, যেখানে তিনি একটি সেঞ্চুরি ও ছ'টি অর্ধশতরান করেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, গম্ভীরের শুরুর সময়কার আক্রমণাত্মক মানসিকতা ফিরিয়ে আনা। রবি শাস্ত্রী মনে করেন, এই হারটাই হয়তো প্রয়োজন ছিল। তিনি বলেন, ''আসলে আমি খুশিই যে এটা শুরুতেই হয়েছে, বিশেষ করে এমন একটি দলের বিরুদ্ধে, যারা সেমিফাইনালে যাওয়ার দাবিদার। এটা হয়তো ভারতের প্রয়োজনীয় ধাক্কা ছিল। এতে ওরা নিজেদের কৌশল ও দল গঠন নিয়ে নতুন করে ভাববে। আমি নিশ্চিত, ওরা ঘুরে দাঁড়াবে। এই অভিজ্ঞতা থেকে ওরা শিখবে এবং আর হাল্কা ভাবে কিছু নেবে না। সুপার-আটে আর একটি ম্যাচ হারলে নিজেদের উপর ভীষণ চাপ তৈরি হবে।''

পাক খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতীয় মালিকানাধীন দলগুলিকে চিঠি ইসিবির

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ বিশ্বের দরবারে জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত পাকিস্তান। ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তান। দীর্ঘদিন ধরে আইসিসি টুর্নামেন্ট ছাড়া দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলে না ভারত ও পাকিস্তান। এমনকি দুই দেশই একে অপরের দেশে খেলতে যায় না। কূটনৈতিক কারণে আইপিএলে পাক খেলোয়াড়দের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই মর্মে ইংল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি লিগে ভারতীয় মালিকানাধীন দলগুলিকে চিঠি দিয়ে পাক খেলোয়াড়দের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয় জানিয়েছে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। বলে রাখা ভালো,

ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেড লিগে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের খেলা নিয়ে টালমাটাল অব্যাহত। ২১ জুলাই থেকে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। মোট ৮টি দল অংশ নেবে। নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ১১ এবং ১২ মার্চ। ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি লিগে মালিকানা রয়েছে আইপিএলের ৪ টি ফ্র্যাঞ্চাইজির। যেমন - ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালসের মালিকানায় অংশীদারিত্ব পেয়েছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার আরপিএসজি গ্রুপ। ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে পার্টনারশিপে টিম চালাবে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার গ্রুপ। ওভাল ইনভিনসিবলসে শেয়ার রয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের শেয়ার রয়েছে নর্দার্ন সুপারচার্জার্সে ও দিল্লি ক্যাপিটালসের শেয়ার রয়েছে সাদার্ন ব্রেভে। একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, বৈষম্য বিরোধী নীতি নিয়ে এগোবে এই লিগ। নিলামে অংশ নেবেন পুরুষ ও মহিলা নিয়ে ৬৭ জন পাকিস্তানি ক্রিকেটার। এর মধ্যে ৬৩ জন পুরুষ, ৪ জন মহিলা। তাঁরা যাতে অন্য দেশের ক্রিকেটারদের মতোই সমান সুযোগ পায়, তাও নিশ্চিত করা হচ্ছে। দল গঠনের ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্রিকেটারদের মতো পাকিস্তানি ক্রিকেটারদেরও পারফরম্যান্সকে মান্যতা দেওয়া হবে। নতুন দর্শকদের কাছে পৌঁছতে, ক্রিকেটের প্রসার ঘটাতে এই নীতি নিয়েই দ্য হান্ড্রেড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাতীয়তার কারণে ক্রিকেটারদের বাদ দেওয়া উচিত নয়।

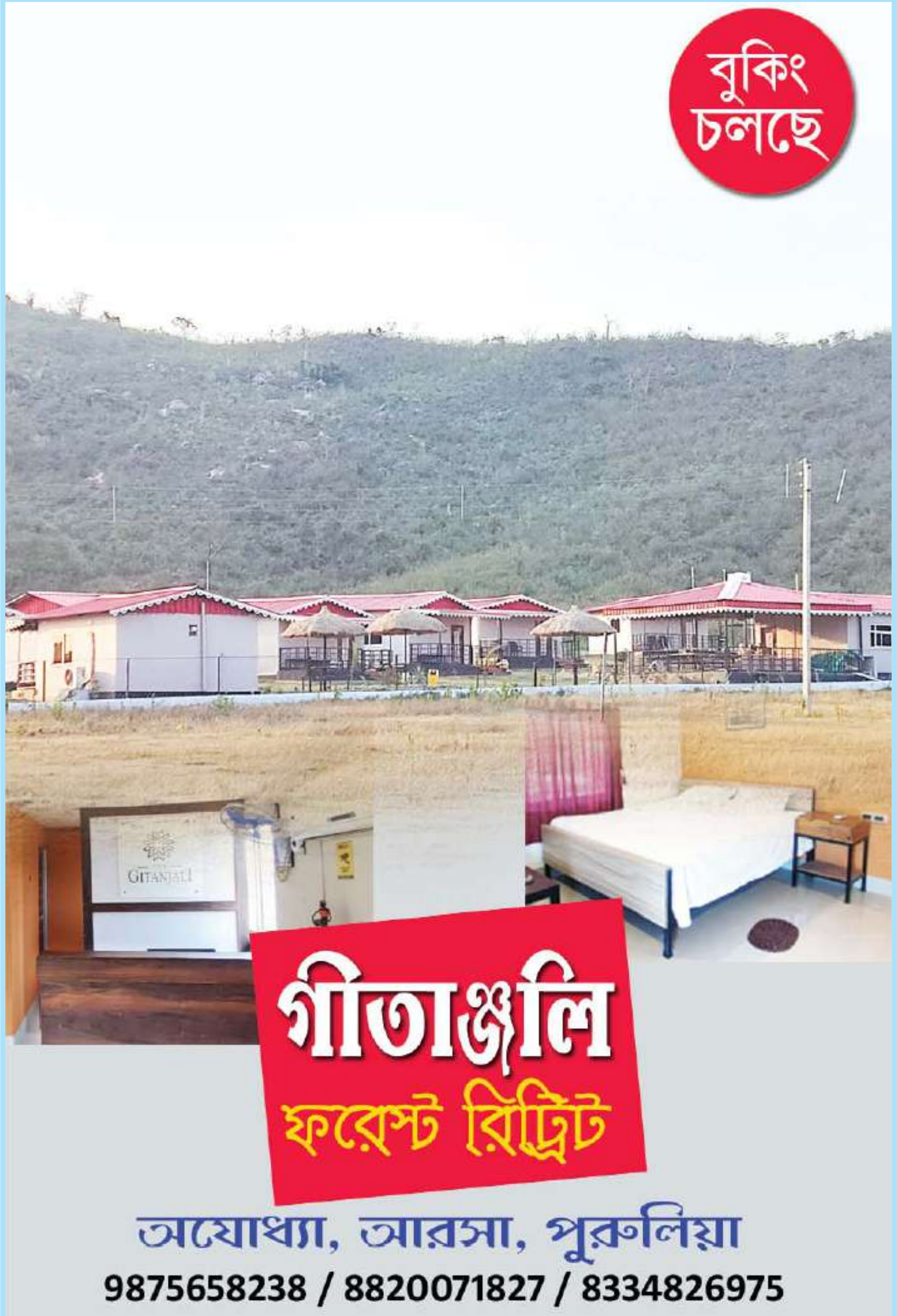

ইন্টারকে হারিয়ে রূপকথার গল্প লিখল বোডো গ্লিমট

সংবাদ সংস্থা, মিলান, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসের অন্যতম সেরা চমক দেখাল নরওয়ের অখ্যাত ক্লাব বোডো গ্লিমট। মঙ্গলবার রাতে সান সিরোতে গত মরসুমের রানার্সআপ ইন্টার মিলানকে ২-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোয় উঠেছে দলটি। নকআউটে ওঠার এই প্লে অফ পর্বে দুই লেগ মিলিয়ে বোডো গ্লিমটের জয় ৫-২ গোলে। নরওয়েজীয় এই ক্লাবের ইতিহাস গড়ার রাতে শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে নিউক্যাসল ইউনাইটেড, আতলেতিকো মাদ্রিদ ও বায়ার লেভারকুসেন। আর্কটিক সার্কেলে উত্তরের বোডো শহরের ক্লাব বোডো গ্লিমট ঘরের মাঠে প্রথম লেগে ৩-১ গোলে জিতে চমক দেখিয়েছিল। সেই সঙ্গে দিয়ে রেখেছিল আরও বড় কিছু করার আভাসও। সান সিরোতে সেই বড় কিছুই উপহার দিল ক্লাবটি। সিরি 'আ' পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকা ইন্টার এই ম্যাচ দিয়ে ইউরোপিয়ান মঞ্চে ঘুরে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় ছিল কিন্তু তাদের কোনো সুযোগই দিল না বোডো গ্লিমট। এই ম্যাচে প্রথমার্ধে গোল পায়নি কোনো দল। দ্বিতীয়ার্ধে ৫২ মিনিটে সান সিরোকে স্তব্ধ করে বোডো গ্লিমটকে এগিয়ে দেন ইয়েনস পেতের হাউগে। ম্যানুয়েল আকাঞ্জির ভুলে ওলে ব্লমবার্গ প্রথমে শট নেন, তা ঠেকালেও ফিরতি বলে গোল করেন হাউগে। এরপর ৭২ মিনিটে হাকন এভিয়েন ব্যবধান ২-০ করেন (দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১) বোডো গ্লিমটের হয়ে। ৭৬ মিনিটে আলেসান্দ্রো বাস্তোনি একটি গোল শোধ করলেও ইন্টারের পক্ষে আর ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। গত পাঁচ মরসুমে চারবার নরওয়ের শীর্ষ লিগ এলিতেসেরিয়েন জেতা বোডো গ্লিমট এবার শিরোপা হাতছাড়া করেছিল ভাইকিং স্টাভানগারের কাছে। তবে

সেই যন্ত্রণা তারা যেন চ্যাম্পিয়নস লিগ দিয়ে পুষিয়ে নিল। এ প্রতিযোগিতায় প্রথমবার এসেই গড়ল ইতিহাস। ১৯৯৭ সালে রোজেনবর্গ চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর এই প্রথম কোনো নরওয়েজিয়ান ক্লাব ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে এত দূর গেল। পাশাপাশি ইউরোপিয়ান শীর্ষ পাঁচ লিগের বাইরে প্রথম কোনো ক্লাব হিসেবে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের দলগুলোর বিপক্ষে টানা চার ম্যাচ জিতল তারা। লিগ পর্বে গত মাসে ঘরের মাঠে সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল বোডো গ্লিমট। এরপর তারা হারায় আতলেতিকো মাদ্রিদকে। আর এবার প্লে অফে দুই লেগেই বোডো গ্লিমটের কাছে হারের শিকার হলো ইন্টার। ম্যাচ শেষে বোডো গ্লিমটের উইঙ্গার হাউগে বলেন, ''আমাদের জন্য এটা অবিশ্বাস্য। আমরা জানতাম যে ইন্টার খুব শক্তিশালী দল। তারা গত মরসুমে ফাইনালও খেলেছে।'' আগামী শুক্রবার চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলোর ড্র হবে। বোডো গ্লিমটের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ স্পোর্টিং লিসবন কিংবা ম্যানচেস্টার সিটি। বোডো গ্লিমটের সাফল্যকে আরও বিশেষ করে তুলেছে একটি তথ্য। নরওয়ের লিগ মরসুম শেষ হয়েছে গত নভেম্বরে, নতুন মরসুম শুরু হবে আগামী মার্চের মাঝামাঝি। অর্থা অফ-সিজনে খেলেও এমন কীর্তি গড়েছে কিয়েতিল নুটসেনের দল। ইন্টারের জন্য এই বিদায়টা বড় ধাক্কা। গত মরসুমে ফাইনালে উঠেও পিএসজির কাছে ৫-০ গোলে হেরেছিল তারা। জয়ের পর বোডো গ্লিমট কোচ নুটসেন বলেন, ''ক্লাব, খেলোয়াড় এই শহর এবং নরওয়ের জন্য এটা দারুণ এক সন্ধ্যা। আমরা লক্ষ্য নিয়ে ভাবছি না বরং কীভাবে ভালো পারফর্ম করা যায় এবং খেলোয়াড় ও দলকে উন্নত করার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়-সেটা নিয়ে ভাবছি। আমার মনে হয়, এখন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নিজেদের একটি পদ্ধতি আছে, আর সেটা অনুসরণ করাই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।'' রাতের অন্য ম্যাচে আজারবাইজানে কারাবাখকে ফিরতি লেগে ৩-২ গোলে হারিয়েছে নিউক্যাসল ইউনাইটেড। এর আগে প্রথম লেগে কারাবাখকে ৬-১ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলো প্রায় নিশ্চিত করে রেখেছিল ইংলিশ ক্লাবটি। নিউক্যাসল শেষ ষোলোয় উত্তীর্ণ হওয়ায় এখন সেখানে ইংল্যান্ডের ক্লাব হলো ছয়টি। পরের পর্বে নিউক্যাসলের প্রতিপক্ষ চেলসি বা বার্সেলোনা। লেভারকুসেন প্রথম লেগে গ্রিসে অলিম্পিয়াকোসকে ২-০ গোলে হারানোর পর ঘরের মাঠে ফিরতি লেগ গোলশূন্য ড্র করে। ২০২৪ সালের জার্মান চ্যাম্পিয়নরা শেষ ষোলোয় আর্সেনাল কিংবা বায়ার্ন মিউনিখের মুখোমুখি হতে পারে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com